পৃথিবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিক

'উপাধিঃ ব্যাধিরেবচ'—এই রকম একটা কথা আছে। উপাধি আপনাকে গ্রাস করেছে—সুতরাং আপনি উপাধিগ্রস্ত অর্থাৎ ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু বই পড়ে চমক লেগেছে—ভেবেছি, এই যুগেও কি এমন সরস গবেষণা সম্ভব? দূর থেকে আপনার গভীর পাণ্ডিত্যকে, আপনার অচল নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাই।

ডঃ মুরারি মোহন সেন

শ্রীখগেন্দ্র নাথ ভৌমিক বিরচিত 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' একখানি অতিশয় মূল্যবান গবেষণাধর্মী পুস্তক।... গ্রন্থকার একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য অভিনব সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজের সূত্রপাত করলেন তাঁর এই গ্রন্থখানি প্রণয়নের দ্বারা। এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই। যতদূর আমার জানা, ঠিক এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে এত ব্যাপক ও অনুশীলনের ফলাফল গ্রথিত করে এমন পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হয়নি। সেই হিসাবে শ্রীযুত ভৌমিক মহাশয়কে এক্ষেত্রে পথিকৃত মনে করা যেতে পারে। কাজেই অন্যাবিধ কৃতিত্ব—গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে পথিকৃত্তোর গৌরবও তাঁর প্রাপ্য।

নারায়ণ চৌধুরী

পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিক

[সংগৃহীত পদবীসমূহ পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালাদেশ ছাড়াও অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কনৌজ, কেরালা, গুজরাট, ছোটনাগপুর, তামিলনাড়ু, দিল্লী, নেপাল, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, সাঁওতাল-পরগণা, সিংভূম ও হরিয়ানায় বসবাসকারী কতিপয় জাতির লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত ।]

সংকলন কাল ইং ১৯৭৫-১৯৮২

প্রকাশক : 'মিত্রলোকে'র পক্ষে
শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার
৫২, কুমারপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০৪২

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীহরিপদ দাস

মুদ্রক : শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই : মাতৃ বুক বাইডিং ওয়ার্ক'স
৪১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম সংকলন : অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩৮৯

পরিবেশক : দীপালী বুক হাউস
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : গ্রাহকমূল্য—২০ টাকা
সাধারণ মূল্য—৩০ টাকা

উৎসর্গ

*

যাঁরা সমাজ-চিন্তায় পূর্বগামী পথিক

*

হিন্দুজাতির ক্ষয়িষ্ণুতারোধে যুগ যুগ ধরে যাঁরা
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন

*

সেই সব জীবিত ও মৃত, জানা ও অজানা মনীষিবৃন্দের
উদ্দেশে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

* * *

গ্রন্থকার

ভূমিকা

বাঙালী হিন্দুর নামের দুটি অংশ থাকে : একটি ব্যক্তিগত নাম, অপরটি বংশগত নাম। দ্বিতীয়টি শেষে বসে এবং তাকে উপনাম বলা যায়। এই উপনামটি বংশকে চিহ্নিত করে। কিন্তু তার উৎপত্তি নানাভাবে ঘটেছে। কোথাও পূর্বপুরুষের অতীতের বৃত্তি অনুসারে, কোথাও সরকার প্রদত্ত খেতাব অনুসারে, কোথাও শিক্ষাগত যোগ্যতাসূচক উপাধি অনুসারে। বর্তমানকালে বৃত্তিসূচক উপনাম ব্যক্তি বিশেষের পেশা সূচিত করে না; কারণ অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তন হেতু পৈতৃক পেশা সাধারণত উত্তরপুরুষ ত্যাগ করে। আবার দেখা যায় একই উপনাম বিভিন্ন বৃত্তিসূচক জাতির মানুষ ব্যবহার করে। এইভাবে উপনামের জটিলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীখগেন্দ্র নাথ ভৌমিক এই জটিল বিষয় সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। কাজটি যে কত কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে উপনামগুলি সংগ্রহ করে, তাদের বিজ্ঞান সম্মত শ্রেণীতে সাজিয়েছেন। তালিকাগুলিতে বিভিন্ন নীতি অনুসারে উপনামের বিন্যাস দেখিয়েছেন। সবগুলি তালিকা জড়িয়ে পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাবে। 'খ' চিহ্নিত তালিকায় সকল উপনাম পাওয়া যাবে। এটি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তালিকা। 'গ' চিহ্নিত তালিকায় প্রতি বৃত্তিভিত্তিক জাতির তলায় তার অন্তর্ভুক্ত সকল উপনাম পাওয়া যাবে। অন্যগুলি পরিপূরক তথ্য স্থাপন করে। যেমন 'ঘ' তালিকায় একই উপনাম (লেখকের পরিভাষায় পদবীতে) কতগুলি বৃত্তিভিত্তিক জাতি ব্যবহার করে তা দেখান হয়েছে। যেমন, রায় উপাধি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি ব্যবহার করে। তা দেখায় অনেক ক্ষেত্রে উপনামের সাহায্যে বর্তমানে আর বংশের আভিজাত্যের পরিচয় মেলে না।

লেখক ঠিকই বলেছেন যে উপনামের ব্যবহার তুলে দিলে হয়ত জাতিভেদ সম্বন্ধে সচেতনতা উঠে যায়। কিন্তু তার যে একটি ব্যবহার যে নাই, তা নয়। তা ব্যক্তিকে তার পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত করে। দ্বিতীয়ত, রক্ষণশীল মনোভাব এ বিষয় এত প্রবল যে বলপূর্বক ছাড়া এমন নিষেধাত্মক বিধি প্রয়োগ করা যাবে না।

সে যাই হক, গ্রন্থকার যে একটি দুরূহ কাজ সাফল্যের সহিত সম্পাদন করেছেন তা সন্দেহাতীত। এই তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় একটি মূল্যবান সংযোজন হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার অনুসন্ধিৎসাই এই "পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস" গবেষণার মূল উৎস। পদবীর দ্বারা জাতি নির্দিষ্ট করার ফলাফল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক না হওয়ার ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ল যে কয়টি ঘটনায়। তার মধ্যে প্রথমটি হল: এক সময় তফসিলী সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে গঠিত একটি সংস্থা 'কর্মকার' পদবীধারী জনৈক ব্যক্তিকে তফসিলী সম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচয়পত্র দিতে অস্বীকার করেন। সংস্থার বক্তব্য, কর্মকার তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় নয় এবং কর্মকার তফসিলভুক্ত কোন সম্প্রদায়ের পদবীও নয়। কিন্তু পরে সেই ব্যক্তি প্রমাণ করেন তাঁর সম্প্রদায় তফসিলভুক্ত। এবং 'কর্মকার' তাঁর গৃহীত পদবী। অতঃপর তিনি কর্মকার এই পদবীতেই সেই সংস্থা থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রও সংগ্রহ করেন। আর এই সূত্রেই তিনি জেলাশাসকের কাছ থেকেও ঐ কর্মকার পদবীতেই পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে তফসিল সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধাও পান। দ্বিতীয় ঘটনা: এক ব্যক্তির 'মুখার্জী' পদবী। এই মুখার্জী পদবী সাধারণত ব্রাহ্মণের পদবী। কিন্তু এই 'মুখার্জী' পদবীধারী ব্যক্তি তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি এই প্রমাণের ভিত্তিতে তফসিলী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৈধভাবেই লাভ করেন। তৃতীয় ঘটনা: সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের স্বাক্ষরিত যথাযথ তফসিলী পরিচয়পত্রের জন্য, প্রয়োজনীয় সুপারিশের ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারী সংস্থার জনৈক অফিসার কর্তৃক 'কর্মকার', 'পোদ্দার', 'মিত্র' প্রভৃতি পদবীধারী তফসিলী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তফসিলী পরিচয়পত্রের জন্য সুপারিশে আপত্তি উত্থাপন।

উল্লেখিত ঘটনাগুলির সঙ্গেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধুবান্ধবদের বিভিন্ন পদবীর মধ্যে তাঁদের নির্দিষ্ট সম্প্রদায় সঠিক বুঝতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ায় এবং দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পদবী পরিবর্তনের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি দেখে, পদবী বিষয়ে বিস্তারিত জানার আগ্রহেই প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিসহ পদবীগুলির সংকলনের সিদ্ধান্ত নিই।

এই সংকলনের জন্য গবেষণা করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে আমার সীমিত জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। আজও পদবীর মধ্যে যাঁরা সম্প্রদায় খুঁজতে চেষ্টা করেন এ সংকলন তাঁদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারলেই আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। এ কথা বলে রাখা বোধ হয় সঙ্গত হবে যে, আমি কোন মৌলিক গবেষণা করিনি, বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, সংস্থা ও অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতায় এ সংকলনকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছি। সুধী পাঠকবৃন্দ এ সংকলনের ভুলত্রুটি সংশোধনে এবং

অদ্যাবধি আমার অপরিজ্ঞাত সংশ্লিষ্ট তথ্যের সংযোজনে, সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশা করি।

কৃতজ্ঞতাপাশে অনেকেই আমাকে বেঁধেছেন—তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক-সাংবাদিক অগ্রজপ্রতিম শ্রীঅতীন্দ্র হোম রায়, কৈলাশহর মহকুমা নিবাসী ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত ৺রামনিধি বিশারদ মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য, মরমী বন্ধু আদিত্যকুমার রায়, কবি নিশিকান্ত মজুমদার ও সহানুধ্যায়ী নিরঞ্জন বাগছী, যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা আমার এই বহু বছরের শ্রমকে কিছুটা পূর্ণতা দিয়েছে, এবং আমাকে ধন্য করেছে।

নমস্কারান্তে

অক্ষয়তৃতীয়া
১৩৮৯ সাল
কলিকাতা

বিনীত
শ্রীখগেন্দ্র নাথ ভৌমিক

অ র্প ণ

আমার সহধর্মিনী, স্নেহের ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ
যাদের হাতে দিলাম—

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ; নরেন, উপেন ; গৌরী, দীপ্তি ;
বাপী, বাপু, বাপ্পা, বাপন ;
রত্না, সীমা, স্বপ্না, শিপ্রা।

গ্রন্থকার

"মিত্রলোক"-এর নিবেদন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের "পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস" "মিত্রলোক" সংস্থার প্রথম প্রকাশিত বই। ব্যবসায়িক সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন একটি বইয়ের সম্ভাবনা, সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় হয়ত উজ্জ্বল নয়। তথাপি "মিত্রলোক" এই বইটি নির্বাচন করেছেন, তার গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং লেখকের গভীর নিষ্ঠা ও দীর্ঘ বছরের নিরলস সাধনার কথা চিন্তা করে। বস্তুতঃ "মিত্রলোক" মনে করেন, এই বই প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে, তাঁরা নিজেরাই ধন্য হয়েছেন। প্রতিভা, পরিশ্রম এবং পরম নিষ্ঠা—এই তিনটি চরিত্রের সমাবেশ যেখানে ঘটে, সেখানে সৃষ্টির চরিত্রের মধ্যেও উত্তরণ ঘটতে বাধ্য। এই বইটিতে যে তা ঘটেছে, তা পাঠক সমাজ একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীভৌমিক, আমাদের সমাজ জীবনে, ব্যক্তি পরিচয়ের মৌল সমস্যায় একটা মূল শেকড় ধরে টান দিয়েছেন। পদবী দিয়েই সাধারণতঃ চলে আসছে জাতির উঁচু নীচু বিচার। এবং আমরা জানি, জাতের উঁচু-নীচুর মানদণ্ডে সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয়ে থাকে। লেখকের লেখার বিচারের ক্ষেত্রেও সংকীর্ণ-চিত্ত সম্পাদক সমাজ, এই বিচারবোধ থেকে বহুক্ষেত্রে মুক্ত নন। অথচ বর্তমান গ্রন্থকার নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন, এই পদবী নির্ণয় পদ্ধতিটি বহু সময় সম্পূর্ণ ভুল অর্থও নির্দেশ করে। যেমন, "মুখার্জী" পদবী ব্রাহ্মণের। কিন্তু "মুখার্জী" পদবী কোন কোন তফসিলী সম্প্রদায়েরও।

মানুষের পরিচয়, পদবীর পদচিহ্ন ধরে নির্ণীত হওয়া, এ যুগের কাছে এক ধরণের পাপ। এটা অবাঞ্ছিত এবং অনভিপ্রেত। কিন্তু আমাদের সমাজে, এই আধুনিকতার অত্যুচ্চ কলরবের মধ্যেও, আজও তা অব্যাহত। কোন শ্রেণী, কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ কখনো শোনা যায় না। এই অচলায়তনের মধ্যে, শ্রীভৌমিকের "পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস" এক বলিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবাদ। "মিত্রলোক" এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বইটি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন।

শ্রীভৌমিকের এই গবেষণার মধ্যে আগামীকালের জন্য সমাজ চিন্তার প্রভূত উপাদান সঞ্চিত থাকল। পরবর্তী কোন গবেষক এই সম্পদ থেকেই তাঁর সাধনার উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

"মিত্রলোক"-এর এই প্রথম বইটি বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে, আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

["মিত্রলোক" সংস্থার পক্ষে]

জাতি, উপাধি/পদবীগুলিতে অনুসৃত বর্ণাক্রম :—

অ	ক	ঠ	ফ	স
আ	খ	ড	ব	হ
ই	গ	ঢ	ভ	ক্ষ
ঈ	ঘ	ত	ম	ড়
উ	চ	থ	য	য়
ঋ	ছ	দ	র	
এ	জ	ধ	ল	
ঐ	ঝ	ন	শ	
ও	ট	প	ষ	

বিষয়-সূচী

সূচনা

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ড আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। আর্যদের ভারত আগমনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা জাতির আগমন ও সংমিশ্রণ হয়েছে আমাদের এই দেশে। বহু ভাষাভাষী ভারতজনের দেশে বিচিত্র আচার ব্যবহার ও নানা ধর্মে বিশ্বাস নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী জাতিগুলি ছাড়া হিন্দু জাতির প্রধান চারটি বর্ণের অসংখ্য বিভাগ ও উপজাতিগুলির বিভিন্ন গোষ্ঠী বর্তমান। ভারত-ইতিহাসের প্রাচীনত্বের নিরিখে হিন্দু জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ ও গোষ্ঠী অনুযায়ী নিজস্ব পদবী ধারণের প্রথা অবশ্য নিতান্তই অর্বাচীন। কালক্রমে বিচিত্র পরিস্থিতিতে নূতন নূতন পদবীর উদ্ভব হয়। সেই পদবীগুলির সংকলন ও পদবী বিষয়ক তথ্যগুলির আলোচনাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে যেমন কয়েকটি শব্দের প্রয়োজন তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাথমিক পরিচয়ে অন্তত দুটি শব্দের একান্তই দরকার। সেই শব্দ দুটির প্রথমটি 'নাম' (NAME) এবং অপর শব্দটিকে 'উপনাম' বলা হয়। এই উপনাম শব্দটিই সাধারণ অর্থে প্রচলিত 'পদবী' (SURNAME)। কেবলমাত্র নাম দ্বারা কোন ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না; সম্যক পরিচয়ের জন্য পদবীটি অত্যাবশ্যক। কোন ব্যক্তি তার নামের দ্বারা কোন বিশেষ মহলে পরিচিত হলে তার পরিচয়ে আর পদবীর প্রয়োজন হয় না; পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি তার পদবীর দ্বারা কোন বিশেষ মহলে পরিচিত থাকলে তার পরিচিতিতেও নাম নিষ্প্রয়োজন হতে পারে। তবে নাম ও পদবী একসংগে যুক্ত না-হলে কোন ব্যক্তিরই পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। নাম ও পদবীর মাঝে চন্দ্র, কুমার, লাল, নাথ, বরণ, রঞ্জন, ভূষণ, রাণী, বালা প্রভৃতি যে-পদগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ঐগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিংগবোধক; কদাচিৎ কোন স্থলে নিছক অলংকার মাত্র। নাম ও পদবীর মাঝে ঐরূপ যে-কোন একটি পদের ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। মধ্যপদটি ব্যবহার না-করলেও পরিচয়ের কোন হেরফের হয় না।

এখন যেমন ব্যক্তির নামের শেষে পদবী থাকে, প্রাচীনকালে অনুরূপ পদবী কেউ ব্যবহার করতেন না। গুণকর্ম অনুসারে আর্য চতুর্বর্ণের পদবী ধারণের প্রথম ধর্মীয় নির্দেশ পাওয়া যায় যথাক্রমে মনু-সংহিতা ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ থেকে।

"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্" ।।
(মনু-সংহিতা)

"ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মানৌ রায়বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে।
ধনোবৈশ্যে তথা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যতে" ।।
(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)

—এই দুটি শ্লোক থেকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণের "শর্ম্মা" ও "দেবশর্ম্মা", ক্ষত্রিয়ের "বর্ম্মা" ও "রায়বর্ম্মা" বা অনুরূপ কোন রক্ষাকর্মবাচক উপাধি, বৈশ্যের "ভূতি" বা অনুরূপ কোন পুষ্টিক্রিয়াবোধক উপাধি এবং শূদ্রের "দাস" বা অনুরূপ কোন সেবকার্থক উপাধির দ্বারা বর্ণের পরিচয় হবে। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে যে-সব বিশেষ বিশেষ নামের সংগে আমরা পরিচিত সেই সব নামের শেষে পদবী দেখা যায় না; যেমন—বলি, অম্বরীশ, বিপ্রচিৎ, হরিশ্চন্দ্র, (রাজা) দশরথ, (রাজর্ষি) জনক, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কাহারও নামের শেষে পদবীর উল্লেখ নাই। রাজন্যবর্গ ছাড়া বহু মহামুনি ও ঋষির নামও শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে উল্লেখিত আছে, যাঁদের নাম এখনও গোত্রে ও প্রবরে বিদ্যমান। তাঁদের নামের শেষেও বর্ণজ্ঞাপক কোন পদবী দেখা যায় না। একাধিক পুরাণে বৈশ্যদের উপাখ্যান আছে, কিন্তু তাঁদের নামের শেষে বর্ণজ্ঞাপক "ভূতি" অথবা "ধন" শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, শাস্ত্রীয় দ্বাদশ সংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড ব্যতীত ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী নামের সংগে বর্ণের পরিচায়ক শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূতি ও দাস ব্যবহৃত হত না। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের যে-সব রাজর্ষি ও রাজন্যবর্গের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে-সব নাম থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তির নাম দ্বারাই তাঁর পরিচয় প্রকাশ ও পরবর্তীকালে তাঁর বংশের পরিচিতি হত; যেমন—"কুরুবংশ", "রঘুবংশ" ইত্যাদি। তখন পদবীর দ্বারা বংশ পরিচিতি হত না। পৌরাণিক যুগের দীর্ঘদিন পরে হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে নামের সাথে সমাসবদ্ধ পদরূপে পদবীর সংযুক্তি দেখা দিতে থাকে; উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—ভবভূতি, দেবদাস, দেবদত্ত, বিষ্ণুশর্মা, ধর্মগুপ্ত, অগ্নিমিত্র ইত্যাদি। বংশানুক্রমিকভাবে যদিও কয়েক শতাব্দী এইভাবে নামের সংগে পদবীর ব্যবহার চলছিল কিন্তু পদবীর দ্বারা বংশের পরিচয় হত না। কালক্রমে দেবদত্ত স্থলে দেবরূপ দত্ত, বিজয় সেন স্থলে বিজয়কুমার সেন এবং বিষ্ণুশর্মা স্থলে বিষ্ণুসেবক শর্মা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হল এবং পদবী বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ায় পদবীর দ্বারা বংশ পরিচিতি সুরু হল। আবার এও দেখা যায় যে, অতীতে ব্যক্তিগত নামগুলি ছিল একটিমাত্র শব্দ; যেমন, দুর্লভ, গরুড়, কলম্ব

ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধুমিত্র, ধৃতিপাল, চিরাতদত্ত। এ প্রসংগে এও উল্লেখযোগ্য যে, আজকের বঙ্গদেশের পদবী চট্ট, বর্মন, পাল, মিত্র, দত্ত, নন্দন, দাস, ভদ্র, দেব, সেনা, ঘোষ ও কুণ্ডু অতীতের নামের শেষাংশ কিনা তা নিয়েও পণ্ডিত সমাজে মতভেদ রয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন অংশে বংশ-পরিচিতির ধারক "পদবী" বা "পারিবারিক নাম" ব্যবহারের বিভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রবাসী ছাড়া অন্যেরা ততটা পদবী ব্যবহার করেন না। ভারতের দক্ষিণ অংশে অঞ্চলের নামই পারিবারিক নাম বা পদবী, যা ব্যক্তিগত নামের পূর্বে বসানো হয়। আবার কারো কারো নামের পূর্বে তাঁর পিতার নাম যোগ করা হয়; যেমন, সর্বপল্লী রামস্বামী ভেংকটরমন—ক্রমানুসারে প্রথম—পারিবারিক নাম বা পদবী যা অঞ্চলেরও নাম; দ্বিতীয়—পিতার নাম; এবং সর্বশেষে ব্যক্তিগত নাম। তামিলনাড়ুর লোকেরা সাধারণত পদবী ছাড়াই তাঁদের নাম লেখেন। তবে তাঁদের পরিচয়ে যে-চারটি শব্দ ব্যবহার করেন তার প্রথম শব্দটি তাঁদের আদি বাসস্থানের নাম, দ্বিতীয় শব্দটি পিতার নাম, তৃতীয় শব্দটি নিজের নাম ও শেষের শব্দটি পদবী। কুম্ভকোনম্ রঙ্গস্বামী পদ্মনাভ আয়েঙ্গার—এই শব্দ কয়টির দ্বারা উক্ত পদ্ধতিতে একজনের পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। তবে আয়েঙ্গার পদবী ব্যবহার না-করলে তার নাম হত পদ্মনাভন্। পশ্চিমাঞ্চলের পদ্ধতিতে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার—ক্রমানুসারে প্রথমটা ব্যক্তিগত নাম, দ্বিতীয়টা পিতার নাম এবং শেষটি অঞ্চলের নাম বুঝায়।

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত নামের মতোই পদবী বা পারিবারিক নাম দ্বারা অনেককেই কে কোন স্থানের অধিবাসী তা সহজেই নির্ণয় করা যায়; যেমন, দক্ষিণভারতে সুব্রহ্মণ্য, মহালিঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তিগত নাম আর আইয়ার ও আয়েঙ্গার ইত্যাদি পারিবারিক নাম বা পদবী। পূর্বভারতে ব্যক্তিগত নাম রাসবিহারী, হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি আর মুখোপাধ্যায়, বাসু প্রভৃতি পারিবারিক নাম বা পদবী। ভারতের পশ্চিমে ও দক্ষিণাংশে প্রায়ই অঞ্চলের নামেই পারিবারিক নাম বা পদবী রচিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই পারিবারিক নামগুলি তাদের আদি বাসস্থানের নামের শেষে "কার" শব্দ যোগ করে গঠন করা হয়; যেমন, বিজয় পারকার—যার পরিবার বিজাপুরের আদি বাসিন্দা।

পদবী গ্রহণে হিন্দুর প্রতি শাস্ত্রের নির্দেশ থাকায় ও পদবীর দ্বারা মানুষের সামাজিক মর্যাদা তথা সমাজজীবনে তার স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার প্রাথমিক রীতি প্রচলিত থাকায় হিন্দুর ধর্ম তথা সমাজজীবনের প্রাসংগিক তথ্যগুলি আলোচনা এখানে অপরিহার্য।

সমাজ-বিবর্তন

প্রাক্-বর্ণবিভাগ যুগে এক আর্য পিতার বিভিন্ন সন্তান বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের বৃত্তিবাচক কোন পরিচয় বা ভাগ ছিল না। পরে বিভিন্ন বৃত্তিকে জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা এই চারটি ভাগে ভাগ করে এই সব বৃত্তি গ্রহণকারীদের বৃত্তি বা কর্মভিত্তিক ভাগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চতুর্বর্ণে ভাগ করা হয়। (বর্ণের এক অর্থ গুণ ; গুণানুসারে প্রত্যেককে উক্ত বৃত্তি বা কর্মের জন্য বরণ করা হল)। গুণের দ্বারা কর্মপ্রাপ্তি সাধারণ অর্থে কর্মে দক্ষতা বা কর্মপটুতা বুঝায়। কিন্তু গুণের অপর অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রাকৃতিক গুণ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাকৃতিক তিনগুণের একটি না একটির প্রাধান্য থাকে এবং সেই গুণাশ্রয়ী কর্মে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা কর্মগুলিতে উক্ত প্রাকৃতিক গুণের প্রভাবে কর্মদক্ষতা বা পটুতাই বর্ণসৃষ্টির সূত্ররূপে গৃহীত হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যাঁরা, তাঁরা মুক্তসংগ, অহংবাদশূন্য, ধৃতিমান, উৎসাহী ও সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে নির্বিকার ত্যাগী পুরুষ। যাঁরা রজোগুণ সম্পন্ন রাজসিক প্রকৃতির লোক তাঁরা প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সুখসম্পদের অভিলাষী। তমোগুণ সম্পন্ন তামসিক প্রকৃতির মানুষ অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য, ভয় ও মূঢ়তায় আচ্ছন্ন। প্রকৃতির এই তিন গুণভেদ অনুযায়ী মানুষের কর্মক্ষেত্রও মূলত তিন প্রকার। আর ঐ গুণগত কর্মভেদ অনুযায়ী হিন্দুধর্মে বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যথাশাস্ত্র ধর্মানুশীলন, যাগযজ্ঞ সমাপন ও 'সর্বজনহিতায়' কর্মে পৌরোহিত্য করণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কর্ম। রজোগুণজাত প্রভুত্ব, ক্ষমতালোভ, সুখসম্পদ ভোগ, দেশরক্ষা, দেশের শান্তিরক্ষা ও প্রয়োজনবোধে যুদ্ধবিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম। আর, রজোগুণের আধিক্য ও তমোগুণের অল্পতায় কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি বৈশ্যের কর্ম। কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণকে তাদের নিজ নিজ কর্মে সাহায্য করাই তমোগুণ সম্পন্ন শূদ্রের কর্ম। উক্ত প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের প্রত্যেকটি গুণই অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়।

উল্লিখিত গুণগত কর্মভেদের চারটি ভাগের অন্যতম জ্ঞানবলের প্রতীক ব্রাহ্মণ তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অহংভাবশূন্যতা প্রভৃতি সত্ত্বগুণের বলে সমাজকে পরিচালিত করতেন। সমাজের সবাই তাঁদের মুখের কথায় চলত বলে তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের মুখস্বরূপ। শৌর্য বা বাহুবলের প্রতীক ক্ষত্রিয়—তাঁরা মূলত রজোগুণের অধিকারী বলে তাঁদের বাহুবল দ্বারা সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ বা শান্তিরক্ষা করতেন। সমাজকে

রক্ষা করতেন বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের বাহুস্বরূপ। ধনবলের প্রতীক বৈশ্য প্রধানত রজোগুণান্বিত—তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা ধনের সংস্থানে লিপ্ত থাকতেন। উরু যুগল যেমন উদরকে ধারণ করে সেইরূপ সমাজের উদর পোষণে লিপ্ত থাকতেন বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের উরুস্বরূপ। আর শ্রমবলের প্রতীক শূদ্র তমোগুণাগত ; তাঁরা কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণের কর্মের সহায়তা করতেন। পদযুগলকে নির্ভর করে উরু, উদর ও মস্তিষ্ক দণ্ডায়মান বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের পদযুগল স্বরূপ। এখানে সমাজকে বিরাটত্বে স্থান দিয়ে তার সেবায় চারটি কর্মের দ্বারাই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি প্রতিপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণের, বাহু হতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হতে বৈশ্যের ও পদ হতে শূদ্রের উৎপত্তি, এই মতের যৌক্তিকতা গ্রহণযোগ্য কিনা তা ভাববার বিষয়। কারণ, চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ আর্য তথা হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ, এবং তাতে গুণভিত্তিক চতুর্বর্ণ সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে ; আর, বৈদিক যুগের অনেক পরে ঋগ্বেদ সংহিতায় "ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা গুণগত কর্মভেদের স্থলে জন্মগত অধিকারের কথা পরিলক্ষিত হয়। এবংবিধ বিভিন্ন মতগুলি গবেষকদের গবেষণার বিষয়।

কর্মের দ্বারা চারটি বর্ণের সৃষ্টি হলেও তখন উহা জন্মগত ছিল না—গুণকর্মভিত্তিক ছিল। বর্ণে বর্ণে যে কোন বিভেদ ছিল না তা নিম্নোক্ত আলোচনাদিতে প্রতীয়মান—প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণপুত্র গুণভ্রষ্টতায় এবং কর্ম বা বৃত্তিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে খ্যাত হয়েছেন এবং শূদ্রতনয়ও গুণগত উৎকর্ষের জন্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। দাসীপুত্র কবষও একজন বৈদিক ঋষি হয়েছিলেন এবং "ভর্তৃহীনা জবালার" পুত্র সত্যকামও "দ্বিজোত্তম" ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায়, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। আবার, পরশুরাম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কর্মের জন্য ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হন।

ব্রাহ্মণ গুণগত বৈশিষ্ট্যে বর্ণের শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হলেও তার ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণের অন্ন গ্রহণের কোন নিষেধবিধি যে ছিল না তার প্রমাণ বহু পুরাণ ও সংহিতায় দেখতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি সংহিতায় এবং অগ্নি, আদিত্য ও কূর্ম প্রভৃতি পুরাণে এইরূপ বিধানের উল্লেখ আছে। বাস্তবক্ষেত্রেও অনুরূপ সামাজিক ব্যবহার ছিল। বর্ণগুলির পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল,—ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যা, শূদ্রা ; বৈশ্যেরা শূদ্রা পত্নী গ্রহণ করলে তা অনুলোম ; আর, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণী ; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী ; শূদ্রেরা বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী পত্নী গ্রহণ করলে তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। শাস্ত্র পুরাণে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ণগুলির

মধ্যে স্পর্শদোষ ছিল না। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শূদ্র পাচকের রান্না-করা অন্নাদি অন্য বর্ণের হিন্দুরা ভক্ষণ করতেন। মনু-সংহিতায় আছে, দাস্যকর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হলে শূদ্র পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করে তার পরিবার প্রতিপালন করবে।

আর্যগণের গুণভিত্তিক বর্ণবিভাগ কালক্রমে বর্ণকেন্দ্রিক ও বংশভিত্তিক হয়ে দাঁড়ানোর মূলে রয়েছে ঐ চতুর্বর্ণের প্রত্যেক পরিবারের সন্তানদের প্রতি পিতৃপুরুষের অপত্যস্নেহ এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা। ফলে ব্রাহ্মণ তাঁর সন্তানদের বেদ অধ্যয়ন করাতেন এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে-সন্তান ব্রাহ্মণের গুণের অধিকারী হতে পারতেন না কালক্রমে তিনিও ব্রাহ্মণরূপে স্বীয় বর্ণের সর্বকর্মের অধিকারী হতে লাগলেন। অনুরূপভাবে, ক্ষত্রিয়গণ তাঁদের সন্তানদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করতেন কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়নন্দন যুদ্ধ বা শাসনকার্যে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হতেন। একইভাবে, অনুপযুক্ত হয়েও বৈশ্যের ছেলে বৈশ্য ও শূদ্রের ছেলে শূদ্র বলেই পরিচিত হতেন। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্মগত স্বার্থরক্ষায় সতত তৎপর থাকতেন। ফলত গুণভিত্তিক বর্ণবিভাগের অবকাশ রইল না। তবে তখনকার সমাজব্যবস্থায় বর্ণভিত্তিক কর্মবিভাগ থাকার ফলে বংশগত কর্মে নৈপুণ্য অর্জনের সুযোগ স্বভাবতই প্রত্যেক বর্ণের সন্তানেরা পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে নূতন ও পরিবর্ধিত সমাজব্যবস্থায় পূর্বের সুফলদায়ক গুণগত বর্ণবিভাগের স্থলে দেখা দিল জন্মের অধিকারে বর্ণের অধিকার এবং বর্ণের অধিকারে কর্মের অধিকার। সমাজস্বার্থের উপরে স্থান পেল সংকীর্ণ পারিবারিক স্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থ। এবং ফলত বর্ণে বর্ণে গড়ে উঠল বিরাট ব্যবধান ও বিভেদের প্রাচীর। স্বার্থান্ধ মানুষের দ্বারা জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা, কর্মের এই চারটি মূলভাব চতুর্বর্ণের গণ্ডিতে আবদ্ধ হওয়াতে বর্ণে বর্ণে বিভেদ সৃষ্টি হয়েই শেষ হল না; অতঃপর ঐ কর্মগুলির স্তর, শাখাস্তর ও বিভিন্ন উপস্তরে কর্মরত মানুষগুলিকে চিহ্নিত করা হল এক একটি পৃথক জাতের মানুষরূপে। এইরূপে বিভিন্ন কর্ম বা বৃত্তি অবলম্বনকারীরা তাদের বংশানুক্রমিক প্রথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতে পরিণত হল। ক্রমে জাতিগত কর্মগুলির বিভিন্ন স্তরে মানানুযায়ী উচ্চ-নীচ নির্দিষ্ট হতে লাগল। আর, এর ব্যাপক প্রসারের ফলে দেখা দিল জাতপাতের ভেদ-বিচার। এবং জন্মসূত্রে বর্ণ ও শ্রেণী নির্ধারণের সরল ব্যবস্থার ফলে মানুষের সহজাত বৃত্তি এবং স্বাভাবিক গুণ বিকাশের আর কোন সুযোগ রইল না।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ অবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই বৌদ্ধ ধর্ম জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ আঘাত হেনেছিল; ফলে জাতিভেদের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হয়ে

এসেছিল। দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য এবং বিশেষত বৌদ্ধ শাসনের ফলে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বা জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা না থাকায় উচ্চ-নীচ জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল না। অসবর্ণ বিবাহের বহুল প্রচলন হয়েছিল। বৌদ্ধ রাজশাসন ও ধর্মের প্রভাবে চতুর্বর্ণের মধ্যে পংক্তিভোজন ইত্যাদি প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান সুরু। আর, তখন থেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হতে থাকে। অবশ্য পাল রাজাদের আমল অবধি বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। কারণ, পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। সেন রাজাদের শাসনকালে আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। এই পুনর্গঠনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা বল্লালসেন। তাঁর রাজসভায় নানা শাস্ত্রে বিশারদ বড় বড় পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের সাহায্যে হিন্দু সমাজে পুনরায় জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হয়। বল্লালসেন যে শুধু হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করলেন তা-ই নয়, কর্মভেদ অনুযায়ী এমনভাবে নূতন ৩৬টি জাত বা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সমাজে বিভেদের সূচনা হল। এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে উচ্চনিম্ন-বোধ তথা প্রভেদ অনেক বেড়ে গেল। এককথায়, বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হল।

এই বীজ থেকে অংকুরিত বিভেদের বিষবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়ে তার শাখা-প্রশাখা ছড়াল। হিন্দু সমাজে দেখা দিল শ্রেণী, গোষ্ঠী, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ইত্যাদি কত কী রকমারি বিভেদ। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আদমশুমারীতে দেখা যায়, ভারতে প্রায় চার হাজার শ্রেণীর লোক বাস করত। হিন্দু সমাজে ছুৎমার্গ এবং পতিত ও ভ্রষ্ট শ্রেণী ঠিক কখন দেখা দেয় তার প্রামাণিক কাল উল্লেখ করা না-গেলেও বলা যায় যে, বঙ্গদেশে সেন রাজাদের আমল থেকেই এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্মে যখন ভাঁটার টান এবং হিন্দু ধর্মে এসেছে জোয়ারের স্রোত তখন থেকে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে লাগল। যারা প্রথমেই এল তাদের সমাদরেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু যারা এল না অথবা দুই-এক পুরুষ পরে কিংবা আরও বেশি বিলম্বে হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্তন করল তাদের পর্যায়ক্রমে বিচার করে অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত, অস্পৃশ্য ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করা হল। এবং সমাজে এরা পতিত বলেই থেকে গেল। রাজবংশের উৎসাহে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় হিন্দু সমাজের পুনরায় উত্থান ও পুনর্গঠন হল এবং কেবলমাত্র জন্মাধিকারে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অদ্বিতীয় বিধায়ক, হোতা, ধারক ও বাহকরূপে নির্দিষ্ট হলেন। গুণাশ্রয়ী কর্মভিত্তিক বর্ণবিভাগের সুযোগ সমাজে না-থাকায় উল্লেখিত অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত মানুষগুলির যাঁরা নিজ গুণে ও সাধনায় ব্রাহ্মণ ও উন্নত পর্যায়ের জাতিগুলির সমকক্ষ তাঁরাও অবহেলিত এমনকি ঘৃণিত থেকে গেলেন। হিন্দু শাস্ত্রকারদের নানা প্রকার

কঠোর বিধানে এবং সেন রাজাদের সময় থেকে হিন্দু সমাজে সেই সব অনুশাসনগুলি কঠোরতর ভাবে প্রয়োগের ফলে ব্রাহ্মণবর্ণসহ সকল উন্নত পর্যায়ের জাতগুলির শ্রেণীস্বার্থ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বজায় থাকল বটে কিন্তু সমাজে বিভেদ শতগুণে বর্ধিত হল। এইভাবে দীর্ঘদিন চলার পর ব্রিটিশ শাসনে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও তার প্রভাব হিন্দু সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। বঙ্গদেশে তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্কুল-কলেজগুলিতে সমাজের সর্বশ্রেণীর জনগণই শিক্ষার স্বাধীনতা ও সুযোগ লাভ করায় তথাকথিত অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত জাতের মানুষগুলিও নিজেদের শিক্ষিত ও নানাভাবে যোগ্য করে তোলার সুযোগ লাভ করেন। এবং ক্রমে তাঁদের পূর্বের শ্রেণীগত নির্দিষ্ট কর্মের গন্ডি ছাড়িয়ে যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন সম্মানজনক কর্মে নিয়োজিত হতে থাকেন। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উন্নত শ্রেণীগুলির অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকদেরও সাধারণ কর্ম গ্রহণ করতে হয়। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গুণ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কর্মের দ্বারা সমাজের তথাকথিত উন্নত ও অনুন্নত লোককে চিহ্নিত করার সুযোগ আজ অবলুপ্তির পথে। তবে একদা যে কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতা কর্মভিত্তিক চতুর্বর্ণ বিভাগের সূত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল সেই কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিভিন্ন স্তরে কর্মে নিযুক্ত লোকদের জন্য নূতন করে সমাজ গঠন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

পদবী-বিবর্তন

সংখ্যাতীত পদবীগুলির উৎপত্তি হয়েছে নানা কারণে। পদবী, উপাধি ও খেতাবগুলির উৎপত্তিগত বৈচিত্র্য রয়েছে বটে কিন্তু নামের শেষে একাকার হয়ে ব্যবহারের দরুণ এগুলি মৌলিকত্ব হারিয়েছে এবং কোনগুলি পদবী, কোনগুলি উপাধি আর কোনগুলি খেতাব তা এখন আর সাধারণত চেনার উপায় নেই। ইংরেজরাজ যেমন সমাজের উচ্চ স্তরের লোক অর্থাৎ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, মর্যাদায়, সম্পদে এবং জনসাধারণের উপর প্রভাবে শীর্ষস্থানীয়দের 'রায়বাহাদুর', 'স্যার', 'নাইট' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করতেন এবং ভারত সরকারও 'ভারতরত্ন', 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করছেন, ঠিক তেমনি পূর্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং মুসলমান সম্রাটগণ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নানারূপ উপাধি বা খেতাবে ভূষিত করতেন। সেই সব উপাধি বা খেতাবের অনেকগুলি তাঁরা তাঁদের নামের শেষে পদবীরূপে ব্যবহার করতেন। এবং তা-ই তাঁদের বংশধরগণ পরম্পরাগতভাবে ব্যবহার করে আসছেন। মুসলমান রাজত্বে বিভিন্ন সরকারী পদের বিভিন্ন নাম ছিল। ঐ নামগুলিতে বা নামগুলির শব্দার্থে রাজকর্মচারিগণ পরিচিত হতেন এবং তাঁরা ঐ নামগুলি তাঁদের নিজ নিজ নামের শেষে পদবীরূপেও ব্যবহার করতেন। তাঁদের বংশের সন্তানগণ তাঁদের নামের শেষেও ঐগুলি পদবীরূপে ব্যবহার করে আসছেন।

এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত বিভিন্ন নামের জাতগুলির অনেকের নামও অনেক ক্ষেত্রে পদবীরূপে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। আবার, বসবাসের অঞ্চল ও স্থানের নামও পদবীরূপে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় নিরক্ষর ও দরিদ্র লোকদের অবজ্ঞাসূচক কোন কোন শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন; তা-ও পদবীরূপে বংশপরম্পরায় চলে আসার নজির রয়েছে। তাছাড়া দেবতা, প্রাণী ও দ্রব্যের নামও পদবীরূপে বংশপরম্পরায় প্রচলিত। ব্যক্তির কর্মের নামে ও নামার্থে, গুণের নাম বা নামার্থেও বংশগত পদবীর সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন পদবী আবার পরিচ্ছন্ন অর্থবহও নয়, অথচ সেগুলি বংশপরম্পরায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

পিতামাতার দেওয়া নাম ও বংশগত পদবী অনেকেই চিরকাল বহন করে না, পরিবর্তনও করে নেয়। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের পর নাম ও পদবী পরিবর্তনের আইনসম্মত অধিকার স্বীকৃত হয়। আর, ঐ সময় থেকে নাম ও পদবী পরিবর্তিত হয়ে আসছে। নাম ও পদবী যেমন ভিন্ন তেমনি ঐ দুটি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যও ভিন্ন। বাপমায়ের দেওয়া সেকেলে অসুন্দর নামের

কারণে যে-পরিহাসের সম্মুখীন হতে হয় তার থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছা নাম পরিবর্তনের একটি বিশেষ ও মুখ্য কারণ। পদবী পরিবর্তনের কারণ কিন্তু অনেক এবং বিচিত্র। আইনানুগ তিনটি পদ্ধতিতে পদবী পরিবর্তিত হয়ে আসছে। প্রথমত, প্রচলিত প্রথা ও আইন অনুযায়ী বিবাহের পরে স্ত্রী তার পৈত্রিক পদবী ত্যাগ করে স্বামীর পদবী গ্রহণ করেন অর্থাৎ স্বামীর পদবীতে পরিচিতা হন। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যদি কোন মহিলা বিবাহের পূর্বে তার পৈত্রিক পদবীতে বিশেষ পরিচিতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করেন তবে তিনি বিবাহের অব্যবহিত পরেই তার পূর্ব পরিচিতির সূচক পদবীটিকে সহসা ত্যাগ করেন না। আবার, অনেক ক্ষেত্রে পৈত্রিক পদবীর সংগেই স্বামীর পদবী যুক্ত করে নাম প্রকাশ করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, ধর্মান্তরিত হলে পদবীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে শুধু পদবীই নয় নামেরও পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু ব্যতিক্রম এখানেও রয়েছে—কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ও পদবীর কোনটিরই পরিবর্তন হয় না। তৃতীয়ত, শ্রুতিমধুর নয় বা নিজের ভাল লাগে না এরূপ পদবী পরিবর্তন করে প্রচলিত পদবীগুলির মধ্যে রুচিসম্মত একটি গ্রহণের ঝোঁক ছাড়াও পদবীসূত্রে সমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদা লাভের মানসিকতা পদবী পরিবর্তনের কারণ বলেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী, গোষ্ঠী প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা এত বেশী। বিশেষ করে পদবী পরিবর্তন করেও আইনানুগ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না-হওয়ায় তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পদবী পরিবর্তনের প্রবণতা আরও বেশী। অর্থাৎ যে-সব পদবীতে জাত, সম্প্রদায়, শ্রেণী, কুল বা গোষ্ঠীর নাম প্রকাশ পায় বা বংশানুক্রমিক জীবিকার ইংগিত বহন করে সেই পদবীগুলি লোকে পরিবর্তন করে নিতে চান, এবং এই মর্মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালতে আইনসম্মত এফিডেভিটও করে নেন।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য, ভারতে কোন কোন স্থানে অবাঙ্গালী হিন্দু সমাজে ঝুন-ঝুনওয়ালা, পালকীওয়ালা, বাটলিওয়ালা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক পদবী রয়েছে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও বংশানুক্রমিক কারপেনটার, বুচার, পটার প্রভৃতি বৃত্তিমূলক পদবী আছে। কিন্তু এঁরা এই সব বৃত্তিজ্ঞাপক পদবীর জন্য কোন লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন না যেহেতু এঁদের সমাজে বৃত্তি বা কর্মের বিচারে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। অতএব এঁরা পদবী পরিবর্তনের চিন্তাও করেন না। কিন্তু এ দেশে বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বিভিন্ন নামের অসংখ্য জাত বা সম্প্রদায়, কুল বা গোষ্ঠীর উৎপত্তি কর্ম বা বৃত্তির ভিত্তিতে এবং ঐ কর্ম বা বৃত্তি সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি হওয়াতে অর্থাৎ কর্ম বা বৃত্তির নিক্তিতে সমাজে উচ্চ-নীচ স্থান নির্দিষ্ট থাকায় প্রচলিত পদবীর মধ্যে যেগুলির দ্বারা বিশেষ করে কায়িক শ্রমোপজীবী গোষ্ঠীগুলি নির্দেশিত হয় সেই সব পদবী

সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সকলেই বর্জন করছেন এমন নয়। তবে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর যাঁরাই শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনে-মানে উন্নত হচ্ছেন তাঁরা গোষ্ঠীগত পদবী পালটে এমন পদবী নিচ্ছেন যাতে তাঁদের বংশগত কর্মের সন্ধান মেলে না। আবার, এইসব গোষ্ঠীভুক্ত এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বংশগত কর্ম আর করছেন না অথচ বংশগত বা কৌলিক পদবী ব্যবহার করে যাচ্ছেন এবং তার দরুণ প্রচলিত নিয়মেই সমাজে অবজ্ঞার পাত্র বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। এ'রাও পদবী পরিবর্তন করছেন মূলত সামাজিক অবজ্ঞা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এইভাবে যিনিই পদবী বদল করে নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ নূতন পদবীতেই পরিচিত হচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পরিবারসুদ্ধ সকলেরই পদবী একসংগেই বদলে নেওয়া হচ্ছে। এইরূপ বদলানোর ফলে অনেক পরিবারই তাদের আত্মীয়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত পরিচয় থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বংশপরম্পরায় আত্মীয়তা থাকায় বা একই শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর লোক হিসাবে পরিচিত থাকায় পদবী বদলানোর পরেও তাদের শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত সামাজিক বন্ধনের হেরফের হয় নি। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে ও জীবিকা অর্জনের কারণে একই শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোক বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় ও স্বেচ্ছামত পদবী পরিবর্তন করায় আত্মীয়তা ও গোষ্ঠীগত সমাজ-বন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। দুই-এক পুরুষ পরে একই গোষ্ঠীর লোক হয়েও তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আত্মিক ঐক্য বিনষ্ট হওয়াটা বিচিত্র নয়। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, একই বংশের অনেকেই তাদের কৌলিক পদবী পালটে বিভিন্ন পদবী গ্রহণ করলেও পদবীর দ্বারা বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে নতুন নেওয়া পদবী পালটে পুনরায় কৌলিক পদবীতে ফিরে আসতেও দেখা যায়। আবার, পরিবর্তিত নূতন পদবীতে সম্পত্তি ও জমি-জমা সংক্রান্ত দাবি প্রমাণের অসুবিধা হওয়ায় দলিলাদিতে লিখিত কৌলিক পদবীতে প্রত্যাবর্তনের নজিরও রয়েছে।

পদবী পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর জাতকুল বা সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয় যেমন লোপ পাচ্ছে তেমনি অবাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বাঙ্গালী নামকরণের ধরনটি অনুকরণের দরুণ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিন্দু সমাজের লোককেও তাদের নিজ নিজ গণ্ডিতে চিহ্নিত করার উপায় থাকছে না। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী নামকরণে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার দ্বারা কে বাঙ্গালী হিন্দু আর কে অবাঙ্গালী হিন্দু তা বুঝতে পারা যায়। যদিও উপাধ্যায়, মিশ্র, ত্রিবেদী প্রভৃতি অনেকগুলি পদবী হিন্দু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয়ের মধ্যে প্রচলিত তবু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী নামের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থাকায় পদবী এক হলেও কে বাঙ্গালী আর কে অবাঙ্গালী, এতদিন তা বুঝা যেত। কিন্তু বাঙ্গালী ধরনে রঞ্জন, প্রদীপ, চিত্ত, প্রশান্ত, চন্দন প্রভৃতি নামগুলি অবাঙ্গালীর দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী চেনার উপায় থাকছে

না। এ ছাড়াও অগণিত পদবীর মধ্যে এমন অনেক পদবী রয়েছে যেগুলির ব্যবহারে প্রাথমিকভাবে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করাও এক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ঐরূপ পদবীর আগে বাঙ্গালী ধরনের নাম দেখলে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিন্দু ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমানের গন্ডি চিহ্নিত করার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। চৌধুরী, বিশ্বাস, মন্ডল, মজুমদার, সরকার, সিকদার ইত্যাদি খেতাব/উপাধি যেমন হিন্দু সমাজের অনেক সম্প্রদায়ের কৌলিক পদবী হিসাবে ব্যবহৃত তেমনি মুসলমান সমাজেও পদবীরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে হিন্দু-মুসলমান ভেদে নামকরণের স্বাতন্ত্র্যে পদবীর মিল থাকলেও এবং অবাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদের বাঙ্গালী ধরনে অনিরুদ্ধ, অভিজিত, সব্যসাচী প্রভৃতি নামকরণ চালু হলেও কাজী, সিরাজ প্রভৃতি পদবীগুলি নামের আগে ও পরে থাকায় হিন্দু মুসলমান চেনার অসুবিধা দেখা দেয় নি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু ধরনে নামকরণের ব্যাপক প্রচলন এবং কাজী, সিরাজ প্রভৃতি পদবী ব্যতিরেকে সেই নামগুলির শেষে চৌধুরী, বিশ্বাস, মন্ডল, মজুমদার, সরকার, সিকদার (হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রচলিত) ইত্যাদি পদবী যুক্ত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানের গন্ডি চেনারও উপায় থাকে না।

বাঙ্গালী খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে নাম ও কৌলিক পদবীর পরিবর্তন করতে হয় না। তবে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আলফ্রেড, ইমানুয়েল, পল, পিটার, মার্টিনা, মাইকেল প্রভৃতি খ্রীস্টীয় মহাপুরুষদের নাম অনেকেই তাঁদের বাঙ্গালী নাম ও পদবীর আগে ব্যবহার করায় আলফ্রেড ঘোষ, ইমানুয়েল দিলীপ বাড়ৈ, পল পরমানন্দ বিশ্বাস, পিটার প্রসূন বিশ্বাস, মার্টিনা হালদার ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত হওয়ায় বাঙ্গালী খ্রীস্টানদের পৃথক গন্ডি চেনার অসুবিধা হয় না। কিন্তু খ্রীস্টীয় মহাপুরুষদের নাম বর্জন করলে প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী খ্রীস্টানদের গন্ডি চেনার উপায় থাকে না। আদিবাসী সমাজের মধ্যে গোত্রের (CLAN) খুব প্রচলন। এই গোত্রের নাম হয়ে থাকে জীবজন্তুর, গাছপালার কিংবা কোন জড় পদার্থের নাম থেকে। গোত্রের নামকে ওঁরা পদবী হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। ওঁদের নামকরণের বেলাতেও বাঙ্গালী নামের সংগে অনেক ক্ষেত্রে অর্থগত সামঞ্জস্য থাকলেও ভাষাগত পার্থক্য থাকায় এবং তার সংগে গোত্রগত পদবী যুক্ত হওয়ায় শ্রীমঙ্গরা (মঙ্গলবার জাত) কুজুর, শ্রীবিরষা টির্কে, শ্রীবুধ (বুধবারে জাত) কচ্ছপ প্রভৃতি নামের দ্বারা আদিবাসী সমাজের লোক হিসাবে তাঁদের পরিচয় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

আদিবাসী সমাজের যাঁরা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁরা বাঙ্গালী খ্রীস্টানদের ন্যায়

অ্যালেকসাস, এণ্টনী, উইলিয়ম, বার্নার্ড, মার্টিনা, পাটরাস, এডওয়ার্ড, ইলিয়াস, জোসেফ, জন, বেনাদিক, জেভিয়ার, ডোমিনিক, পিটার, এম্যানুয়েল, হিলারিয়াস, অ্যালোইস, ইয়ারটিউস, ইয়াকুব, ফ্রান্সিস, জেমস, বেয়াতর প্রভৃতি খ্রীস্টীয় মহাপুরুষদের নাম গ্রহণ করে তা তাঁদের গোত্রগত পদবীর আগে ব্যবহার করায় শ্রীঅ্যালেকসাস কুজুর, শ্রীএণ্টনী লাকড়া, শ্রীইলিয়াস এক্কা প্রভৃতি নামের ব্যক্তিকে আদিবাসী খ্রীস্টানরূপে চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আজকাল আবার অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু ধরনে কালীপদ, শান্তি, সুধীর, দিলীপ ইত্যাদি নামকরণও চালু হয়েছে। তবে অবাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান ও বাঙ্গালী খ্রীস্টানদের ন্যায় আদিবাসী সমাজে বাঙ্গালী ধরনে নামকরণ হলেও সেই নামের পরে তাঁদের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ গোত্রগত পদবী যুক্ত হলে আদিবাসী সমাজের লোক হিসাবে চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আদিবাসী সমাজের মুণ্ডা জাতির মধ্যে নাগ ও ইদানীং রায়, সিং, মণ্ডল, সরদার ইত্যাদি পদবী; খারিয়া জাতির মধ্যে মণ্ডল, সরদার; ওঁরাও জাতির মধ্যে মণ্ডল, সরদার; এবং সাঁওতাল জাতির মধ্যে মাঝি ইত্যাদি বাঙ্গালী পদবীগুলি ব্যবহার করায় প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের আদিবাসী সমাজের লোক হিসাবে চিহ্নিত করার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও যদি বাঙ্গালী ধরনে নামকরণ ও পদবী গ্রহণের দ্বারা শ্রীকালীপদ সরদার, শ্রীশান্তি রায়, শ্রীসুধীর নাগ, শ্রীদিলীপ মণ্ডল প্রভৃতি নাম ব্যাপক হারে চালু হয় তা হলে দৃশ্যত নামের ভিত্তিতে বাঙ্গালী হিন্দু ও আদিবাসী সমাজের লোক আলাদা করে চেনার সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে।

আবার, বাঙ্গালী পদবীধারীর সহিত খ্রীস্টান পদবীধারিণীর বিবাহজাত পুত্রের, শ্যেন প্যাটরিক সিংহ, ও কন্যার, স্যারন প্যাটরিসিয়া সিংহ নামকরণে পিতার কৌলিক পদবীর সংগে মাতার কৌলিক পদবীও যুক্ত হওয়ার নজির দেখা যায়। কিন্তু পিতার "সিংহ" (কৌলিক) পদবীটি যুক্ত না-হলে পুত্রকন্যাকে বাঙ্গালী হিন্দু বংশসম্ভূত-রূপে কিছুতেই চিহ্নিত করা যেত না। আবার, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ পার্শী সম্প্রদায়-ভুক্ত মহিলার "এঞ্জিনিয়ার" (কৌলিক পদবী) ত্যাগ ও প্রাক্-বৈবাহিক "জারিন" (নাম) রেখে তার সংগে স্বামীর "চৌধুরী" পদবী যুক্ত "জারিন চৌধুরী" উল্লেখ করতে দেখা যাচ্ছে। এঞ্জিনিয়ার পদবী-বিহীন জারিন নামের দ্বারা তাঁর কৌলিক সম্প্রদায় চিহ্নিত করা কিছুটা দুষ্কর। কারণ বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের নামকরণে এখন ততটা গোঁড়া হিন্দুয়ানী দেখা যায় না। তবে আলোচ্যক্ষেত্রে যেহেতু শ্রীমতী জারিনের কৌলিক পদবী ও বিবাহোত্তর চৌধুরী পদবীর সূত্র আমাদের জানা (এঁর স্বামী স্যার আশুতোষ চৌধুরীর নাতি) সুতরাং একজন অহিন্দু মহিলার হিন্দু পদবী গ্রহণের নজির হিসাবে জারিন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। সুইডিস রমণী

"লিশা" বিবাহসূত্রে বাঙ্গালীর "চৌধুরী" পদবীতে "লিশা চৌধুরী"। আর, তাঁর গর্ভজাত কন্যা চেহারায় মেমসাহেব, নিজের নাম উচ্চারণে "অনীটা" বললেও পিতৃ-পরিচয়ে পুরোপুরি বাঙ্গালী মহিলারূপে "অনীতা চৌধুরী"-র নামও উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে উল্লেখ্য, ইংরেজ মহিলা, বাঙ্গালী হিন্দু ডঃ সুখেন্দু বিশ্বাসের পত্নী আইলিন লেভিনা বিশ্বাসের নাম। বাঙ্গালী মহিলারাও অবাঙ্গালী তথা অহিন্দুদের সংগে বিবাহের সূত্রে তাঁদের নামের শেষে কোথাও কোথাও নিজ নিজ স্বামীর পদবীর সংগে তাঁদের কৌলিক পদবী যুক্তভাবেও ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: গোরী আয়ুব দত্ত, কেতকী কুশারী ডাইসন ইত্যাদি।

গৌতমবুদ্ধের প্রবর্তিত "বৌদ্ধ ধর্ম" জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। পদবী দ্বারা এই ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নিত করার উপায় নাই। বড়ুয়া পদবী এ'দের মধ্যে বেশী প্রচলিত থাকলেও বাঙ্গালী হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত পদবী—দাশগুপ্ত, রায়, বিশ্বাস, হোড়, সিংহ, সিনহা, মুৎসুদ্দী, দাস, মজুমদার, তালুকদার, যাদব, কার্বারী, নাগ, পাল, দেওয়ান, সেন, সাহা, সরকার, রুদ্র, ঠাকুর এবং আদিবাসী সমাজের—চাকমা, লামা, শেরপা প্রভৃতি পদবী এই ধর্মাবলম্বীদের নামের শেষে দেখা যায়। অর্থাৎ, ধর্মান্তর গ্রহণ সত্ত্বেও তাঁদের সম্প্রদায়গত কৌলিক পদবী অবিকৃত থাকে। একইভাবে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত অধিকারী, গোসাই, গোস্বামী প্রভৃতি পদবী বা অন্য কোন পদবী দ্বারা এই ধর্মমতের কাকেও চিহ্নিত করার উপায় নাই। কারণ, এগুলি সবই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৌলিক পদবী, যা তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পূর্বেও ব্যবহার করতেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত বৈদিক ধর্মানুসারে সদাচারী আর্যসমাজভুক্ত লোকদেরও পদবীর দ্বারা আর্যসমাজী বলে চেনার উপায় নাই। সমাজের নামানুসারে "আর্য" শব্দটি কেউ কেউ পদবী হিসাবে ব্যবহার করলেও অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ কৌলিক পদবীই নামের শেষে ব্যবহার করে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজীরাও তাঁদের কৌলিক পদবীই অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তবে তাঁদের মধ্যে আচার্য পদ যাঁরা পান তাঁরা তাঁদের নামের পূর্বে আচার্য শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।

এমন কিছু উপাধি আছে যেগুলি শুধু কর্মের সংগেই সম্পর্কিত এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরা শুধু সেই সব কর্মে লিপ্ত। এ ধরনের উপাধি পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা যায় না, কারণ এ উপাধিগুলি বংশপরম্পরায় ব্যবহার করার রীতি নেই। আবার, এমন উপাধি বা খেতাবও রয়েছে যেগুলি বিতরিত হয় সেই সব মানুষের মধ্যে যাঁরা এ উপাধি বা খেতাবগুলি পাওয়ার যোগ্য। এরূপ উপাধি বা খেতাবও তাঁদের বংশে ধারাবাহিকরূপে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন হিন্দু সমাজ ছিল উদার—মানুষ গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণের মর্যাদা লাভ করত অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বলে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভে বাধা ছিল না। অনুরূপভাবেই বৈশ্য হতে পারত ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র লাভ করত বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের বর্ণমর্যাদা। পরবর্তীকালে তথা আধুনিক যুগে সমাজে যেমনটি চলছে অর্থাৎ জন্মের ভিত্তিতে বর্ণ ও জাতি নির্দিষ্ট হচ্ছে তার বদলে যদি পূর্বের মতোই গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণ ও জাতি নির্ধারিত হত এবং প্রধানত বৃত্তি বা কর্মের মানদণ্ডে সামাজিক মর্যাদা ও স্থান নিরূপণের বিভেদাত্মক ব্যবস্থাটি যদি না-থাকত তাহলে পদবী পরিবর্তনের এমন ব্যাপকতা হয়ত দেখা যেত না।

উপসংহার

[শ্রেণীহীন (জাতিবর্ণহীন) সমাজ গঠনের পক্ষে পদবীকে একটি অন্তরায় মনে করে পদবী বাদ দেওয়ার কয়েকটি প্রতিবেদন]

(ক) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ২২।৮।৭৭) :—নিজের নাম থেকে জাতি-বর্ণসূচক পদবীর লেজুরটি ছেঁটে ফেলুন। জনতা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে নেতাদের প্রতি এই অনুরোধ করা হয়েছে। জাতিবর্ণভেদ প্রথা উচ্ছেদের ডাক দিয়েছেন কমিটি।

(খ) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ২৩।৮।৭৭) :—জনতা দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে দলের নেতা এবং কর্মীদের আহ্বান জানানো হইয়াছে : আপনারা সকলে নামের আগে-পরে পদবী ত্যাগ করুন। কেননা এই সব পদবী জাতিবর্ণের পরিচয় বহন করে। একবার তাহা লোপ করিয়া দিলে কে কোন সম্প্রদায়ের বা বর্ণের তাহা আর ঠাহর করা যাইবে না। তাহাতে বর্ণভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

(গ) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ৭।৮।৭৮) :—শান্তিভূষণ (কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী) সাংবাদিকদের জানান "তাঁর পিতামহ আর্য সমাজের সংস্কার আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। আমাদের দেশে পদবী দিয়ে জাত ও কুল-কৌলিন্যের বিচার হয় বলে তিনি সেই যুগে তাঁর "গর্গ" পদবী মুছে ফেলেন। তাঁর পিতাও পদবী ব্যবহার করতেন না। তাঁর নাম ছিল বিশ্বামিত্র। বোধ হয় "মিত্র" কথাটি থেকেই তাঁরা বাঙালী এই কাহিনীর উৎপত্তি"।

(ঘ) The Stateman, New Delhi, March 21st, 1979. The Prime Minister to-day inaugurated the Backward Classes Commission· The Prime Minister said all men were equal although their condition of work might differ. But the feeling of superiority or inferiority among sections of the population must be removed. Real success could be achieved only when the caste and communal feelings were removed. It was the duty of those who were in a position of advantage in society to see that they gave the benefit of their advantage to others. Deputy Prime Minister Mr. Jagjiban Ram said, caste was the main factor determining the status and station of the individual in Indian society. It was suggested by many that

economic criteria should be the basis for determining backwardness. But that cannot happen in Indian society. If the Commission could suggest a way of doing away with caste system, that would be a day of rejoicing for human society. As a first step in this direction, he said, the use of prefix or suffix to the names to denote the class a person belonged to should be done away with. [স্টেটসম্যান, নয়াদিল্লী, ২১শে মার্চ '৭৯]ঃ—অদ্য প্রধানমন্ত্রী অনুন্নত শ্রেণী কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন "কর্মাবস্থানের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষই সমান। কিন্তু জনতার কোন কোন অংশের মন থেকে উচ্চম্মন্যতা বা হীনম্মন্যতা বোধ অবশ্যই দূর করতে হবে। সত্যিকারের সাফল্য কেবল তখনই সম্ভব যখন জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বিদূরিত হবে। সমাজে যাঁরা সুবিধা ভোগ করছেন তাঁদের কর্তব্য হল সমাজের আর সকলকে তাঁদের সেই সুবিধা ভোগের সুযোগ করে দেওয়া।" উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন, "ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিবিশেষের মর্যাদা ও স্থান প্রধানত তার জাত দ্বারা নির্ণীত হয়। অনেকে বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থাই অনগ্রসরতা নির্ণয়ের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতীয় সমাজে তা সম্ভব নয়। যদি এই কমিশন জাতিপ্রথার বিলুপ্তি সাধনের উপায় নির্ধারণ করতে পারে তবে সেই দিনটি হবে মানব সমাজের পক্ষে আনন্দের দিন। তিনি আরও বলেন—এই কাজের প্রথম ধাপ হিসাবে নামের আগে বা পরে ব্যক্তির শ্রেণীগত পরিচয়সূচক পদ ব্যবহারের প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে"।

(ঙ) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ১০।৯।৭৯) ঃ—সকলেই জানেন ভারতের অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচলিত নাম পরিচয়ের মধ্যে কৌলিক পরিচয়ের সূচক কথাটি বাদ দিবার একটি নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা শ্রীমন নারায়ণ (কিংবা শ্রীমান নারায়ণ) আগরওয়াল নিজেকে শুধু শ্রীমন নারায়ণ বলিয়া পরিচিত করিবার প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকামরাজ নাদারও তাই শুধু শ্রীকামরাজ হইয়াছিলেন। একটা যুক্তির কথা শোনা যায়, কৌলিক পরিচয়ের সূচক কথাগুলি যথা আগরওয়াল ও নাদার, বস্তুত "জাত" বাচক নাম। তাই জাতপাতের কোন গুরুত্ব ও সার্থকতা যাঁহারা আদর্শিক কারণে স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে নামের মধ্যে কৌলিক পরিচয়ের কোন প্রকাশ না রাখিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক।

(চ) মাহিষ্য সমাজ (মাসিক পত্রিকা—৬৮ বর্ষ, ভাদ্র—১৩৮৬—"আপন হাতে শক্তি ধর"—চক্রপানি) ঃ—পদবীর দ্বারা উচ্চবর্ণ হিন্দুরা (মাহিষ্য ব্যতীত) বর্ণ নিরূপণের ব্যবস্থা রেখেছে। চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পদবীধারিগণ নিশ্চিতভাবে ব্রাহ্মণ ; বসু, মিত্র, দত্ত, ঘোষ পদবীর ব্যক্তি যে কায়স্থ তাহা নিরূপণ করতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু মাহিষ্যদের পদবী

কর্মানুসারে অর্জিত। কোন কোনটি আবার পরিচ্ছন্ন অর্থবহ নয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পদবী যথেষ্ট সহায়ক। সে কারণ পদবী ত্যাগের আন্দোলনে বর্ণ হিন্দুগণের সমর্থন বা উৎসাহ আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

(ছ) আঁধার হতে আলো ('ধর্ম ও সমাজ' আলোচিত গ্রন্থ—শ্রীনারায়ণ মজুমদার) :—যে বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদের উদ্ভব হইয়াছে সেই বর্ণভেদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বিলোপ সাধন করে হিন্দু সমাজকে বর্ণ বিভাগহীন (CASTELESS) একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা গোষ্ঠীতে পরিণত করতে হবে। ইহার প্রথম পদক্ষেপ হবে—সমাজে সকলের পদবী (TITLE) বিলোপ করা—পুরাকালে যেমন ছিলেন ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ। শুধু নাম দিয়ে হবে মানুষের পরিচয়,—যেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি। পরে পরিচিতি লাভ করবে বাঙালীরূপে, হিন্দুরূপে এবং ভারতবাসীরূপে। এই পদবী বিলোপে মানুষের উচ্চ-নীচ গরিমা বিদূরিত হয়ে প্রত্যেকে সম মর্য্যাদার অধিকারী হবে। ইহাতে মানসিক ও সামাজিক একতা দৃঢ় হবে।

(জ) ভারতবাণী (শারদীয়া, ১৩৮৬ "পিছিয়ে থাকা সমাজে লেখক হওয়ার সমস্যা"—নিরঞ্জন হালদার) ঃ—তপশীল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মহল থেকে এই জাতীয় অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তপশীলী সম্প্রদায়ের লেখকদের লেখা এই রাজ্যের উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় না, বই দিলেও তা সমালোচনার যোগ্য বলে গণ্য হয় না। বালা, গাইন, মণ্ডল, বিশ্বাস, কয়াল, সিকদার প্রভৃতি উপাধি দেখলেই নাকি ওই সব লেখকের লেখা পড়া হয় না। রাধানাথ মণ্ডল আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি না করলে ওই পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িকীতে তাঁর লেখা ছাপা হত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই সব অভিযোগ আংশিক সত্য হলেও এই অভিযোগের কারণগুলি নিয়ে কোন আলোচনা এখনও আমার চোখে পড়েনি।

(ঝ) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ২৪।১।৮০—"উপাধি বিষম ব্যাধি"—অমিতাভ, কলিকাতা-১৩) ঃ—আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটা বলিষ্ঠ প্রস্তাব জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাই। যা ভারত থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত নির্মূল করতে সাহায্য করবে বলে আমার মনে হয়। সেটা হল উপাধি বা টাইটেল বর্জন করা। যদিও মানসিকতার আমূল পরিবর্তনই কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্তি দিতে পারে, তবুও সংস্কারমুক্ত সাম্য-সমাজ গঠন করতে চাইলে সে সমাজে টাইটেলের কোন স্থান নেই। টাইটেলই সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

(ঞ) প্রজাতান্ত্রিক ভারত (জুন, ১৯৮০—ভারতের পশ্চাদপদ শ্রেণীর মুখপত্র, পরিচালনা—ভারত সেবক সমিতি)

উক্ত পত্রিকায় 'বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে দুর্বলতা কোথায় ?' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীবন্ধু লিখেছেন ঃ জন্মগত জাত-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে হলে মাত্র দুইটি পন্থা আছে। (১) প্রত্যেক বাঙ্গালীর নামের শেষ অংশে উপাধি যথা—চাটার্জী, বসু, বিশ্বাস, মণ্ডল, রাখা চলবে না। (২) ছেলে ও মেয়ের বিয়ের সময় জাত দেখালে চলবে না! উপযুক্ত বাঙালী ছেলের সহিত উপযুক্ত বাঙ্গালী মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এই দুইটি পন্থা যতদিন বাঙ্গালীরা গ্রহণ না করছে ততদিন বাঙ্গালীত্ব গড়ে উঠতে পারে না—এক শতাব্দী চলে যাবে কিন্তু জাত ব্যবস্থা উঠবে না। [প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, "ভারত সেবক সমিতি"র পরিচালকমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণপদ, শ্রীমদনকুমার, শ্রীরণজিতকুমার, শ্রীহীরালাল ও শ্রীননীগোপাল—এইরূপে তাঁদের পদবীহীন নাম লেখা সুরুও করেছেন]।

(ট) নিদ্রিত শূদ্রের নিদ্রাভঙ্গ ('সামাজিক গ্রন্থ'—ডাঃ সুধীর কুমার বাগচি) ঃ— পণ্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য লিখিত "জাতিভেদ উচ্ছেদ" গ্রন্থখানি আমি পাঠকগণকে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত হিন্দুগণ একজাতি বা শ্রেণীতে কোনদিন পরিণত হইতে পারিবে কিনা জানিনা তবে লেখক মনে প্রাণে আশা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে পূর্বে সমস্ত হিন্দুই এক বিরাট শ্রেণীহীন হিন্দু বা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত এবং পুনরায় সেইরূপ একশ্রেণীবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং সঙ্গত। তিনি ইহার জন্য উপাধি বা পদবী বর্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। যদি একান্ত তাহা সম্ভব না হয় তবে সকল হিন্দুকে এক "রায়" পদবী গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আমিও ইহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং তপসিল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও যাহারা দাস, নমঃদাস, নমঃশূদ্র, ঢালী, বাদ্যকর, জালিয়া, মালো ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করেন তাহাদের অবিলম্বে "রায়" পদবী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

(ঠ) রূপান্তর—[১৯৭৬, বিশেষ সংকলন ; ভ্যানিটি সাহিত্যচক্র, কোলাঘাট (মেদিনীপুর) 'পাঁশকুড়া থানার সমাজ ও সংস্কৃতি'—ডঃ হরিসাধন গোস্বামী] ঃ—

পাঁশকুড়া থানার অধিবাসীদের নামের পদবীও লক্ষণীয়। হাওড়া জেলার অনেক অঞ্চলে অন্য যেসব পদবী আছে তা' এখানে অনুপস্থিত। তবে উপাধি হিসাবে পড়্যা, কর, করণ, পাত্র, মাইতি, জানা, গুড়্যা, ঘড়া, বাগ, হাতী, কাঁঠাল, পাখিরা ইত্যাদি হরেক রকম বাস্তু-প্রতীকী উপাধি বা নামবাচক বা গুণবাচক উপাধি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে আমরা এইসব সেকেলে উপাধি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই একটি কারণে—জাতের গণ্ডি আমাদের অপছন্দ। তাই ভাবি হরিসাধন গোস্বামীর পুত্রের নাম রবিশংকর হরিসাধন হোক ; কন্যার নাম সুতপা হরিসাধন— বিয়ে হ'লে সুতপা দীপংকর হয়ে যাক্। ইচ্ছে থাকলেও তা' যে হ'তে পারছে না তার কারণ সামাজিক আন্দোলনের অভাব। আমি যদি ভাগ্যবিধাতা হ'তাম তা'হলে

এক নাগাড়ে সকলের নামের উপাধি আর জায়গার পুরানো নাম বদলে দিয়ে সব নতুন করে দিতাম। বড়জোর ঐতিহ্যকে বাঁচাবার জন্যে একটা এলাকার নাম ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ করে দিতাম। আর জাত এবং পদবীর বিচার অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে একদম মুছে যাবে—শিক্ষার চেতনা যতই বাড়বে। কিন্তু যত শিগ্‌গীর ওই জাত, খাদ্যাখাদ্যের বিচার (অবিচার), পোষাক-আশাকে সেকেলে মনোভাব আমরা দূর করতে না পারি ততদিন আমরা আদিম বলেই গণ্য হবো।

(ড) আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ৯.১১.৮০—'আমাদের পদবীর ইতিহাস'—লোকেশ্বর বসু) ঃ—আপনার নামের শেষে একটি পদবীনামক পুচ্ছ যুক্ত হয়ে আছে। স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ডিপ্লোমা ইত্যাদিকে বানরের লেজ বলে অভিহিত করেছিলেন, একযুগ আগেকার সেই শ্লেষ হয়তো অধুনা সুপ্রযুক্ত বলে বিবেচিত হতেও পারে, কিন্তু আমাদের পদবী মাহাত্ম্যকে কেউই বোধহয় বিদ্রূপ করেন নি। বরং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অর্ধশতাব্দী আগেও মিঃ রমেশ বা মিঃ রামলাল জাতীয় পদবী বিযুক্ত নামের প্রচলন ছিল বলে তাঁরা অনেকেই উপহাস কুড়িয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতিত্বে গড়ে তোলার প্রয়োজনে একদিকে যেমন অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনই জাতিভেদও শিথিল হয়ে এসেছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে না হলেও, সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিন্তু পদবীর গুরুত্ব কমে নি। শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত একদা দুঃসাহসিকভাবে লেখকদের পদবী বিলুপ্ত করেছিলেন, যদিও বলা বাহুল্য সে-কালীন পাঠকেরা এই প্রচেষ্টাকে উপভোগ্য কৌতুক হিসেবেই গ্রহণ করেন, সম্ভবত পত্রিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। স্বাধীনতার পর বেশ কিছুকাল প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা-ধারণা অদৃশ্য থাকলেও ইদানীং সেই শক্তিগুলি ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার একটি হল পদবীর কৌলীন্য, যার আড়ালে লুকিয়ে আছে জাতিভেদ। সমস্যা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পর যথারীতি বিদেশী রাষ্ট্রের কলকাঠি অনুমান করেই তখন আমরা নির্বিকার থাকবো। এই সেদিন একটি বেসরকারী অফিসে উচ্চপদে জনৈক করুণাময় গুড়ে তাঁর নানাবিধ যোগ্যতা নিয়ে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই অফিসের অধস্তনদের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ হয়ে পড়লেন। কারণ, তপশীলী তো দূরের কথা, "গুড়ে" যে ব্রাহ্মণদের একটি আদি পদবী এই ধারণাটিও অনেকের নেই।... গড়াই যদি সমযোগ্যতাসম্পন্ন হন, তা হলেও ইনটারভিউ বোর্ডের সদস্যারা পদবী-কৌলীন্যের দিকেই স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি ? গুড়ে ও গড়াইয়ের মধ্যে ধ্বনিগত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যই বা কোথায় ? শৈশব থেকে পদবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে বলেই আমাদের ধারণা জন্মায় যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই পদবী অত্যন্ত প্রাচীন। মাত্র একশো বছরের পুরানো কোন প্রথাকে হাজার বছরের ঐতিহ্য মনে করার অসাধারণ এক পটুতা আছে

আমাদের। পদবীর ব্যাপারেও সে-কারণেই আমাদের বিভ্রান্তি কম নয়। সংবাদপত্রে কখনো কখনো বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে আদালতে এফিডেবিট করে পদবী পরিবর্তন করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়লে আমরা অনেকেই কৌতুক বোধ করি। জাতিবিদ্বেষবশত কেউ কেউ অনুদার মন্তব্যও করে বসি। অথচ এই একই অপরাধে আমরা সকলেই অপরাধী, অন্তত আমাদের পূর্বপুরুষরা। কারণ এই অপরাধ (?) তাঁরা প্রায় সকলেই করে গেছেন। তাঁরা কেউ ইচ্ছেমত পদবী গ্রহণ করেছেন, কেউ আদি পদবীর গায়ে সংস্কৃত ভাষার পালিশ চড়িয়েছেন, কেউ বা পদবীটি আমূল বদলে নিয়েছেন। আমরা পরবর্তী সন্তান সন্ততিরা সেই পদবীকেই আদি ও অকৃত্রিম মনে কয়ে নামের শেষে যুক্ত রেখে আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে আছি।

(ঢ) ধর্মীয় শীতলী সংঘ, শ্রোত্রিয় সবিতৃ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী ও সমন্বয় পত্রিকা সংসদ কর্তৃক ১৩৮৭ সন, ১৩ই চৈত্র তারিখের (অর্দ্ধ শতাব্দপূর্তি) ৺রীশ্রীশ্রীশীতলা পূজোৎসবের স্মারক পত্র—শ্রোত্রিয় সবিতৃ ব্রাহ্মণ ঃ নবসত্যযুগ—শ্রীঅনিলচন্দ্র মজুমদার ঃ—সত্যযুগে নাহি ছিল জাতিভেদ/ছিল এক বর্ণ, এক ধর্ম্ম/পদবী কাহারো ছিল না কখনো/করিত সবে সবার কর্ম্ম/পদবী কাহারো নাহি রবে তাই/কেবলমাত্র থাকিবে নাম/তবেই বিভেদ ঘুচিবে সমূলে/সবে সুখে রবে অবিরাম।

উক্ত প্রতিবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত "সমাজ-বিবর্তন" ও "পদবী-বিবর্তন" পর্যালোচনা অপরিহার্য। তবে এখানে উক্ত দুটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই সংক্ষেপে বলা যায় যে, গুণগত কর্মানুসারে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের একমাত্র ব্রাহ্মণগণই জন্মগত অধিকারে ব্রাহ্মণবর্ণের দাবিদার হয়ে রয়েছেন; অন্য বর্ণগুলির বর্ণাধিকারের পরিচয় সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নামের জাতগুলির মধ্যে হারিয়ে গেছে। জাতগুলির উৎপত্তি প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মভিত্তিক পথে হওয়ায় কর্মের উচ্চ-নীচ স্তর অনুসারে জাতগুলির উচ্চ-নিম্ন স্থান সমাজে নির্দিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ, জাতগত পেশার দ্বারাই সমাজগত মর্যাদার তারতম্য হয়ে আসছে। বর্ণস্তরে কর্মের উৎকর্ষে উচ্চবর্ণে উন্নীত হওয়ার মত সুযোগ জাতিস্তরে ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির নাই। জন্মসূত্রেই তাদের জাতির পরিচয় হয় আর জাতিগত কর্মের দ্বারাই জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও তার প্রভাব এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গুণ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্ম-প্রাপ্তির প্রথার প্রবর্তন হওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে কর্মের কৌলীন্যে বর্ণ বা জাতের কৌলীন্য প্রকাশের সুযোগ না-থাকলেও জন্মগত অধিকারে ব্রাহ্মণবর্ণের ন্যায় তথাকথিত উন্নত পর্যায়ের জাতগুলির সমাজে উচ্চ মর্যাদার দাবি নস্যাৎ হয় নি এবং নিম্নমানের জাতগুলির প্রতি অবহেলার পথও রয়েছে খোলা। আর, ঐ উচ্চ-নীচ তারতম্য বোধ জিইয়ে রাখতে প্রচ্ছন্নভাবে সহায়তা করে আসছে কতকগুলি পদবী। যেহেতু বর্ণ, জাত বা সম্প্রদায়, কুল বা গোষ্ঠীর বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত পদবীর দ্বারাই সামাজিক স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বাঙ্গালী হিন্দুজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পদবী প্রচলিত। পদবীর দ্বারা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার একটি ঐতিহ্য দীর্ঘকাল হিন্দু সমাজেও প্রচলিত। কিন্তু পদবী পালটানোর সুবিধা থাকায় যেরূপভাবে পদবী পালটানো হয়েছে বা হচ্ছে, এতে যদিও আর পদবীর দ্বারা জাতিবর্ণ নির্দিষ্ট করার পথ খোলা নেই, তবুও শ্রেণীহীন (জাতিবর্ণহীন) সমাজ গঠনের পথে পদবী একটি বিশেষ অন্তরায় হয়ে রয়েছে। সমাজে উন্নত পর্যায়ের জাতগুলির মধ্যে ব্যবহৃত পদবীগুলিও জাতবর্ণের ন্যায় কৌলীন্যের মর্যাদা পাওয়াতে এবং পিছিয়ে-পড়া জাতগুলির মধ্যে ব্যবহৃত পদবীগুলির মান নিচু বলে চিহ্নিত হওয়ায় অর্থাৎ, পদবীর পরিচয়ে ব্যক্তির সামাজিক স্থান প্রকাশ পাওয়ায় দৃশ্যত পদবীকেই সমাজে বিভেদনীতির বাহক মনে করা হয়। এবং এই ধারণা থেকেই জাতপাতের ধ্বজাবাহী পদবীর লেজুড়টি নিজেদের নাম থেকে ছেঁটে ফেলতে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকে এর অনুকূলে বক্তব্যও রাখছেন।

সমাজে উন্নত পর্যায়ের জাতিবর্ণগুলির মধ্যে ব্যবহৃত পদবীগুলিরও জাতিবর্ণের ন্যায়ই কৌলীন্যের মর্যাদা থাকায় সাধারণত অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেরা তাদের অপাংক্তেয় অকুলীন পদবীগুলি পালটে মর্যাদাপূর্ণ পদবীগুলি ধারণ করছেন। যার ফলে পদবীর কৌলীন্য ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। পদবীযোগে বর্ণ, জাত বা সম্প্রদায়ের কৌলীন্য প্রকাশের সুচিন্তিত প্রথাটি যে বিনষ্ট হয়ে পড়েছে তা এই সংকলনে বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হবে। পদবীর কৌলীন্যে জাতিবর্ণের কৌলীন্য প্রকাশের ধারণা আজকার দিনে কত যে অবাস্তব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে এই সংকলনের "ঘ" বিভাগে। নিম্নমানের জাতগুলির মধ্যে তথাকথিত কুলীন পদবী ব্যবহারের ছড়াছড়ি দেখে সমাজের উন্নত-অনুন্নত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কুলীন পদবী ব্যবহারের মোহ যেদিন কাটবে সেদিন হয়ত অপাংক্তেয় পদবীগুলি পালটানোর মতোই পদবী ছেঁটে ফেলে পৌরাণিক যুগের ন্যায় পদবীহীন নাম লেখা সুরু হতেও পারে।

প্রসংগক্রমে এ কথাও বলা যায় যে, কর্মভিত্তিক বর্ণবিভাগের বিকৃতিতে জন্মসূত্রে বর্ণের অধিকার এবং বর্ণের অধিকারে কর্মের অধিকার কালক্রমে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়ে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে চরম স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিভেদের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী-কালে তা-ই হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মগত ঐক্যও বিনষ্ট করেছে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোক নিজেদের স্বার্থে অনগ্রসর কোন কোন শ্রেণীর লোকদের অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ বলে চিহ্নিত করে সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সমাজ তথা জাতির জীবনে এক নিদারুণ কলংক এই বঞ্চনা ও ছুতমার্গ। জাতপাতের বিচারে জাতির সামগ্রিক জীবন বিভেদ-বিষে জীর্ণ। বিষক্রিয়ায় হিন্দু জাতি ক্ষয়িষ্ণু। এ ক্ষয়িষ্ণুতা রোধে, বিভেদ-বিদ্বেষের ও মনুষ্যত্বের এই অবমাননার

বিরুদ্ধে যুগে যুগে মহাপুরুষদের সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। "অপমানে হতে হবে তাঁহাদের সবার সমান" কবিগুরুর উচ্চারিত এ সূত্র ধরেই বুঝি অপমানিত জাতকুলের মানুষেরা জাগরিত চেতনায় কৌলীন্যের ধ্বজাবাহী অসামান্য পদবীকে ধূল্যবলুণ্ঠিত সমান করে দিচ্ছে, নিজেদের কুলজাত পদবীর বদলে ঐ পদবীগুলি গ্রহণ করে। পদবী পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়াকে সমাজের পিছিয়ে-থাকা অংশের সামাজিক আন্দোলন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ সাধারণভাবে অনগ্রসর তথাকথিত অনভিজাত সমাজের জন্য চিহ্নিত পদবীর পরিবর্তে অগ্রসর অভিজাত সমাজে ব্যবহৃত পদবী গ্রহণ প্রাথমিক বিচারে অবহেলিত অকৌলীন্যের চিহ্নটুকু বিলুপ্ত করে দেওয়ার প্রয়াস বলেই মনে হয়। এ আন্দোলন সমাজ-জীবনে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। কোথাও সংগঠিত, কোথাও অসংগঠিত পথে। এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব আসছে কৌলীন্য-অকৌলীন্যের নিশান এই পদবীটি একেবারে ছেঁটে ফেলে পদবীহীন নাম ব্যবহারের। দিনে দিনে এ আন্দোলন দানা বেঁধে হয়ত সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করবে। আর, মানুষের পদবীহীন নাম-পরিচয় হবে শ্রেণীহীন (জাতবর্ণহীন) সমাজ গঠনের পথে একটি সার্থক পদক্ষেপ।

ক-বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রসর, অনগ্রসর, তফসিলী ও আদিবাসী জাতি সমূহের তালিকা

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত অগ্রসর, তফসিলী ও আদিবাসী জাতিসমূহেয় তালিকা এবং অনগ্রসর জাতি নির্ধারণে গঠিত কমিশন (১৯৫৩) প্রকাশিত অনগ্রসর জাতিসমূহের তালিকা থেকে গৃহীত।]

* সরকারী তালিকাভুক্ত উক্ত জাতিগুলি নিজ নিজ সমাজের নাম যেভাবে ব্যবহার করেন তা বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হল। এবং সেই নামই পরবর্তী বিভাগগুলিতে ব্যবহার করা হল। প্রসংগত ১৯১১ ও ১৯২১ সালের লোকসংখ্যার বিবরণী হতে কয়েকটি জাতির দাবিকৃত আখ্যা দেওয়া হল।

** উক্ত জাতিগুলির নাম সরকারী তালিকাভুক্ত না থাকলেও জাতিগুলির নাম সমাজে পরিচিত।

(নেঃ) অর্থে নেপালী জাতি।

(অগ্রঃ) অর্থে পশ্চিমবঙ্গে অগ্রসর জাতিসমূহের তালিকাভুক্ত।

(অনগ্রঃ) অর্থে পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর জাতিসমূহের তালিকাভুক্ত।

(তফঃ) অর্থে পশ্চিমবঙ্গে তফসিলী জাতিসমূহের তালিকাভুক্ত।

(আদি) অর্থে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী জাতিসমূহের তালিকাভুক্ত।

সংকলনে যেসব জাতির নামের পাশে তালিকার উল্লেখ নেই তারা কোন একটি বিশেষ তালিকাভুক্ত নয়, একাধিক তালিকায় তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অগ্রদান/ (অনগ্রঃ)	আমথ	করেঙ্গা/ (তফঃ)
অগ্রদানী	আহির/	কোরেঙ্গা
অঘোর (অনগ্রঃ)	ঘোষ/	কান (অনগ্রঃ)
অসুর (আদি)	গোয়ালা/	কামী (নেঃ) (তফঃ)
আচার্য্য/ (অনগ্রঃ)	যাদব/	কান্দ্রা (তফঃ)
আচার্য্যি	** গোপ	কাউর (তফঃ)
* আগরিয়া/	ওরাঁও (আদি)	* কাওরা/ (তফঃ)
আগুরী/	কন্দু (অনগ্রঃ)	(কাশ্যপকাওরা)
উগ্রক্ষত্রিয়/(অগ্রঃ)(উগ্রক্ষত্রিয়)	কন্ধ (অনগ্রঃ)	কাগজী (অনগ্রঃ)
আগরওয়ালা/ (অগ্রঃ)	* কপালী/ (অগ্রঃ)	কাদার (তফঃ)
আগরবালিয়া	(বৈশ্যকপালী)	কামার/
আমন্ত/ (অনগ্রঃ)	করণ (অগ্রঃ)	কর্ম্মকার
আমত/	কসাইমাজি (অনগ্রঃ)	কারানী (অনগ্রঃ)

কারহা (অনগ্রঃ)
কাহার (অনগ্রঃ)
কায়স্থ (অগ্রঃ)
** কাকমারা
কানজোর (তফঃ)
কানোয়ার (তফঃ)
কাপুড়িয়া (অনগ্রঃ)
কারমালী (আদি)
কিসান (আদি)
*কুর্মি (অনগ্রঃ)/(কুর্মিক্ষত্রিয়)
কুঞ্জরা/ (অনগ্রঃ)
রায়েন
কুমার
কুম্ভকার/
কুমহার
কুরারিয়ার (তফঃ)
কেওট (তফঃ)
কোচ (তফঃ)
কোনাই (তফঃ)
কোটাল (তফঃ)
কোড়া (আদি)
কোরওয়া (আদি)
কৈরী (অনগ্রঃ)
কংসবণিক/ (অগ্রঃ)
কংসকার/
কাঁসারী
খড়্গ (অনগ্রঃ)
খন্দ (আদি)
খটিক (তফঃ)
খয়রা
খারওয়ার/
খেরওয়ার
গন্দা (অনগ্রঃ)
গনড
গনরি (তফঃ)
গড়াই/ (অনগ্রঃ)
কলু
গন্ধবণিক (অগ্রঃ)
গাদি/ (অনগ্রঃ)
ঘোসি
গারো (আদি)
গাইন (অনগ্রঃ)
** গাড়ুলী
গোন্ডা (অনগ্রঃ)
গোরাইত (আদি)
গুধেরী (অনগ্রঃ)
ঘাসি (তফঃ)
খাটওয়াল (অনগ্রঃ)
** চাঁই
চাক (অনগ্রঃ)
চাকমা (আদি)
চামার/ (তফঃ)
চর্ম্মকার/
মোচী/
মুচি
চিক/ (অনগ্রঃ)
চিক্/
কসাই/
কাশব
চিত্রকর (অনগ্রঃ)
চিঁড়িমার (অনগ্রঃ)
চিক বারাইক (আদি)
চুরিহারা/ (অনগ্রঃ)
লাহেরা
চেরো (আদি)
চৌপল (তফঃ)
* জালিয়া কৈবর্ত্ত/ (তফঃ)
(কৈবর্ত্ত)
জিউনী (অনগ্রঃ)
* ঝালোমালো/ (তফঃ)
মালো/
(মল্লক্ষত্রিয়)
টিপেরা (অনগ্রঃ)
ডোম/ (তফঃ)
ধাঙ্গড়
ঢেকারু (অনগ্রঃ)
তন্তুবণিক (অগ্রঃ)
তাঁতি/
তন্তুবায়
* তামুলি/
তাম্বুলি/
(তাম্বুলি বণিক)
তিলি
তিওর (তপঃ)
তেলি (নেঃ) (অনগ্রঃ)
* তেলি/ (অনগ্রঃ)
(বৈশ্য তেলি)
তুরী (তফঃ)
তুরহা (অনগ্রঃ)
দর্জ্জি/ (অনগ্রঃ)
ইদ্রিসি
দফালী (অনগ্রঃ)
দাবগর (তফঃ)

দোমাই (নেঃ) (তফঃ)
দোসাধ/ (তফঃ)
দুষাধ/
ধাড়ি/
ধারহি
দোয়াই (তফঃ)
ধাসা (অনগ্রঃ)
** ধানুক
ধুনিয়া/ (অনগ্রঃ)
মনসুর
ধেনুয়ার (অনগ্রঃ)
* ধোবা/ (তফঃ)
ধুবী/
(সভাসুন্দর)
নট/
কারওয়ালনট
নমঃশূদ্র (তফঃ)
নলবন্দ (অনগ্রঃ)
* নাথ/
যোগী/
(যোগী/রুদ্রজ ব্রাহ্মণ)
নাপিত/
সবিতৃ ব্রাহ্মণ/ (অগ্রঃ)
[সবিতৃ/(শ্রোত্রিয়) সবিতৃ ব্রাহ্মণ]
নাগাসিয়া (আদি)
নুনিয়া (তফঃ)
পটুয়া (অনগ্রঃ)
পান/ (তফঃ)
স্বাসি
পাশ্থী (অনগ্রঃ)
পাশি (তফঃ)

পাটনী (তফঃ)
পালিয়া (তফঃ)
পারহাইয়া (আদি)
পিরালী (অনগ্রঃ)
* পোদ/ (তফঃ)
পৌণ্ড্র/
(পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়)
ফকির/ (অনগ্রঃ)
সাঁই
বর্ণব্রাহ্মণ/ (অনগ্রঃ)
পতিত ব্রাহ্মণ
* বাগ্দী/ (তফঃ)
দুলে/
(ব্যগ্রক্ষত্রিয়)
বাদি (অনগ্রঃ)
বান্না/ (অনগ্রঃ)
বুনা/
বুন্না/
বুনো
বাইগা (আদি)
বাইতি (তফঃ)
বাউরী (তফঃ)
বাগল (অনগ্রঃ)
বাথুদি (আদি)
*বারুই/বারুজীবী
(বারুজীবী)
ব্রাহ্মণ (অগ্রঃ)
ব্যাসোক্ত (অনগ্রঃ)
** বাজিকর
বানতার (তফঃ)
বারুচাই/ (অনগ্রঃ)

চাই/
চাঁই
বাজদার/
বাজনিয়া/
বেদে/
বেদিয়া
বানজারা (আদি)
বাহেলিয়া (তফঃ)
বিন্দ (তফঃ)
বিনঝিয়া/
বিনঝর/
বিরজিয়া/
ব্রিজিয়া
বীরহোড়
বেরুয়া (অনগ্রঃ)
বেলদার (তফঃ)
বৈদ্য (অগ্রঃ)
বৈশ্য (অগ্রঃ)
** বৈষ্ণব
ভাট (অনগ্রঃ)
ভাঁট (অনগ্রঃ)
ভাড় (অনগ্রঃ)
ভাটিয়া (অনগ্রঃ)
ভাথিয়ারা/ (অনগ্রঃ)
রাজ্জাকি
ভুঞা (তফঃ)
ভুটিয়া/ (আদি)
শেরপা/
টোটো/
দুখপা/
কাগাতে/

• তিবেটান/
যালমো
ভূমিজ
ভূঁইহার (অগ্রঃ)
* ভূঁইমালী/ (তফঃ)
(মালী)
ভোগতা (তফঃ)
মগ
** মলঙ্গী
মতিয়াল (অনগ্রঃ)
** মহাদন্ড অপভ্রংশে
মাডড়
মহাদারদা (অনগ্রঃ)
মড়াপোড়া ব্রাহ্মণ (অনগ্রঃ)
মাল (তফঃ)
মাল্লা
মাছুয়া (অনগ্রঃ)
মাহাতা (অনগ্রঃ)
মাহাতো (অনগ্রঃ)
মাহার (তফঃ)
মাহলি (আদি)
মাহালি (আদি)
মাহিষ্য (অগ্রঃ)
মালাকার/
মালি
মালপাহাড়িয়া (আদি)
মীরশিকার (অনগ্রঃ)
মুন্ডা (আদি)
মুশাহার (তফঃ)
মেচ (আদি)
মেথর (তফঃ)(সাহা)
মেহতার/
ভাঙ্গি
মোদক/ (অগ্রঃ)
ময়রা
মোমিন (অনগ্রঃ)
ম্রু (আদি)
* রবিদাস/ (তফঃ)
(রুইদাস)/
ঋষি
রাজু (অগ্রঃ)
রাভা (আদি)
রাংগ্রেজ (অনগ্রঃ)
রাজপুত (অগ্রঃ)
রাজোয়ার (তফঃ)
* রাজবংশী/ (তফঃ)
(রাজবংশীক্ষত্রিয়)
রোহাঙ্গিয়া/ (অনগ্রঃ)
রোসাঙ্গিয়া
লালবেগী (তফঃ)
লেপচা (আদি)
লোধা/ (আদি)
খেরিয়া/
খারিয়া
লোহার (তফঃ)
লোহারা (আদি)
** শবর
শঙ্খকার/ (অনগ্রঃ)
শাখারু/
শাঁখারী
শিখ (অনগ্রঃ)
* শুঁড়ি/ (তফঃ)
শোলাঙ্কি (অগ্রঃ)
সরাকি (নেঃ) (তফঃ)
সৎচাষী/
চাষাধোপা/
হলধর/
হালারি
সদ্গোপ (অগ্রঃ)
* সাহা/
(বৈশ্যসাহা)
সাবার/ (অনগ্রঃ)
সায়ের
সাভার (আদি)
সাঁওতাল (আদি)
** সাহুবণিক
সাওড়িয়া পাহাড়িয়া (আদি)
সোনার/
স্বর্ণকার
সুবর্ণবণিক (অগ্রঃ)
সূত্রধর
হাড়ি (তফঃ)
হাজাম/ (অনগ্রঃ)
ইব্রাহিম
হাজং (আদি)
হাওয়ারী (অনগ্রঃ)
হালোয়াই (অনগ্রঃ)
হালালখোর
হেলা (অনগ্রঃ)
হো (আদি)
ক্ষত্রিয় (অগ্রঃ)

কর্মকার = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
কুম্ভকার = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
খয়রা = অনগ্রসর ও তফসিলী জাতি উভয় তালিকাভুক্ত।
খারওয়ার = অনগ্রসর ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
গন্ড = অনগ্রসর ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
তাঁতি = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
তাম্বুলি = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
তিলি = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
নট = অনগ্রসর ও তফসিলী জাতি উভয় তালিকাভুক্ত।
নাথ = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
বারুই = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
বিনঝিয়া = অনগ্রসর ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
বীরহোড় = অনগ্রসর ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
বেদিয়া = অনগ্রসর, তফসিলী ও আদিবাসী তালিকাভুক্ত।
ভূমিজ = তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
মগ = অনগ্রসর ও আদিবাসী উভয় তালিকাভুক্ত।
মাল্লা = অনগ্রসর ও তফসিলী জাতি উভয় তালিকাভুক্ত।
মালাকার = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
ভাঙ্গি = অনগ্রসর ও তফসিলী জাতি উভয় তালিকাভুক্ত।
যাদব = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
সৎচাষী = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
সাহা = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
স্বর্ণকার = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
সূত্রধর = অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় তালিকাভুক্ত।
হালালখোর = অনগ্রসর ও তফসিলীজাতি তালিকাভুক্ত।

১৯১১ ও ১৯২১ সালের লোকসংখ্যার বিবরণী হতে কয়েকটি জাতির দাবিকৃত আখ্যা। যথা ঃ—

জাতির নাম	১৯১১	১৯২১
রাজবংশী	(১) রাজবংশী ক্ষত্রিয় (২) ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় (৩) পতিত-ক্ষত্রিয়	(১) ক্ষত্রিয় (২) বর্ণ-ক্ষত্রিয়

ক-বিভাগ	১৯১১	১৯২১
নাপিত	(১) ক্ষত্রিয় (২) পরামাণিক বা শীলদাস (৩) পারশর	(১) চন্দ্র বৈদ্য (২) নর সুন্দর
কর্ম্মকার	(১) কর্ম্মকারবৈশ্য (২) কর্ম্মকৃতি	(১) কর্ম্মকার ক্ষত্রিয় (২) ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার (৩) প্রধী কর্ম্মকার
বারুই	(১) বৈশ্যবারুজীবী	(১) বৈশ্যবারুজীবী (২) কায়স্থ (৩) লতাবৈদ্য
চাষাধোপা	সচ্চাষী	সদ্গোপ
পাটনী	মাহিষ্য	লুপ্তমাহিষ্য
কুম্ভকার	রুদ্রপাল	কুলাল
ভুঁইমালী	ভূমিদাস	মালী
গোয়ালা	(১) বিদ্যাবল্লভ গোপ	(১) সদ্গোপ (২) বৈশ্যগোপ
মালো	(১) ঝল্লক্ষত্রিয় (২) মল্লক্ষত্রিয় (৩) ঝল্লবর্ম্মণ (৪) মল্লবর্ম্মণ (৫) মালোবর্ম্মা (৬) ঝালোবর্ম্মা (৭) ঝালো ব্রাত্যক্ষত্রিয় (৮) মালো ব্রাত্যক্ষত্রিয়	(১) ঝল্লক্ষত্রিয় (২) মল্লক্ষত্রিয়
শুঁড়ি	(১) শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয় (২) বৈশ্য সাহা (৩) সাধু বণিক (৪) সাহা বণিক	(১) বৈশ্য (২) বৈশ্য সাহা (৩) বৈশ্য বণিক (৪) বৈশ্য বরেন্দ্র সাহা
জেলে কৈবর্ত্ত	(১) রাজবংশী	(১) মাহিষ্য (২) রাজবংশী (৩) আদি কৈবর্ত্ত

মাহিষ্যগণ "চাষী-কৈবর্ত্ত", "কৈবর্ত্ত-দাস" প্রভৃতি নাম পরিবর্তনের পরে "মাহিষ্য" সিদ্ধান্ত করেছেন এবং কেউ কেউ তাঁদের সামাজিক কাগজে স্বজাতির বৈশ্যত্বের পরিবর্তে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত করার জন্য আন্দোলন করেছেন ও ক্ষত্রিয়োচিত "বর্ম্মণ" উপাধি গ্রহণ করেছেন। কায়স্থ জাতি এতাবৎকাল স্ব স্ব ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করছিলেন—বর্তমানকালে তাঁদের একদল কায়স্থ চতুর্বর্ণ-বহির্ভূত স্বতন্ত্র বর্ণ বলে প্রমাণ করছেন।

খ-বিভাগ

সংগৃহীত পদবী/উপাধি/খেতাব

(ক) সংগৃহীত পদবীসমূহ বাঙ্গালা দেশ ছাড়াও অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কনৌজ, কেরালা, গুজরাট, ছোটনাগপুর, তামিলনাড়ু, দিল্লী, নেপাল, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম ও হরিয়ানায় বসবাসকারী কতিপয় জাতির লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত।

(খ) উচ্চারণে এক অথচ বানানে ভিন্ন এরূপ পদবীর ক্ষেত্রে সংকলনে অনুসৃত বর্ণক্রম ঃ—ইকার, ঈকার,—উকার, ঊকার,—উ, য়ু,—উকার যোগ, উকার বিয়োগ,—ওকার যোগ, ওকার বিয়োগ,—ক, গ,—জ, য,—ট, ঠ,—ত, ৎ,—ন্দ, ন্ধ,—ন্ধ, ধ,—ধ, ধ্ব,—ন, ন্ন,—প, ব,—ব, ব্ব,—ম, স্ম,—র, ড়,—ল, ল্ল,—শ, ষ, স,—য-ফলা যোগ, য-ফলা বিয়োগ,—চন্দ্র বিন্দু যোগ, চন্দ্র বিন্দু বিয়োগ।

(গ) সংগ্রহের মৌলিকতা রক্ষার জন্য ইংরাজী উচ্চারণের বাঙ্গালা পদবীও পরিবেশিত হয়েছে।

(ঘ) আর্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং গুপ্ত ও পাল রাজাদের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন পদের নামের কিছু কিছু এখানে পরিবেশিত হয়েছে, যেগুলি বর্তমানেও পদবীতে দেখা যায়।

অ	অখোড়ী	অবস্থি	অবধূত
অঞ্জ	অগস্তি/	অব্বুর্দ	অবাগীশ
অজা	অগস্তী	অম্বুলী	অভ্যংকর
অট্ট	অজিঙ্ক	অরোরা	অভাজন
অপ	অর্জুন/	অষ্টালী	অলংকার
অরি	অজ্জুর্ন	অগ্নিহোত্রী	অশ্বপতি
অশ্ব	অদিতি	অগ্রদানী	অষ্টপতি
অস্ত্রী	অধর্ষ	অজেরিয়া	অস্মইত
অঙ্কুর	অধর্য্য	অধিকার	অভয়ঙ্কর
অঞ্জর	অধয্য	অধিকারী	অভিমনন্যু
অঞ্জয়	অধর্ব্বর্য্য	অন্তরঙ্গ	অমরজ্যোতি
অক্রূর	অধৈর্য	অপমন	
অখণ্ড	অর্ণব	অবতার	

আ

আঁই
আঙ্গা
আটা
আঠা
আড্ডি
আঢ্য
আঢিঢ্য
আদা
আদ্য
আপী
আর্য/
আর্য্য
আলু
আশ/
আঁশ/
আষ/
আস
আড়ি/
আড়ী
আঢ়ী
আড়ু
আইচ
আইন
আইন্দ
আইস
আউলি
আওন
আকাশ
আকালি
আকুলি
আঁকুড়ে
আগড়
আগার
আগাশী
আগুরি/
আগুরী
আগোরি
আচন
আচার
আচারী
আচার্য/
আচার্য্য
আতর
আতর্থী
আদক
আদিয়া
আদিত্য
আধক
আনক
আনন্দ
আস্তার
আন্তাড়ী
আণ্ডিয়া
আভীর
আমাত্য
আমানি
আমিন/
আমীন
আম্বুলি
আরিক
আরিন্দা
আরুষ
আরোবু
আরোস্থি
আলুনী
আশক
আসামী
আহিন
আহির
আড়ন
আয়ন
আয়ান
আইকট
আউলিয়া
আক্রাধারী
আগুয়ান
আগোয়ান
আগুলিয়া
আচড়াই
আচারিয়া
আছারিয়া
আজমেরী
আটমেল্যা
আটবলে
আঢ্যরায়
আর্দাগিরি
আর্দিগিরি
আম্লায়িক
আলাদার
আসদার
আসোয়ান
আয়কত
আইচ রায়
আচার্যস্বামী
আচার্য্য শর্ম্মা
আনন্দকর
আবিদকারি
আমাত্যশ্রেষ্ঠ
আর্য চৌধুরী
আড়তদার/
আড়ৎদার
আয়ন-দত্ত
আচার্য চৌধুরী
আচার্য ভাদুড়ী
আগমবাগীশ
আগরওয়ালা
আয়ুর্বেদাচার্য
আইচ সরকার
আইচ মজুমদার
আদিত্য মজুমদার

ই

ইন্দ
ইন্দু
ইন্দ্র
ইস্
ইশোর
ইৎবার
ইথিরাজালু
ইনডোয়ার

ঈ

ঈশান

ঈশর
ঈশ্বর
ঈশোর

উ

উজ
উরা
উকিল
উপল
উপলা
উপালী
উরিন্দা
উল্লুক
উত্থামিনী
উত্থাসনী
উত্থাসিনী
উদ্গাতা
উদিয়ার
উদেলিয়া
উপসান
উপাধ্যায়
উপাসথ্য
উরিম্যান
উলকন্দ
উর্লেকর
উত্থায়াসনিক

ঋ

ঋতি
ঋতু
ঋতৃ
ঋষি
ঋত্বিক
ঋষিদাস

এ

এক্কা
এন্দ
এল
এস
এটলী
একরাট
এতবর
এদবর

ও

ওক
ওঝ
ওঝা
ওতা
ওধ
ওম
ওর
ওষ
ওরাও
ওরাঁও
ওড়াউ
ওয়াশ্তি
ওলন্দার
ওস্তাগর
ওয়াদ্দার
ওয়ারিয়া
ওয়াথাসি
ওহদেদার
ওহদ্দেদার
ওয়াদ্দেদার
ওয়েদ্দেদার

ক

কচ
কণ্ঠী
কটা
কর্ণ
কর্ণী
কণ্ঠ
কণ্টি
কবি
কর্বে
কর্ম/
কর্মী/
কর্ম্মী
কম্পো
কর
কল
কলা
কলি
কলু
কলে
কল্যা
কল্যো
কস
কড়ি
কড়ু
কইরী
কখিল্যা
কচ্ছপ
কটাক
কটাল
কতারি
কথক
কদম
কনুই
কণ্ডলী
কন্দলী
কর্ণানি
কপট
কপটী
কপাট
কপাটি
কপালি/
কপালী
কপিল
কবচ
কবচী
কবন্ধ
কবীর
কবীন্দ্র
করণ
করঞ্জ
করঞ্জী
করাতি/
করাতী
করালি
করুই/
কড়ুই

করুণা
কলশা
কলিতা
কলিয়া
কলেরা
কল্যাণী
কহিয়া
কর্হিয়া
কড়াই
কড়ার
কড়রী
কড়াল
কড়ুরী
কড়োই
কড়য়া
কয়দা
কয়রা
কয়াল
কয়োদী
কবিরাজ
কবিগুরু
কবিরত্ন
কবিচন্দ্র
কবিয়াল
কর্মকার/
কর্ম্মকার
কর গুপ্ত
কর রায়
করঞ্জাম
করঞ্জাই
করশর্মা

করোলীয়া
কলামুড়ি/
কলামুড়ী
কলিসার
কড়কড়ি
কয়বাল
কয়রাল
কয়াদার
কবিবল্লভ
কবিভূষণ
কবিকঙ্কন
কবিকেশরী
কবিভাস্কর
কবিরঞ্জন
কবিশেখর
কর চৌধুরী
কর বর্ম্মন
কসাইকুল
কসাইকুলে
কড়াদিগর
কয়ালদার
কথলমলেত
কবিগুণাকর
কবি-চক্রবর্ত্তী
কবিচিন্তামণি
করতন্তুবায়
কর মহাপাত্র
কবিরাজ গোস্বামী
কর মজুমদার
কবিপাণ্ডিত চুড়ামণি
কাউ

কাক
কাকে
কাখ্য
কাঁজি/
কাজী
কার্ঙ্জ/
কার্জী/
কার্ষী
কাণ্ঠ
কাঞ্জি/
কাঞ্জী
কাটু
কাঠা
কাত/
কাৎ
কার্থি
কান
কান্ডা
কাঁন্দু
কান্বা
কাপ/
কাঁপ
কাপ্রি
কার্ফা
কামী
কার
কারা/
কাঁড়া
কাল
কালু
কালী

কাঁড়ি
কাইত
কাইতি
কাইরি/
কাইরী
কাইয়া
কাঁইয়া
কাউর
কাউরী
কাউল
কাওরা
কাওড়ী
কাকতী
কাকুতি
কাগজী
কাঙার
কাচড়ী
কাচুয়া
কাছমা
কাজলী
কাঞ্চন
কাঁটাল
কাঁটালে
কাটারি/
কাটারী
কাঁটুয়া
কাঠম
কাঠাম
কাঁঠাল
কাঁঠালে
কার্ত্তিক

কাদিয়া
কান্নাউ
কানুই
কানুন
কান্তার
কান্ডার
কান্ডারী
কাপর/
কাপড়
কাপড়ি/
কাপড়ী
কাপালী
কাপাস
কাপুর
কাবড়ি
কাবাসী
কাবেরী
কার্বারী
কার্বালি
কামৎ
কামট
কামলে
কামার
কামাল
কামিলা
কামিল্য
কামিল্যা
কাশ্বিয়া
কারক
কারফা
কারণ
কারড়
কারার/
কাড়ার/
কাঁড়ার
কারুয়া
কারেঞ্জি
কালসা
কালাই
কালোল
কালিন্দি
কাশ্যপ
কাশ্যপী
কাশ্যাপি
কাশ্যালী
কাঁসারি/
কাঁসারী
কাসুন্দি
কাসুন্ধি
কাহার/
কাঁহার
কাহালি/
কাহালী
কাহেলী
কাড়াল/
কাঁড়াল
কায়স্থ
কায়েত
কাউলিয়া
কাওয়াল
কাওয়ারী
কাওয়ালী
কাঞ্জবিল্ব/
কাঞ্জ্যবিল্ব
কাঞ্জিলাল
কাঠুরিয়া
কাঠালিয়া
কাতকর
কাদিকার
কান্তগিরি
কাননগো
কানুনগো
কানবিন্দে
কানোজিয়া
কানোয়ার
কাপাসিয়া
কাপুড়িয়া
কাম্বোলিয়া
কারকুন
কারকুল
কারপুন
কারফর্মা
কারিকর
কারিগর
কালশেরু
কালসার
কালিদহ
কাস্‌পটি/
কাসপটী
কায়পুত্র
কানডুলনা
কানুনগোই
কাব্যভারতী
কামসেনাত
কারকুয়ন
কারফরমা
কারফারমা
কাব্যবিশারদ
কাব্যালংকার
কাংস্যবণিক
কিস্কি
কিন্ডো
কিরো
কিস্কু
কিন্নর
কিরীটি
কিশোর
কিশোরী
কিষান
কিল্লেকার
কিল্লিকদার
কিসপোট্টা
কীর্ত্তি
কীর্ত্তন
কীর্ত্তনে.
কীর্তনিয়া
কীর্তুনিয়া/
কীর্তুনীয়া
কীর্ত্তনীয়া
কীর্ত্তিকর
কীর্ত্তন-সুধাচার্য
কীর্ত্তন-সুধাসিন্ধু
কুটী
কুতি/

ক

কুঁতি
কুণ্ঠে
কুণ্ড
কুণ্ডা
কুণ্ডু
কুন্তী
কুন্দ
কুপ
কুর্মি/
কুর্মী
কুরী
কুল
কুলী
কুলু
কুলে
কুল্লু
কুস
কুড়/
কুঁড়
কুইটা
কুইতি/
কুঁইতি
কুইরী
কুইলা
কুইলি/
কুইলী
কুইলে
কুইল্যা
কুঁওর
কুক্‌রি/
কুঁকরি

কুঙর
কুঙার
কুজুর
কুঠারী
কুনাই
কুনুই
কুমর
কুমড়ো
কুমার
কুমীর
কুমোর
কুরুই
কুরেল
কুলীন
কুলপী
কুলুপী
কুলভি/
কুলভী/
কুলোভী
কুশারি/
কুশারী
কুড়মী
কুড়ল
কুড়াই
কুড়ার
কুয়র
কুয়ার
কুচলান
কুনকাল
কুণ্ডগ্রামী
কুণ্ডদাস

কুণ্ডু দাশ
কুণ্ডু রায়
কুন্দলাল
কুপ্পাস্বামী
কুম্ভকার
কুরকুটি
কুলকুলী
কুচলায়ল
কুণ্ডু চৌধুরী
কুমার স্বামী
কুমার মাহাতো
কুশারী ডাইসন
কৃতিরত্ন
কৃষিপণ্ডিত
কেঠে
কেঠো
কেনে
কেন্দ
কেবি
কেরী
কেশ
কেওট
কেওড়া
কেতবা
কেঁদালী
কেরানী
কেরালা
কেলাসী
কেশরী
কেশারী
কেডিয়া

কেরকেটা
কেল্লাদার
কেশরাই
কেশরকুনি
কেশরবানী
কৈঠা
কৈবর্ত/
কৈবর্ত্ত
কৈবল্য
কৈরালা
কৈলঠা
কৈবর্তদান
কৈবর্তদাস
কোঙা
কোচ/
কোঁচ
কোল
কোলা
কোলে
কোড়া
কোইল
কোঙর
কোঙার
কোঁঙার
কোটাল
কোঠারী
কোঠারে
কোদাল
কোদালি
কোনর
কোনাই

কোনার
কোমর
কোম্পানী
কোরিয়া
কোরেল
কোলাই
কোল্লাম্পা
কোহলি
কোহিল
কোড়রী
কোঁয়ার
কোয়ারী
কোয়েরা
কোয়েল
কোটাইস
কোন্দোয়ালো
কোলেমান
কোয়েলটা
কোঁচ
কোয়া
কৌলিক
কৌলুভ
কংশবণিক/
কংসবণিক
ক্যাদা
ক্যামিল্যা
ক্রোড়ী
ক্রোড়রী
খ
খঞ্জ
খট্ট

খর
খড়্গ
খঁড়া
খয়া
খটিক
খটুয়া
খণ্ডাতি
খবাস
খরাতী
খরামী
খরুই
খরুয়া
খড়িয়া
খয়রা
খস্তাইত
খণ্ডাইত
খণ্ডায়েৎ
খণ্ডিকার
খন্দকার
খরসান
খড়খড়ি
খরসুন্দর
খড়গরিয়া
খা/
খাঁ
খাঁখাঁ
খাগ
খাঁঙ্গ
খাঁটা
খান/
খাঁন

খানা
খান্না
খান্তা
খাম
খারা/
খাড়া/
খাঁড়া
খালা
খালি
খাঁশ
খাশী
খাঁকারী
খাঁগাট
খাজাঞ্চী
খাজাঞ্জি/
খাজাঞ্জী
খাটাউ
খাটিপ
খাটুয়া/
খাঁটুয়া
খাদার
খানরা
খামারী
খামারু/
খামাড়ু
খামাড়
খামিদ
খামুই
খালখো
খালুয়া
খালোই

খাওয়াল
খাওয়াস
খাঁ চৌধুরী
খাঁ চ্যাটার্জী
খানকারী
খানসামা
খামখাট
খামপাই
খামরাই
খামরুই
খামড়ুই
খাঁ মল্লিক
খারোইল
খাসকিল
খাসকেল
খাসখিল
খাসখেল
খাসমুন্সী
খাস্তগীর
খাড়াইট
খাড়াধরা
খাটেরয়ারী
খাসনবীশ
খান কর্ম্মকার
খান চক্রবর্ত্তী
খিল
খিলা
খিলারী/
খিলাড়ী
খিড়কী
খিলিওয়ালা

খিলিকদার
খুখু
খুটি
খুটে/
খুঁটে
খুর
খুটিয়া/
খুঁটিয়া
খুরপাক
খেটো
খেম
খেরি
খেলো
খেস্
খেড়ে
খেটন
খেমর্ষ্য
খৈশর্মা
খোর/
খোড়
খোসা
খোসো
খোঁটন
খোটেল
খোন্দার
খোশলা
খোসকী
খোড়ই/
খোঁড়ই
খোড়েল
খোয়ানা

গ

গর্গ
গগৈ
গঙ্গ/
গঙ্গো
গজ
গঞ্জ
গতি
গদ্রে
গণ
গণ্ড
গল
গম্পী
গস
গড়
গড়ে
গঙ্গোলি
গজার
গজাল
গজেন্দ্র
গণেশ
গনাই
গণ্ডক
গণ্ডার
গমক
গরাই/
গড়াই
গড়ঁাই
গরাণ্ঠি
গরানি/
গরানী
গলাই
গলুই
গড়ুই
গড়িয়া
গয়লা
গয়ালী
গঙ্গাগ্রামী
গঙ্গানন্দ
গঙ্গাপুত্র
গঙ্গাবাসী
গজন্দার
গজুন্দার
গজপতি
গঁতাইত
গণপতি
গঁরাইরা
গড়গড়ি
গঙ্গোপাধ্যায়
গণ চৌধুরী
গন্ধবণিক
গরহাতিয়া
গড়নায়ক
গজেন্দ্র-মহাপাত্র
গাছি
গাজী
গাতি
গাদি
গান
গারু/
গাড়ু
গাল
গাড়া
গাড়ী
গাইন
গাইম
গাঙ্গুলি/
গাঙ্গুলী
গাজর
গাঠিয়া
গাতত
গাবুর
গাম্ভীরা
গারেন
গায়ান
গায়েন
গাউনিয়া
গাঁতাইত/
গাঁতাইৎ
গাঁতিদার
গাঁথাইত
গাদগিল
গাংগলী
গানটাইট
গাড়ী মজুমদার
গিধ
গিরি/
গিড়ি
গিরি ঘোষ
গিরিধারী
গীততীর্থ
গীতা-বিদগ্ধ

গুই
গুঁই
গুচ্ছা
গুছা
গুজ্যা
গুটী
গুত
গুদা
গুদি
গুণ
গুণ্ড
গুপ্ত
গুরু
গুল
গুলি
গুহ
গুড়
গুঁড়ি
গুড়ে
গুড়্যা
গুইন
গুইল
গুঁইয়া
গুনিন/
গুনীন
গুমট্যা
গুড়িয়া
গুড়ুই
গুছাইত/
গুছাইৎ
গুচ্ছাইত
গুণধর
গুণরাজ
গুপ্তভায়া
গুপ্তরায়
গুপ্তশর্মা
গুমটিয়া
গুলদার
গুলিমাঝি
গুহদাম
গুহরাজা
গুহরায়
গুঁই চৌধুরী
গুণরাজখাঁ
গুপ্তশর্মণ
গুহ চৌধুরী
গুহ নিয়োগী
গুহ বর্ধন
গুহ বর্ম্মন
গুহ বিশ্বাস
গুহ মল্লিক
গুহ মুস্তাফী
গুপ্ত কবিরাজ
গুহ ঠাকুরতা
গুহ দস্তিদার
গুহ সরকার
গুহ খাসনবিশ
গুহ মজুমদার
গুহ রায়চৌধুরী
গেঁটে
গেঁড়ি
গেঁতানি
গেলগাই
গৈরিকখাঁ
গোঁ
গোঁচি
গোজ
গোনা
গোপ
গোম্পী
গোরা/
গোঁড়া
গোরে/
গোড়ে
গোল
গোষ্ঠ
গোহ/
গোহো
গোঁড়
গোগোই
গোচণ্ড
গোন্দল
গোণ্ডানী
গোপতি
গোমটা
গোমস্তা
গোরক্ষী
গোরাই
গোরামী
গোরৈত
গোলাই
গোলুই
গোসাঁই/
গোঁসাই
গোসাঁঞি
গোসেন
গোস্বামী
গোহাঁই
গোহিল
গোহেন
গোহেল
গোয়াল
গোয়ালা
গোকোঙর
গোগশর্মা
গোপেশ্বর
গোলন্দাজ
গোলদার
গোবিন্দস্বামী
গোরক্ষকর
গোল্লাওয়ালা
গোহাঁইবরুয়া
গোস্বামী ভট্টাচার্য্য
গৌরী/
গৌড়ী
গৌড়
গৌতম
গ্রহবিপ্র
গ্রহরাজ
গ্রামণী
গ্রামপতি
গ্রুপ

ঘ

ঘটা

ঘটি
ঘণ্টা
ঘর
ঘরা/
ঘড়া
ঘটক
ঘটম
ঘরামি/
ঘরামী
ঘরুই/
ঘড়ুই
ঘড়াই
ঘয়রী
ঘণ্টেশ্বরী
ঘটক রায়
ঘটপাতর
ঘটক সিংহ
ঘাট
ঘাটা/
ঘাঁটা
ঘাটি/
ঘাঁটি/
ঘাটী/
ঘাঁটী
ঘাঁতি
ঘাকুড়
ঘাটিয়া
ঘাটুয়া
ঘাদুগে
ঘারিয়া
ঘাসারী
ঘাটমাঝি
ঘাটোয়ারী
ঘাটোয়াল
ঘাটোয়ালী
ঘুকু
ঘুঘু
ঘুরপাক
ঘুড়াইত
ঘুমন্তযোগী
ঘেটুয়া
ঘেটেল
ঘেঁরিয়া
ঘেসেট
ঘেসেরা
ঘেড়ালী
ঘোগ
ঘোল
ঘোষ
ঘোড়া
ঘোটেল
ঘোরাল
ঘোরামি
ঘোরালি
ঘোরেল
ঘোরৈলা
ঘোরুই/
ঘোড়ুই
ঘোষাল
ঘোষ খাঁ
ঘোড়ই
ঘোড়াই
ঘোষ বক্সী
ঘোষবর্মা
ঘোষ রায়
ঘোড়পতি
ঘোড়পাণ্ডে
ঘোড়ফঁড়ে
ঘোষ কাউরি
ঘোষ গোস্বামী
ঘোষ চৌধুরী
ঘোষ ঠাকুর
ঘোষ দুয়ারী
ঘোষনবীশ
ঘোষ বর্ম্মন
ঘোষ বিশ্বাস
ঘোষ মণ্ডল
ঘোষ মল্লিক
ঘোষ মৌলিক
ঘোষ যাদব
ঘোষ হাজরা
ঘোষ চক্রবর্ত্তী
ঘোষ দস্তিদার
ঘোষ মজুমদার
ঘোষাল শাস্ত্রী
ঘোষাল সমাজপতি

চ

চক্র
চট্ট/
চট্টো
চণ্ড
চণ্ডী
চন্দ
চন্দ্র
চর
চল
চড়া
চক্কোত্তি
চখণ্ডী
চচুড়া
চচোন্দ্যা
চতুর্থী
চণ্ডাল
চন্দর
চন্দার
চন্দ্রিল
চন্দুক
চবন
চম্পটি
চম্পাটি
চরণ
চরম
চরিত
চড়ুই
চকদার
চক্রবর্ত্তী
চট্টখণ্ডী
চট্টখুণ্ডী
চট্টরাজ/
চট্টোরাজ
চতুর্ধর
চতুর্বেদী
চতুর্মুখ
চতুষ্পাঠি/

চতুষ্পাঠী
চন্দ্রবৈদ্য
চঁপিয়ার
চর্মকার
চরগুলে
চড়চাড়
চহরিয়া
চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রশেখর
চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী
চক্রবর্ত্তী ঠাকুর
চা/
চাঁ
চাই/
চাঁই
চাক
চাকি/
চাকী
চাঞী
চাকু
চাঁদ
চান
চাপ
চার
চাষী
চাস
চাইরা
চাউলা
চাউলি
চাউলে
চাউল্যা

চাউল্যা
চাওলী
চাক্‌লা
চাকড়া
চাকুড়া
চাটুজ্যে/
চাটুজ্জে/
চাটুয্যে
চাঠাতি
চাণক
চান্দর
চাপরি
চাবরী
চার্বাক
চামার
চারণ
চালক
চালাক
চালতা
চালিহা
চাহিলা
চাঁড়াল
চ্যাটার্জী
চাউনরে
চাউলিয়া
চাট্টারজি
চাপড়াশী
চামহাম
চালাদার
চামপ্রামারী
চাকলাদার

চাকলানবীশ
চাকী সরকার
চামরানিয়োগী
চামুরা মৌজাদার
চিতি
চিত্র
চিনি
চিনে
চিন্নি
চিন্যা
চিল
চিলা
চিতলে
চিত্তরী
চিয়াড়
চিত্রকর
চিন্তাপাত্র
চিন্নাকাপুড়িয়া
চীনা
চুনারী
চুনুরী
চুন্নারী
চুনিয়া
চুয়াল
চুড়ামন
চুড়ামণি
চেগা
চেদী
চেল
চেদরা
চেলম্‌

চেয়াড়
চেলবাচিল
চেলেক্‌চেলা
চৈনী
চৈরা
চৈল
চৈনপুরীয়
চোবে
চোধার
চোবরা
চোমর
চোতখণ্ডী
চৌবে
চৌলি
চৌকাঠ
চৌধুরি/
চৌধুরী
চৌবল
চৌরশী
চৌরাশী
চৌহান
চৌকিদার
চৌতখণ্ড
চৌধিয়ান
চৌধুরী রায়
চৌধুরী কামিল্যা
চৌধুরী ঠাকুর
চৌধুরী মানতী
চৌধুরী মাহান্তী
চং
চংদার

চাংড়ি
চেং
চেংড়ি
চোঙদার/
চোংদার
চোঙ্গাদার

ছ

ছত্র
ছত্রা
ছত্রী
ছন্দা
ছাড়ি
ছন্দাগী
ছন্দোগী
ছমার
ছত্রধরা
ছত্রপতি
ছড়িদার
ছাতা
ছাতি
ছান
ছাউলে
ছাগবি
চাগরি
ছাগল
ছাটই
ছাটুই
ছাটুক
ছাতক
ছাতাৎ
ছাতাইত
ছাতাপরা
ছাতাওয়ালা
ছুতার
ছুতোর
ছুরিদার
ছোয়াল

জ

জজ
জজো
জবা
জড়
জয়
জম্দার
জগতাপ
জটাধর
জনপতি
জমাদার
জমিদার
জলকর
জয়ধর
জয়হিলে
জয়াকর
জগদগুরু
জগৎশেঠ
জমাদারিয়া
জাটী
জাঠী
জানা
জাল
জালি
জাসু
জাখোনি
জাগলে
জাতুয়া
জালই
জালান
জালানি/
জালানী/
জুলোনি
জালিয়া
জালুয়া
জাউলিয়া
জাগুলিয়া
জানদার
জানা রায়
জামাতিয়া
জায়দার
জালিয়াদাস
জ্যালামনি
জিত/
জিৎ
জুই
জুগী
জুটী
জুতি
জেটি
জেট্রি
জেঠি/
জেঠী
জেনা
জেল
জেলে
জেথাবা
জেরুহেত
জৈন
জোন
জোলা
জোষী
জোদ্দার
জোয়ালি
জোতদার
জোয়াদার
জোয়ার্দার
জোয়ান্দার
জোরবেকর
জোয়ারদার
জোয়ারদার চৌধুরী
জ্যোতি
জ্যোতির্বিদ
জ্যোতিষার্ণব
জ্যোতিষ-সাগর
জ্ঞানাঙ্ক

ঝ

ঝম্পটি
ঝরিয়া
ঝা/
ঝাঁ/
ঝাই
ঝাঁজ
ঝাঁঝ
ঝাট
ঝাপ/
ঝাঁপ

ঝালা
ঝালো
ঝামড়ী
ঝারিধরা
ঝাড়ুদার
ঝুরি
ঝুমকী
ঝুম্‌কি/
ঝুমকী
ঝুলকি/
ঝুলকী
ট
টঙ্গি
টটো
টগ্না
টপ্পো
টস
টকাল
টাক
টাকা
টাকী
টাট/
টাঁট
টাকোটা
টাকোটে
টানটি
টাপনি
টিগ্গা
টিরু
টিকারী
টিনডেল
টিঁপরিয়া
টীটা
টিকাদার/
টীকাদার
টুঙ্গি
টুটি
টুডু
টুণ্ডু
টুং
টুনডু
টেটে
টেপা
টেগোর
টেংরা
টোলা
ট্যাগোর
ট্যাংরা
ঠ
ঠগ
ঠাকুর
ঠাকুরা
ঠাটারি
ঠাকুরতা
ঠাকুরদা
ঠাকুরাই
ঠাকুরিয়া
ঠাকুর গোস্বামী
ঠাকুর ভট্টাচার্য্য
ঠিকাদার
ঠোকদার
ঠোকাদার
ঠ্যাটা
ড
ডম
ডগরা
ডাট
ডাব
ডাম
ডাল
ডালি
ডাহা
ডাং
ডাউক
ডাকাতি
ডাকুয়া
ডাগুয়া
ডাঙ্গানী
ডাঙ্গালি
ডাঙ্গুয়া
ডাহাঙ্গা
ডিঠি
ডিণ্ডা
ডিহা
ডিঢ়ি
ডিঙল
ডিঙানী
ডিঙ্গাল
ডিহিদার
ডুবে
ডুগ্‌লে
ডুগার
ডুবুরী
ডুংডুং
ডেকা
ডেড়া
ডেঁড়ে
ডেউয়া
ডেম্‌টা
ডোন
ডোম
ডোল
ডোগরা
ডিংশই
ডিংসাই
ঢ
ঢক
ঢঙ্গি/
ঢংগী
ঢাঁই
ঢাক
ঢাকী
ঢাঁপ
ঢাল
ঢালা
ঢালি/
ঢালী
ঢাং
ঢাকুই
ঢু*
ঢুক
ঢুল
ঢুলি
ঢেকি/

ঢেঁকি
ঢেঙ্গ
ঢোল
ঢ্যাঁপ
ঢ্যাড়
ঢ্যাঙ
ঢ্যাং
ঢ্যাপসা

ত

তক্তা
তন্ত্র
তর
তলা
তপস্বী
তরকী
তরাত
তরাল
তরুয়া
তলুই
তক্ষক
তর্কতীর্থ
তর্করত্ন
তর্কাচার্য
তত্ত্বনিধি
তন্তুবায়
তপাদার
তফাদার
তরোয়াল
তলপড়ে
তলাপাত্র
তর্কবাগীশ
তর্কভূষণ
তর্কসিদ্ধান্ত
তর্কালঙ্কার
তন্ত্রভারতী
তন্ত্রসম্রাট
তবিলদার
তরফদার
তলকদার
তলফদার
তসিলদার
তর্কচূড়ামণি
তর্কপঞ্চানন
তর্কবাচস্পতি
তত্ত্ববিশারদ
তর্কসরস্বতী
তহশীলদার/
তহসিলদার
তা
তাঁতি/
তাঁতী
তাম্বে
তাস
তাড়া
তাজনে
তাজিম
তান্ত্রিক
তাপানী
তামলি
তাম্বুলি
তারণ
তারুই
তালধি/
তালধী/
তালোধি
তাড়ন
তাড়েকা
তাপড়িয়া
তাম্রকার
তালকাটা
তালগাছি
তালেবর
তাইওয়াদে
তাফিলদার
তালুকদার
তিরি
তিলি
তিওর/
তিওড়
তিপরা
তিরকি
তিলক
তিয়ারী/
তিয়াড়ী
তিবেকর
তুঙ্গ
তুরী
তুল
তুং
তুমলি
তুরকী
তুয়ার
তুছাহাটি
তুর্মলিয়া
তুলাংকর
তেজ
তেলি/
তেলী
তেওর
তেরালি/
তেরালী
তেওয়ারী
তৈ
তৈলঙ্গ
তৈলবাটী
তোঘ
তোলা
তোষ
তোষক
তোড়ক
তোকদার
তোপদার
ত্রিদিব
ত্রিপাঠি/
ত্রিপাঠী
ত্রিবেদী
ত্রিলোককর

থ

থরুইৎ
থল্পহরি
থাপা
থাম
থাকুরে
থাণ্ডার

থাকদার
থাথাইস
থানদার
থানাদার
থৈ
দ
দই
দর্জি/
দর্জ্জি
দত্ত
দন্ত
দন্ড
দন্ডী
দর্প
দল
দক্ষি
দত্ত খাঁ
দত্তজ
দপ্তরী
দবন
দরজা
দরজি
দরানী
দরিপা
দরিফা
দলই
দলাই
দলুই
দলোই
দর্শন
দয়াল

দক্ষিণা
দত্তগুপ্ত
দত্ত ঘোষ
দত্তদাস
দত্ত নাথ
দত্ত মুন্দী
দত্তমুন্সী
দত্তরায়
দত্তশর্মা
দন্ডকার
দন্ডপট
দন্ডপট্ট
দন্ডপৎ
দন্ডপতি
দন্ডপাট/
দন্ডপাঠ
দন্ডপাণি
দন্ডনায়ক
দন্ডপাঠক
দফাদার
দরকার
দরবার
দরবেশ
দলবর
দলবেরা
দলপতি
দস্তগীর
দস্তিদার
দত্ত চৌধুরী
দত্ত বণিক
দত্ত বর্ম্মন

দত্ত বরুয়া
দত্ত বিশ্বাস
দত্ত মোদক
দত্ত সামন্ত
দত্ত হাজরা
দত্ত অধিকারী
দত্ত কাননগো
দত্ত কানুনগো
দত্ত তেওয়ারী
দত্ত মোতায়েদ
দত্ত হরিতাল
দত্ত কানুনগুহ
দত্ত পুরকায়স্থ
দত্ত মজুমদার
দত্ত রায়চৌধুরী
দা/
দাঁ
দাগী
দান
দানা
দাম
দামা
দারিং
দাশ/
দাষ/
দাস
দাসী
দাসু
দাহা
দাক্ষী
দাড়ি/

দাঁড়ি/
দাঁড়ী
দায়ী
দ্রাক্ষি
দাগচী
দানিয়া
দাভাই
দামদে
দামলে
দারোগা
দার্ভি
দালাই
দালাল
দালায়া
দাশারী
দাস দে
দাসড়ী
দাসাম্পা
দাহক
দাড়িক
দাড়িয়া
দাক্ষিত/
দাক্ষিৎ
দায়ারি
দাওয়ান
দানিয়ারী/
দানিয়াড়ী
দালাবর
দাশকুন্ডু
দাশগুপ্ত/
দাসগুপ্ত

দাশমুন্সী/
দাসমুন্সি/
দাসমুন্সী
দাশরথী
দাশরায়/
দাসরায়
দাশশর্ম্মা/
দাসশর্মা
দাশ গুহ
দাসকাগা
দাসবাক্স
দাস ঘোষ
দাস দেব
দাস পাল
দাস মাল
দাস মালী
দাস মিশ্র
দাস মুচি
দাস শীল
দাড়িয়ালী
দাশ চৌধুরী/
দাস চৌধুরী
দাশ বর্ম্মন
দাশ বিশ্বাস
দাশ ভৌমিক
দাশশরমা
দাশ হাজরা
দাস কড়ুই
দাস গোস্বামী
দাস ঠাকুর/
দাষ ঠাকুর

দাসতাম্বুলি
দাস দালাল
দাসাধিকারী
দাস নস্কর
দাসপাকড়ে
দাস পোদ্দার
দাস প্রধান
দাস বনিক
দাস বর্ম্মন
দাস বাবাজী
দাস বেবত্তা
দাস বৈরাগী
দাস বৈরাগ্য
দাস ভৌমিক
দাস মণ্ডল
দাসমুনসী
দাস মোদক
দাস মোহান্ত
দাস লস্কর
দাস সিংহ
দাস হাজরা
দাস অধিকারী/
দাশ অধিকারী
দাস কর্ম্মকার
দাস চক্রবর্ত্তী
দাস দেওয়ান
দাস মহাপাত্র/
দাশ মহাপাত্র
দাস মালাকার
দাস কানুনগো
দাস কীর্ত্তনীয়া

দাস সরকার
দাসনাথ গোস্বামী
দাস পুরকায়স্থ
দাস মজুমদার/
দাশ মজুমদার
দাস মহলানবিশ
দাওয়ান-মহাশয়
দিঘা
দিঞ্জা
দিন্তা
দিণ্ডা
দিন্দা
দিণ্ডী
দিশ্ভা
দিঙ্কু
দিগর
দিগার
দিঘল
দির্ঙ্গাগী
দিবতে
দিক্ষিত/
দীক্ষিত/
দীক্ষীৎ
দিয়ালী
দিয়াসী
দিকপতি/
দিগ্পতি
দিঘাপতি
দিনকর
দিবাকর
দিবাকীর্ত্তি

দিমসাই
দিসমুখ
দীণ্ডা
দীঘাংগী
দীর্ঘাঙ্গী
দীঘাল
দীধাঙ্গী
দীনদা/
দিনদা
দীস্মল
দীনবন্ধু
দীপঙ্কর
দুবে
দুলে
দুয়া
দুগরী
দুবেদী
দুর্লভ
দুলুই
দুয়ারী
দুর্গারাও
দুত
দে
দেই
দেব
দেবী
দেশী
দেড়ে/
দেঁড়ে
দেও
দেয়

দেউঁতি
দেউঁটি
দেউঁরি/
দেউরী/
দেউঁড়ি/
দেউড়ী
দে দাস
দে ধারা/
দে ধাড়া
দেন্‌তি
দেবজা
দেবতা
দে বক্সী
দে মুন্সী
দে রায়
দেরাশী
দেরেল
দেলুই
দেশাই/
দেসাই
দেশালী
দেহেরী
দোঁড়িয়া
দেয়ালী
দেয়াশী/
দেয়াসী
দে অর্নব
দে আদক
দেওয়াগী
দেওয়ান
দেওয়াল

দেওয়ালি
দেউপাত্র
দেঘুরিয়া
দে চৌধুরী
দে দালাল
দে নিয়োগী
দে বর্ম্মন
দে বিশ্বাস
দে ভৌমিক
দে মল্লিক
দে মোদক
দে হাজরা
দেবগুপ্ত
দেবত্রাসে
দেবদত্ত
দেবদাস
দেবনাথ
দেববর্ম্মা
দেবভট্ট
দেবরাজ
দেবরায়
দেবলিয়া
দেবশর্মা/
দেবশর্ম্মা
দেবসেন
দেবাংশী
দেরজানি
দেরাদার
দেশপ্রিয়
দেশবন্ধু
দেশমুখ

দেশমুখ্য
দেয়াশীন
দেয়াশীল
দেওয়ানজি/
দেওয়ানজী
দে কর্ম্মকার
দে দিহিদার
দে দেবভূতি
দে রায়কত
দে সমাদ্দার
দে সরকার
দে হালদার
দেব চৌধুরী
দেব নস্কর
দেব পালিত
দেব বর্মন/
দেব বর্ম্মন
দেববরমা
দেব বিশ্বাস
দেব ভৌমিক
দেব মল্লিক
দেবশরণ
দেবশর্ম্মন
দেব সিংহ
দেবাধিকারী
দেশিকোত্তম
দে তরফদার
দে পুরকায়স্থ
দে মজুমদার
দেব অধিকারী
দেববাহাদুর

দেবব্রহ্ম রায়
দেব রায়কত
দেব রায়মল্ল
দেব সরকার
দেব সাসিমল্ল
দেব সিকদার
দেব হালদার
দেয় কর্ম্মকার
দেবপাল মোহান্ত
দেব মজুমদার
দেবনাথ গোস্বামী
দেবনাথ ভট্টাচার্য্য
দেব রায়মহাশয়
দৈ
দৈত্য
দৈত্যারি
দৈবজ্ঞ
দৈশিক
দৈয়াশী
দো
দোবে
দোল
দোলে
দোলই
দোলাই
দোলুই
দোলোই
দোয়ারী
দোলপতি
দোদলকর
দৌবারিক

দ্বারী
দ্বারিক
দ্বিজ
দ্বিবেদী
ধ
ধক্
ধঁক
ধন
ধনী
ধনু
ধর
ধবর
ধল
ধলে
ধসু
ধাঙ্গিয়া
ধনেশ
ধবল
ধরনী
ধরিয়া
ধণ্বন্তরী
ধপধবে
ধর্মরাজ/
ধর্ম্মরাজ
ধর গুপ্ত
ধর রায়
ধর শর্মা
ধবনদেব
ধবলদেব
ধর্মপণ্ডিত
ধর চৌধুরী

ধরমপণ্ডিত
ধর্ম্মাধিকরণিক
ধর গুহনিয়োগী
ধ্যাতা
ধান
ধানী
ধান্দা
ধাম
ধার
ধারা/
ধাড়া
ধাড়ি
ধাইর
ধাউড়ে
ধাওয়া
ধাঙ্গর/
ধাঙ্গড়
ধানুকী
ধানুয়া
ধাবক
ধামালি
ধারক
ধারিয়া
ধাউরিয়া
ধারাধর
ধানওয়ার
ধামাৎকর্ণি
ধামাইতকন্নি
ধীর
ধীবর
ধীমান

ধীসখ
ধুট
ধুনী
ধুবী
ধুপী
ধুল
ধুঢ়
ধুয়া
ধুকড়ে
ধুর্জটী
ধুমাদ
ধুপিদাস
ধুধুরিয়া
ধুরন্ধর
ধুলটিয়া
ধেবর
ধেলাই
ধৈর্য্যবান
ধোঁ
ধোক
ধোতে
ধোপা
ধোবা
ধোবী
ধোলে
ধোঁয়া
ধাং
ধাংগড়
ন
ন
নট

নট্ট
নন্দ
নন্দি/
নন্দী
নতন্য
নন্দন
নন্দনী
নবিশ
নরবু
নরুলা
নমঃ
নস্কর
নটসূর্য
নন্দী রায়
নসিপুরি
নগরপাল
নন্দী চৌধুরী
নবলকর
নবলগোল
নমঃশূদ্র
নমদাস/
নমঃদাস
নমঃব্রহ্ম
নরসুন্দর
নন্দী মজুমদার
নাই/
নাঈ
নাউ
নাগ
নাগা
নাট

নাট্য
নাথ
নাদ
নান
নাভি
নারু
নাহ
নাহা
নাড়ু
নায়া
নায়ী
ন্যাজ
নাইট
নাইডু
নাইয়া
নাগর
নাজির
নাটুয়া
নাথক
নাথজি
নাদক
নানক
নাপিত
নাবিক
নাবিট
নামাতা
নালুয়া
নায়ক
নায়িক
নায়েক
নায়েব

নাহার
নাঙগনে
নাগ চাকি
নাগ দত্ত
নাগ দাস
নাগ রায়
নাগাইয়া
নাগাসিয়া
নাগেশ্বর
নাচিকেতা
নার্জিনারী
নাট্যাচার্য
নাথ গিরি
নাথ ঘটক
নাথ-তন্ত্র
নাথ নাথ
নাথপন্থী
নাথ-যোগী
নাথ রায়
নাথশর্ম্মা
নাথ শাস্ত্রী
নাথ সাহা
নাভালিঙ্গ
নাথশ্রমী
নামহাতা
নারায়ণ
নাহারায়
নাড়িয়াল
নাগ চৌধুরী
নাগ বিশ্বাস
নাগ-বংশী

নাগরত্ন
নাগ সিংহ
নাথ গোস্বামী
নাথ চৌধুরী
নাথ পণ্ডিত
নাথ বাগচী
নাথ ভৌমিক
নাথ মোড়লী
নাথ লস্কর
নারজিনারী
নায়ক শর্মা
নাগ সরকার
নাট্যচুড়ামণি
নাট্যাধিনায়ক
নাট্যবিশারদ
নাট্যশিরোমণি
নাথ চক্রবর্ত্তী
নাথ বড়ভুঞা
নাথ ভট্টাচার্য্য
নাথ মহাজন
নাথ দাসগোস্বামী
নারায়ণ চৌধুরী
নাথ পুরকায়স্থ
নাথ মজুমদার
নাথ মাঝারভুঞা
নাথ ধামান্দি-বড়ভুঞা
নিধি
নিওগী/
নিয়োগী
নিকারী
নিকিরী

নিজকা
নির্মল/
নির্ম্মল
নিষাদ
নিয়োগী গাঙ্গুলী
নুনিয়া
নুলিয়া
নেজ
নেনে
নেড়
নেক্ষে
নেয়ে
নেউকী
নেউল
নেকড়া
নেগেল
নেমাদে
নেহেরু
নৈরঞ্জন
ন্যাড়
ন্যায়ী
ন্যায়চঞ্চু
ন্যায়তীর্থ
ন্যায়বান
ন্যায়রত্ন
ন্যায়বাগীশ
ন্যায়ালংকার
ন্যায়পঞ্চায়ন
ন্যায়বাচস্পতি

প
পই/
পঁই
পণ্ড
পতি
পত্র
পত্রী
পদ
পঁদ
পনু
পণ্ডা
পবি
পর
পরি
পল্লী
পল্লে/
পল্ল্যে
পক্ষি
পঁড়া
পড়ে
পড়্যা
পইত্য
পর্কটি
পঙ্গুল
পচালী
পণ্ডুর
পটল
পটেল
পটারী
পটোলা
পটোয়া
পডেল
পতাকী
পদ্মশ্রী
পণ্ডিত/
পণ্ডিৎ
পবন
পর্বত/
পর্ব্বত
পবিত্র
পরাগ
পরিখা
পরীক্ষা
পরিয়া/
পড়িয়া
পলতা
পলতে
পলুই
পলিশা
পশারী/
পসারী
পড়ুই
পড়েল
পড়িৎ
পড়ুয়া
পড়্যার
পড়্যাল
পড়্যালী
পয়রা
পয়ড়্যা
পয়াল
পয়াৎ
পঞ্চাধ্যায়ী
পঞ্চানন
পঞ্চায়েত
পঞ্জিয়ারা
পটলাক
পট্টরাজ
পতিতুণ্ড
পতিতুণ্ডি
পতিহার
পতেরিয়া
পত্তেরাও
পত্রদাস
পদধান
পদ্মরাজ
পর্ণগ্রাহী
পরচল
পরদেশী
পরধান
পরমাধ্য
পরমান্য
পরাণিক
পরামান্য
পরাশর
পরিহর
পরিহার/
পড়িহার
পরিয়াল
পরীক্ষিত
পলমল
পলসাই
পলসায়ী
পড়ারিত
পড়িয়ারী
পচমইত
পটনায়ক
পট্টনায়ক
পট্টনায়েক
পটবর্দ্ধন
পত্যনায়ক
পত্রনবীশ
পদ্মভূষণ
পন্নাইয়ন
পরওয়ানা
পরমঘোষ
পরশমণি
পরামাণিক
পলাতকার
পশুপালক
পড়ুয়াদাস
পতিতব্রাহ্মণ
পদ্মবিভূষণ
পরগনাইত
পরমহংস
পণ্ডিত-সার্ব্বভৌম
পরশচিকিৎসামণি
পাই
পাক
পাখী
পাজা/
পাঁজা
পাঁজি
পাঞ্জা

পাটি	পাকিরা	পানিনি	পাঁড়ুই
পাঠা	পাকিয়া	পানুয়া	পায়রা
পাতি	পাখার	পান্ডব	পায়েক
পাত্র	পাখিরা/	পাফড়ে	পাওয়ার
পাদ	পাখীরা	পারাল	পাকখেল
পান	পাখিয়া	পারিজা	পাকড়াশি/
পান্না	পাখোরা	পারিত	পাকড়াশী
পাণি	পাগল	পারিধা	পাখাধরা
পান্তা	পাগরা	পারিয়া	পাঁজিয়ার
পান্তি/	পাছাল	পারুই/	পাটগিরি
পান্তী	পাঞ্চালী	পাঁরুই	পাটনাই
পান্ডা	পাটনে	পারুক	পাটবান্ধা
পান্ডে	পাটনি	পারেখ	পাটরাঙা
পাণ্ডু	পাটানি	পালই	পাটিবর
পাম	পাটরা	পালখৈ	পাটিয়াল
পারী	পাটারি/	পালন	পাটোয়ারি/
পারে	পাটারী	পালধি/	পাটোয়ারী
পাল	পাটল	পালোধি	পাত্রদাস
পালি	পাটলা	পালয়ী	পানিগ্রাহী
পাস্তা	পাটালি	পালাম	পামরাজ
পাড়/	পাটুলী	পালাল	পারিহল
পাঁড়	পাটেল	পালিত	পারিহাল
পাঁড়া	পাঠক	পালুই	পালখাই
পাঁড়ি	পাতর	পাহান	পালদাস
পাড়ে/	পাত্সা	পাহাম	পালরায়
পাঁড়ে	পাতিল	পাহাড়	পালমখৈ
পাড়ৈ	পাতিয়া	পাহাড়ি/	পাড়িয়াল
পাড়্যা	পাথর	পাহাড়ী	পাশোয়ান
পাইক	পাথড়ে	পাক্ষার	পাইকরায়
পাইন	পাথুরী	পাড়ই	পাটওয়ারী/
পাকড়ে	পানডে	পাড়ুই/	পাটৌওয়ারী

পালচৌধুরী
পাল মুস্তফী
পাল সিংহ
পালাসম্রাট
পালংদর
পালংদার
পাঠক ব্যানার্জী
পাত্র কর্ম্মকার
পাহুড়সাঙ্গই
পাল মজুমদার
পাঠাকাটা-কর্ম্মকার
পিস্তি
পিরি
পিল
পিল্লে
পিতাড়ী
পিতুড়ী
পিথুরী
পিপ্লাই
পিপ্পলি/
পিপ্পলী
পিলাই
পিল্লাই
পিয়াদা
পিপলাই
পিপিলাই
পিম্পলাই
পিরদুম
পিলাণ্ডত
পিয়াইজ্‌জা
পীতমণ্ড
পুঁই
পুঞি
পুরী
পুলে
পুইটা
পুইলা
পুইস্তা
পুজারী/
পুজারী
পুটিয়া
পুতলি
পুণ্ডরি
পুণ্ডারী
পুমোর
পুরবী
পুরতি
পুরিয়া
পুলাই
পুষলী
পুইতণ্ডী
পুটান্‌দা
পুততুণ্ড
পুতাতুণ্ডা
পুততুণ্ডি
পুতিতুণ্ড
পুতিতুণ্ডি
পুণ্ডরিক
পুরকুত
পুরোহিত
পুষিলাল/
পুসিলাল
পুংসিক
পুণ্ডরিকাক্ষ
পুরকাইত/
পুরকাইৎ
পুরকায়স্ত
পুরকায়স্থ
পুরকায়েত
পুরণরায়
পুজারী মিশ্র
পেঁকো
পেচা
পেদা
পেনো
পেস্তা
পেষ্টী
পেড়ো
পেদেশী
পেপুয়া
পেলান
পেশোয়া
পেয়াদা
পৈ
পৈটি
পৈত
পৈতী
পৈলা
পৈতণ্তী
পৈতণ্ডী
পৈলান
পোদ
পোনা
পোবি
পোল
পোলে
পোল্যে/
পোল্লে/
পোল্ল্যে
পোড়ে
পোঁড়া
পোড়্যা
পোটুলি
পোদ্দার
পোহিত
পোড়ারি
পোড়েল
পোয়েল
পোঁছালি/
পোছালী
পোতদার/
পোৎদার
পোটলাধরা
পোনাদগার
প্যাটেল
প্রতি
প্রচণ্ড
প্রধান
প্রমাদ
প্রসাদ
প্রহরি
প্রকাইট্
প্রজাপতি
প্রতিহার/

প্রতীহার
প্রভাকর
প্রহরাজ
প্রামানি
প্রামান্য
প্রায়ার
প্রানাচার্য
প্রামাণিক
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
প্রেত

ফ

ফনী
ফল
ফকির
ফদ্‌কে
ফলিয়া
ফড়িয়া
ফকীএৎ
ফদিকর
ফদিকার
ফরিকাল
ফরিকেল
ফড়নবিশ
ফালে
ফারাস
ফাঁড়িয়া
ফুস্কি
ফুস্তী
ফুকন
ফুরণ
ফুরাই
ফুলমালি/
ফুলমালী
ফেরুকা
ফোগলো
ফৌজদার

ব

বই
বক্তিত্র
বক্সি/
বক্সী
বগি/
বগী
বর্গি/
বর্গী
বঙ্গ
বন্দি
বণু
বর্ণ
বর্ণি
বন্দ
বন্দ্য
বন্দু
বন্ধু
বপ্তা
বর্মা/
বর্ম্মা
বর
বরা
বল
বশ
বসু
বড়ু
বকশি/
বকশী/
বকসি/
বকসী
বখশী
বখার
বগলা
বটুক
বর্দ্ধন/
বর্ধন
বণিক
বণিক্য
বনুয়া
বন্ধুক
বন্দুর
বন্ধুর
বর্মন/
বর্ম্মন/
বর্মণ
বরাঙ্গী
বরাট
বরান
বরাশ
বরুয়া/
বড়ুয়া
বলদা
বল্লব
বল্লভ
বল্লম
বলাই
বলিদা
বলীল
বশিষ্ট/
বশিষ্ঠ
বর্ষিয়া
বসন্ত
বসাক
বসুজ
বসুনা
বড়াই
বড়াল
বয়াল
বয়াড়
বঢ়াই
বংশী
বওয়াল
বঙ্গবাস
বঙ্গবাসী
বঙ্গকর
বটব্যাল
বনমুন্সী
বর্ম্মাঘোষ
বরদলৈ
বরনমী
বলরামী
বলাইত
বসুগুপ্ত
বসুনিয়া/
বসুনীয়া
বসুবতী
বসুবল

বসুমাতা
বসুমণি
বসুমিশ্র
বসুরায়
বসুয়ারী/
বসুয়াড়ী
বহুগুণা
বহুবাসী
বড়গাঙ
বড়পণ্ডা
বড়াইক
বর্কসি পাত্র
বণিক দত্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্মন রায়
বরকন্দাজ
বরগোঁহাই
বরঠাকুর
বরদলোই
বলাধিকারী
বলীকাচক
বলোৎকটা
বসু উকিল
বসু চৌধুরী
বসু ঠাকুর
বসু হাজরা
বসু নিয়োগী
বসু বর্ম্মন
বসু মল্লিক
বড়গোহাঁই
বড়দলুই

বড়ভুইয়া
বড়লস্কর
বণিক চৌধুরী
বণিক বিশ্বাস
বর্মন চৌধুরী
বরকনদাজ
বরুয়া-শঙ্কর
বসাক চৌধুরী
বসু কর্ম্মকার
বসু ভাওয়াল
বরাট সেনগুপ্ত
বসু মজুমদার
বসু মিরবহর
বসু রায়চৌধুরী
বণিক মজুমদার
বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী
বর্ম্ম দেববাহাদুর
বরাহনামী-গোস্বামী
বসুমল্লিক চৌধুরী
বসু সর্ব্বাধিকারী
বসুরায় মিরবহর
বা
বাক/
বাঁক
বাঁকা
বাকী
বাগ
বাগে
বাগ্দী
বাগ্মী
বাঘ

বাঘা
বাজ/
বাঁজ
বাজু
বাটাং
বাটি
বাঠা
বাধা
বাধে
বান
বানা
বান্দ্রা
বাণ্ডা
বান্ধ্যা
বাবু
বাম
বার/
বাড়
বারা
বারি/
বাড়ি/
বাড়ী
বাল
বালা
বালী
বালো
বাঁশ/
বাস
বাসু
বাস্কে
বাস্ত

বাস্তু
বাড়ৈ
বাং
বাইচা
বাইতি
বাইথা
বাইন
বাইরি
বাউটি
বাউর
বাউরি/
বাউরী/
বাউড়ি
বাউল
বাউলী
বাকচি
বাক্‌টি
বাকরা/
বাঁকরা/
বাকড়া/
বাঁকড়া
বাকলা
বাক্‌শে
বাকুই
বাকুন্দি
বাকুণ্ডী
বাকুলি
বাঁকুড়া
বাখণ্ডী
বাখলা
বাখড়া

বাখানি
বাখিরা
বাগচী
বাগছী
বাগজা
বাগতি
বাগদি/
বাগদী
বাগল
বাগলী
বাগড়ী
বাগানী
বাগাল
বাগালে
বাগীশ
বাগুই
বাগুলি/
বাগুলী
বাগুলে
বাঘল
বাঘিরা
বাঙ্গাল
বাঙালি
বাচারী
বাছৎ
বাছাৎ
বাছাল
বাছার/
বাছাড়
বাজ খাঁ
বাজতি

বাজাজ
বাজাল
বাজালী
বাটর
বাটুল/
বাঁটুল
বাটাং
বাথাম
বাদক
বাদলী
বাদিয়া
বাঁদুরী/
বাদুড়ী/
বাঁদুড়ী
বানার্জি
বানিয়া
বাপৎ
বাপাড়ে
বাপুলি/
বাপুলী
বাবাজি/
বাবাজী
বাভালী
বাররি/
বাড়রি/
বাড়রী/
বারোরী/
বাড়োরি
বারলা
বারর্য্য
বারাই/

বাড়াই
বারিক
বারিকো
বারুই/
বাড়ুই
বারুরী/
বারুড়ী
বালিয়া
বাল্মিকী
বালুই
বাঁশের
বাসব
বাসর
বাসানি
বাশুলি/
বাসুলী
বাস্তব
বাহন
বাড়ই
বাড়ব
বাড়বি
বাড়ালা
বাড়ালি
বাড়িয়া
বাড়ুজ্যে/
বাড়ুজে/
বাড়ুয্যে
বাড়েরী
বায়ন
বায়েন
বাইচার

বাউলিয়া
বাওয়ালী
বাগওঝা
বাগচোরে
বাগমারে
বাচস্পতি
বাজপাই
বাজপেয়ী
বাজিকর
বাদগয়া
বাদ্যকর
বাধালিয়া
বানাইত
বানিগ্রাহী
বারওয়া
বারুজীবী
বারোয়ারী
বালিয়াল
বাসহরি
বাসানিয়া
বাসুনিয়া
বাহাদুর
বাহালিয়া
বাহেলিয়া
বাঘওয়ার
বাচনদার
বাছনদার
বালাঠাকুর
বালীকাচকী
বাহুবলীন্দ্র
বাওয়াশীয়াল

বাগছী ভট্টাচার্য্য	বিশই	বিদ্যাসাগর	বেনু
বাল মজুমদার	বিশাল	বিশ্বাসখাস	বেনে
বি এ	বিশাড়া	বিশ্বাস বর্মা	বেণ্যা
বিকি	বিশ্বাস	বিষ্ণু চৌধুরী	বেরা/
বিচু	বিশুই/	বিদ্যাতন্ত্ররত্ন	বেড়া
বিট	বিষুই/	বিশ্বাস চৌধুরী	বেল
বিদ	বিসুই	বিশ্বাস মল্লিক	বেশ
বিধা	বিষই	বিমুক্ত-ঘুমন্তযোগী	বেইজ
বিনা	বিষয়ী	বিশ্বাস রায় (সরকার)	বেওয়া
বিন্দ	বিষাই	বীট	বেতাল
বিন্দু	বিষুয়ী	বীর/	বেদজ্ঞ
বিশি/	বিসাই	বীড়	বেদিয়া
বিশী	বিহারী	বীরেম্পা	বেনিয়া
বিশ্রী	বিড়োল	বীররায়	বেপারি/
বিষ্ণু	বিদ্যাধর	বীরবংশী	বেপারী
বি. এস. সি.	বিদ্যার্ণব	বুট	বেবস্তা/
বিচালি/	বিদ্যাপতি	বুল্য	বেবর্ত্তা
বিচালী	বিদ্যারত্ন	বুড়	বেরুয়া
বিচিলি	বিলজোর	বুড়ো	বেলাকি
বিজনী	বিশপতি	বুনান	বেলুন
বিজলী	বিশারদ	বুড়ুই	বেলেল
বিজুলী	বিশ্বআড়	বুদ্ধদেব	বেসরা
বির্থারী	বিশ্বকর্মা	বুদ্ধিমান	বেস্কারি
বিদান্ত	বিশ্ববসু	বৃহজ্যোঘী	বেহানী
বিদিত	বিসোয়ালো	বৃহজ্যোষী	বেহারা
বিন্দাই	বিজয়কর	বেক	বেংদ্রে
বিবাগী	বিদ্যানিবাস	বেগে	বেদতীর্থ
বিবাদ	বিদ্যাবাগীশ	বেজ	বেদশাস্ত্রী
বিবাড়	বিদ্যাবিনোদ	বেজি	বেলকর
বিল্লাস	বিদ্যাভূষণ	বেদ	বেশকারী
বিলুং	বিদ্যালঙ্কার	বেদী	বেদান্ততীর্থ

বেদান্তরত্ন
বেদান্তবাগীশ
বেদরত্নাচার্য্য
বেদপুরাণতীর্থ
বেদান্ততীর্থশাস্ত্রী
বেবর্ত্তা-পট্টনায়ক
বৈঠা
বৈদ
বৈদী
বৈদ্য
বৈলা
বৈশ
বৈশ্য
বৈতাল
বৈদব
বৈদজ্ঞ
বৈরাগী
বৈরাগ্য
বৈলদা
বৈশাস্ত্রী
বৈশ্যারি
বৈষ্ণব
বৈতানিক
বৈতালিক
বৈদীজাতি
বৈদ্যপুর
বৈদ্যরাজ
বৈদ্যরায়
বৈদ্যনিধি
বোই
বোছা

বোঙো
বোধ
বোরা
বোলে
বোস
বোড়
বোধক
বোরই
বোরেগী
বোলল
বোলেন
বোলেল
বোয়াল
বোস ঘোষ
বোস রায়
বোখনাধরা
বোস চৌধুরী
বোস ঠাকুর
বোস মল্লিক
বোস মালাকার
বোস মজুমদার
বৌ
বৌরী
ব্যান্দি
ব্যবর্ত্তা
ব্যবস্থা
ব্যবহারকর
ব্যাঘ্র
ব্যাস
ব্যানার্জি
ব্যাপারী

ব্যামোস্তা
ব্যাশালি
ব্যানারজি
ব্যানারজি চৌধুরী
ব্যাকরণ-কাব্যতীর্থ
ব্রহ্ম
ব্রহ্মা
ব্রজবাসী
ব্রহ্মচারী
ব্রহ্ম রায়
ব্রহ্মাণ্ডকর
ব্রহ্ম চৌধুরী
ব্রাহ্মণ
ভ
ভক্ত
ভক্তা
ভজ
ভঞ্জ
ভট্ট
ভদে
ভদ্র
ভন্দ্র
ভর্মা
ভর/
ভড়
ভল্ল
ভকত
ভীকল/
ভকীল
ভগত
ভজন

ভটক
ভট্টক
ভট্টীয়া
ভদর
ভবন
ভবাই
ভবানী
ভরালী
ভরুজি
ভরসা
ভক্তধর
ভঞ্জদেব
ভটচাজ
ভট্টাচার্য/
ভট্টাচার্য্য
ভট্চায্যি
ভট্টশালী
ভট্টশীল
ভট্চারিয়া
ভদোরিয়া
ভদ্ররায়
ভরদ্বাজ/
ভরদ্দাজ
ভরাডুবো
ভঞ্জ চৌধুরী
ভট্টোপাধ্যায়
ভদ্র চৌধুরী
ভদ্র বর্মন
ভদ্র মোদক
ভরণকার
ভড় চৌধুরী

ভট্টাচার্যশাস্ত্রী
ভাঙ্গি/
ভাঙ্গী
ভাট/
ভাঁট
ভাবে
ভার্মা
ভারী
ভাঁড়
ভায়া
ভার্গব
ভাজন
ভাটিক
ভাটিয়া
ভাদুর
ভাদুড়ি/
ভাদুড়ী
ভাণ্ডরী
ভাণ্ডারী
ভাবুক
ভাবল
ভারতী
ভারমা
ভালক
ভালুক
ভাল্লুক
ভাস্কর
ভাড়ালি
ভাঁড়াড়ি
ভাওয়াল
ভাগবত
ভাণ্ডপুট
ভাণ্ডাপুট
ভারতশ্রী
ভারতরত্ন
ভালুকখেকো
ভাণ্ডার-কায়স্থ
ভাণ্ডার-নিয়োগী
ভারতকুমার
ভিদে
ভিফু
ভিস
ভিতিরিয়া
ভীম
ভীষণ
ভীণ্টীল
ভুঁই
ভুক্ত/
ভুক্ত
ভুক্তা
ভুঞা/
ভুঞ্যা
ভুঞ্জ
ভুঞ্জা
ভুত
ভুতি
ভুপ
ভুলা
ভুঁড়ে
ভুঁয়া
ভুয়ে/
ভুঁয়ে
ভুইয়া
ভুঁইয়া/
ভুইঞা/
ভুইঞ্যা
ভুচং
ভুনিয়া
ভুপাল
ভুপাল্য
ভুমিক
ভুমিকা
ভুমিজ
ভুমিপা
ভুরিঙ্গা
ভুষণ
ভুইচাল
ভুঁইমালি/
ভুঁইমালী
ভুঞ্জমালি/
ভুঞ্জমালী
ভুমিদাস
ভেনু
ভেড়া
ভেউঁলি
ভেরাজি
ভেন্‌নান
ভেংকটরাও
ভেংকটিশান
ভেংকটশ্বরলু
ভোঁগ
ভোজ/
ভোঁজ
ভোল
ভোশ/
ভোস/
ভোঁস
ভোঁড়
ভোগত
ভোগল
ভোটিয়া
ভোঁসলে
ভৌমিক
ভেংরা

ম

মই
মগ
মঘ
মঞ্জ
মঠ
মধু
মন
মণি
মন্ত্রী
মর্মু
মল
মল্ল
মশা
ময়ী
মইশ
মকড়
মকুর
মঙ্গল
মচুয়া

মঙ্খান
মথুর
মর্দন
মর্দনা
মন্দুনে
মধুস্ত
মনস
মণ্ডপ
মণ্ডর
মণ্ডল
মন্ত্রনী
মন্ত্রিনী
মন্থনী
মন্দর
মন্দার
মনিয়া
মমান
মরর
মরাও
মরার
মরিক
মলঙ্গী
মল্লিক
মশক
মশাট
মশান
মশেল
মসিদ
মসিব
মহতো
মর্হনা

মহন্ত
মহরী
মহল
মহলী
মহর্ষি
মহাতো
মহাত্মা
মহাথা
মহান্ত
মহান্তি/
মহান্তী
মহাপা
মহালী
মহিন্ত্যা
মহিভ
মহিষ
মহুর
মহুরি/
মহুরী
মহের
মহেশ
ময়রা
ময়ুর
ময়ীশ
মতিলাল
মৎস্যাসি
মনিগ্রাম
মনিয়ান
মল্লদেব
মল্লরায়
মশালচি/

মসালচি
মহেশ্বর
মহলন্দ
মহাচার্য্য
মহাজন
মহাজনী
মহাত্মন
মহাতপ/
মহাতব
মহাদণ্ড
মহাদেব
মহাদানী
মহাধনী
মহাপাত্র
মহাপ্রাণ
মহাবানী
মহাবীর
মহাবাহু
মহারাজ
মহারাজা
মহারত্ন
মহারাণা
মহারাণী
মহারায়
মহাশয়
মহিশাল
মকড়দম
মণ্ডসম্রাট
মজুমদার
মণ্ডল দাস
মণ্ডলপতি

মণ্ডলেশ্বর
মল্লবর্মন/
মল্লবর্ম্মন
মল্লিক বসু
মহলদার
মহালদার
মহাসাঙ্গই
মহাক্ষত্রপ
মনসবদার
মল্লিক চৌধুরী
মহলানবীশ
মহামাণ্ডলিক
মহালনাধিশ
মজিন্দার-বরুয়া
মণ্ডল অধিকারী
মহামহোপাধ্যায়
মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়
মজুমদার চৌধুরী
মহারাজবাহাদুর
মাকু
মাজি/
মাজী
মাঝি/
মাঁঝি/
মাঝী
মাটি
মাট্যা
মাতা
মাত্তা
মাত্মা
মাধু

মান
মানা
মানি/
মানী
মান্য
মান্না
মাণ্ডি
মান্তা
মাপা
মার্ভি
মাভী
মাভৈ
মারা
মাল
মালা
মাল্লা
মালি/
মাল্লী
মালো
মাড়
মাওই
মাইতি
মাকড়
মাকাল
মাকুর/
মাকুড়
মাখাল
মাচরে
মাচারী
মাজিত
মাঝলে

মাজিল্যা
মাঝলি
মাটালি
মাটিয়া
মাডড়
মাতাপ
মাতাল
মাতালী
মাতিত
মাথুর
মাদাই
মাদানী
মাদুলী
মান্নান
মান্ধাতা
মানিক
মাণিক্য
মাপারু
মারডি
মারাক
মারিক
মালস
মালহা
মালিক
মালিয়া
মালুয়া
মাষণ্ড
মাষ্টার
মাসাণ্ড
মাসান্তি
মাহতো

মাহম
মাহাত
মাহাতা
মাহাতো
মাহাতী
মাহানা
মাহান্তি
মাহার
মাহারা/
মাহাড়া
মাহালি/
মাহালী
মাহিতী
মাহিন্ত
মাহিন্ত্যা
মাহিলী
মাহিষ্য
মাহুত
মাছোয়াড়
মাতব্বর
মাথাভাঙ্গা
মানকর
মানখণ্ডী
মানদার
মানারীতি
মাণ্ডলিক
মামরাজ
মালখণ্ডী
মালবিয়া
মালবৈদ্য
মালাকর

মালাকার
মালোদাস
মাসাটক
মাহারিক
মাহিন্দর
মাহিন্দার
মাহেশ্বর
মাঝার ভূঞা
মাঝি-কায়েত
মানসিংহ
মাসচটক
মাসচড়ক
মাহিষ্যদার
মাহিষ্যদাস
মালপাহাড়িয়া
মিঞ্জ
মিত্র
মিত্রি
মিন্দা
মির্দ্দা
মির্দ্ধা/
মির্ধা
মিদ্যা
মিদ্দে/
মিদ্যে
মিল
মিশ্র
মিশ্রি
মিস্ত্র/
মিস্ত্রী
মিছির

মিটার
মিঠাই
মিত্তির
মিত্রজ
মিদ্‌দে
মিন্‌জ
মিন্দার
মিরথা
মিরধা
মিরাহা
মিশির
মিরবর
মিত্রবর্ম্মা
মিত্র রায়
মিত্র শাস্ত্রী
মিত্র চৌধুরী
মিত্র ঠাকুর
মিত্র বর্ম্মন
মিত্র মুস্তফী/
মিত্র মুস্তোফী
মিত্র মুস্তৌফী
মিরবহর/
মীরবহর
মিত্র সরকার
মিত্র পালচৌধুরী
মিত্র বসুঠাকুর
মিত্র মজুমদার
মীর
মুক
মুক্তা
মুক্তি

মুখ
মুখী
মুখো
মুখ্য
মুচি/
মুচী
মুটে
মুত
মুদি
মুনী
মুন্ডা
মুন্ডি/
মুন্ডী
মুর্ম
মুর্মু
মুলা/
মুলা
মুলো/
মুলো
মুড়া
মুড়ি
মুন্সী
মুকুটি
মুখচী
মুখলে
মুখার্জি/
মুখার্জী
মুখিম
মুখিয়া
মুখুজ্জে/
মুখুজ্যে/

মুখুয্যে
মুখুটি
মুখোটি
মুগুর
মুচ্ছুদ্দি/
মুচ্ছুদী
মুটুক
মুদলি
মুর্দ্ধাণি
মুধর্বানি
মুন্‌শী/
মুন্‌সী
মুন্সিফ
মুন্ডারী
মুনুরি
মুন্যান
মুম্পন
মুরাই
মুরমি
মুরারি
মুলাই
মুস্তাফি/
মুস্তফী/
মুস্তাফি/
মুস্তাফী
মুস্তোফী
মুস্তৌফী
মুসিব
মুরসু
মুহুরি/
মুহুরী

মুর্ধন্যা
মুখশুদ্ধি
মুখারজি
মুচকন্দ
মুটশুদ্ধি
মুতবর
মুন্নাস্বামী
মুনিয়ান
মুর্মু-মাঝি
মুরথাই
মুরুস্বামী
মুশাহর
মুৎসুতি
মুৎসাদ্দি/
মুৎসদ্দী
মুৎসুদ্দি
মুকুটমণি
মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী মন্ডল
মুচিরামদাস
মুকুটি চক্রবর্তী
মুনসী দাশগুপ্ত
মুকুর-সর্বাধিকারী
মূর্ত্তি
মূল
মূলা
মূলে
মূধা
মেঘ
মেচ
মেছো

মেটে
মেট্যা
মেন্দা
মেধা
মেধ্য
মেনা
মেণ্ডু
মেষ
মেড়া
মেউর/
মেয়ূর
মেটিয়া
মেতর
মেথর
মেদ্দা
মেদেশ্মি
মেরুল
মেহতা
মেহতো
মেহত্র
মেহেনা
মেহেরা
মেহুন
মেইকাল
মেইকাপ
মেঘাবাই
মেঘমালা
মেহতরী
মেহাতারী
মেহন্দলে
মেহন্দর

মেহরত্রী
মৈত্র
মৈত্রী
মৈত্রেয়
মৈনান
মৈলঠা
মৈশল
মৈশাল
মৈত্র গোস্বামী
মৈত্র সরকার
মোচী
মোট
মোতী
মোদ
মোন্দা
মোদী
মোণ্ডা
মোক্তার
মোকামী
মোদক
মোদেয়া
মোমিন
মোশেল/
মোষেল
মোহন
মোহন্ত
মোহান্ত
মোহান্তি
মোহিল
মোড়ল
মোতায়েদ

মোড়ায়েদ
মোদক নাগ
মৌজে
মৌলে
মৌর্য/
মৌর্য্য
মৌলিক
মৌয়ূরীয়
মৌলিক চৌধুরী
মংগলী
য
যতি
যশ
যসু
যড়
যশভূষণ
যাগ
যাজ
যাজি
যাটি
যাশু
যাজ্ঞিক
যাজক
যাজিক
যাদব
যাধব
যাদোজি
যাচন্দার/
যাচনদার
যুই
যুগী

যোগ
যোগি/
যোগী
যোশী
যোগশর্মা
যোগেশ্বর
যৌগী
র
রঙ্গ
রঞ্জ
রঞ্জা
রত্ন
রথ
রথী
রবি
রম
রয়
রয়ী
রঞ্জক
রঞ্জিত/
রঞ্জিৎ
রজক
রণক
রণ্ডান
রক্ষিত
রঙ্গদার
রণবাক
রণরাজ
রণজিত/
রণজিৎ
রণঝম্প

রণঝাপ	রাউথ	রায় নাথ	রায় প্রধান
রবিদাস	রাউনা	রায় নন্দী	রায় বর্ধন
রজক দাস	রাউল	রায় পাত্র	রায় বর্মন/
রজক রায়	রাওল	রায়বর্ম্মা	রায় বর্ম্মন
রণধাওয়া	রাক্সে	রায় বীর	রায়বাঘিনী
রণধাবক	রাজক	রায়বেঁশে	রায় বিশ্বাস
রণসিংহ	রাজন	রায় ভট্ট	রায়বংশী
রমণ্যাদাস	রাজেন	রায় মিত্র	রায় বৈষ্ণব
রক্ষিত রায়	রাটল	রায়মুন্সী	রায় মণ্ডল
রক্ষিত চৌধুরী	রাণক	রায়শর্মা	রায় ভৌমিক
রাই	রানদে	রায়-সাহ	রায় মিটার
রাও	রাবত	রায়য়ানি	রায় মুখার্জী
রাজ	রাবল	রাউত রায়	রায়রায়ান
রাজা	রাবোঢ়	রাজপণ্ডিত	রায় লস্কর
রাঠি	রাভাল	রাজবংশী	রায়সাহেব
রাত	রাহুত	রাজারত্ম	রায় সিংহ
রাণ	রায়জি	রানুস্বরূম	রায় হাকিম
রাণা	রাইকর	রাষ্ট্রভূষণ	রায় হালিম
রাণে	রাওয়াল	রায় কয়াল	রাই দেববর্মা
রাণু	রাকসাল	রায়কায়েত	রাজাবাহাদুর
রাভা	রাজখোয়া	রায় কুমার	রাজামহাশয়
রাম	রাজোয়াড়	রায় কুণ্ডার	রাহামহাশয়
রাস্ত	রাজগুরু	রায় কোঙার	রায় কর্ম্মকার
রাহা	রাজমিস্ত্রী	রায় গোস্বামী	রায় কুঙ্গার
রাহী	রাজাদিত্য	রায় গুরিয়া	রায় খাঁ-চৌধুরী
রায়	রাজ্যপাল	রায় ঘটক	রায় খাসুনিয়া
রাঢ়ী	রানুবাদ	রায়চৌধুরী	রায়গুণাকর
রাইল	রামশর্মা	রায় ঠাকুর	রায়-গোষ্ঠপতি
রাউন	রাহা রায়	রায় নষ্কর	রায় দেবশর্মা
রাউত/	রায়কত	রায় পর্বত	রায় দস্তিদার
রাউৎ/	রায়গুপ্ত	রায় পালিত	রায় প্রামাণিক

রায়বাহাদুর
রায় বহুনীয়
রায় বাসুনিয়া
রায় বসুনীয়া
রায়মহাশয়
রায় মুখার্জি
রায়রাজ্যধর
রায় সরকার
রায় সরদার
রায় সেনগুপ্ত
রায় স্বর্ণকার
রায় সরস্বতী
রায় চাট্টারজি
রায় চট্টোপাধ্যায়
রায় চতুর্ধরীণ
রায় তালুকদার
রায় দেবশর্মণ্য.
রায় দেওয়ানজী
রায় পুরকায়স্থ
রায় বন্দ্যোপাধ্যায়
রায় মজুমদার
রায় মুকুটমণি
রায় ঘটক চৌধুরী
রিট
রিত
রিশী
রিছিল
রুই
রুখ
রুজ
রুদ্র

রুইয়া
রুইদাস
রুদ্রপাল
রুদ্রশর্মা/
রুদ্রশর্ম্মা
রুদ্র দে বিশ্বাস
রুজ
রুপানি
রে
রেজ
রেজা
রেণু
রোই
রোজা
রোজ্যা
বোক্দে
রোহিৎ
রং
রংদার
ল
লউ
লগড়
লস্কর
লয়াল
লতাবৈদ্য
লাই
লাটা
লানা
লাভ
লামা
লাল

লালা
লাহা
লাড়
লাড়ু
ল্যায়া
লাইক
লাকড়া
লাখার
লাঙ্গল
লাঙ্গলে
লাঙ্গাল
লাটুয়া
লালুয়া
লাহার
লাহির
লাহিড়ি/
লাহিড়ী
লাহোরি
লায়েক
লাখোয়াল
লাঠিয়াল
লালবেগী
লাহা মোদক
লাহনুওয়াগ
লাহিড়ী চৌধুরী
লাহিড়ী মজুমদার
লিণ্ডা
লিখিত
লিময়ে
লু
লুই

লুগুন
লুটান্দা
লুড়কী
লেই
লেঙকা
লেট
লেটা
লেদ
লেবু
লেলে
লেড়
লেয়্যা
লেইয়া
লেকড়ী
লেখক
লেঠেল
লেদারী
লেপচা
লেংকা
লোদ
লোধ
লোন্ধে
লোহ
লোহা
লৌহ
লোহার
লোনকর
ল্যাজ
ল্যাং
ল্যাংকা

শ
শঙ্কা
শঙ্খ
শক্তি
শণি/
শনি
শর্মা/
শৰ্ম্মা
শর
শল্য
শয়
শকুল
শঙ্কর
শঙ্কট
শবর
শর্মন
শরণ
শরমা
শশারু
শইকীয়া
শঙ্খনিধি
শতপঠী
শতপথী
শব্দকর
শর্মাচার্য/
শর্মাচার্য্য
শর্মাভট্ট
শৰ্ম্মারায়
শর্ম সরকার
শর্মা সরকার/
শৰ্ম্মা সরকার

শর্মণ সরকার
শা
শাই
শাঞ্জ
শাণ্ডি
শান
শানা
শানী
শান্ত
শান্তা
শান্তি
শাল
শাস্ত্রী
শাহ
শাহা
শাহী
শাকল্য
শাখারী/
শাঁখারী
শাঁখনী
শাতিক
শানজী
শাণ্ডিল্য
শাদুল
শাবুদ
শামুই
শারঙ্গী
শালুই
শাটিয়ার
শানদান
শাশমল/

শাসমল/
শাঁসমল
শাসনমল্ল
শাসমণ্ডল
শাহ বণিক
শাস্ত্রী পণ্ডিত
শাস্ত্র তর্কতীর্থ
শাহবণিক শঙ্খনিধি
শিব
শিরা
শিং
শিউলী
শিকলী
শিকারী/
শীকারী
শিপুই
শিরালি/
শিরালী
শিলক
শিহরি
শিয়াল
শিয়ালি/
শিয়ালী
শিকদার
শিখদার
শিখিপতি
শিবদাস
শিমলাই
শিমলাল
শিম্বলাল
শিরোমণি

শিয়াবলী
শিংগাদার
শী
শিট/
শীট/
শীঠ
শীত
শীল
শীল
শীলালু
শীলভদ্র
শীলশর্মা/
শীলশৰ্ম্মা
শীল উপাধ্যায়
শুই/
শুঁই
শুক্ল
শুক্লা
শুর/
শুর
শুলে
শুকুল
শুয়ালি
শুক্লবৈদ্য
শুক্লদাস
শুক্লদেবী
শুক্লবেদী
শুক্লধর
শুর রায়
শুভংকর
শুর চৌধুরী

শৃঙ্গারী
শেট/
শেঠ
শেঠি/
শেঠী
শেণ্ডে
শের
শেঠিয়া
শৈব
শৈল
শো
শোশা
শোভাকর
শৌণ্ড
শ্যাম
শ্যামল
শ্যাম রায়
শ্যাম চৌধুরী
শ্যাম রায়চৌধুরী
শ্যেন
শ্রীধর
শ্রীবাস
শ্রীভাত্র
শ্রীমল
শ্রীমানি/
শ্রীমানী
শ্রীমুলেম
শ্রীরামালু
শ্রেষ্ঠী
শ্বরী
শ্বেতা

শংকর

ষ

ষণ্ড
ষড়ঙ্গী
ষান্নিগ্রহী
ষর্নাগিরি
ষাঁড়
ষোণ্ড

স

সই
সর্ক
সক্রি
সঙ্গ
সচ
সর
সরা
সহ
সয়
সঁওয়া
সকুর
সজ্জন
সজারু
সণ্ডানি
সর্দার/
সর্দ্দার
সন্তান
সন্তেরা
সন্দেশ
সন্দার
সমন্ধ
সন্ন্যাসী

সন্ধয়া
সবজ্ঞ
সর্বজ্ঞ/
সর্ব্বজ্ঞ
সবিতা
সময়ী
সমুদ্র
সরক
সরফ
সরাফ
সরেঙ্গ
সহায়
সড়ঙ্গী
সড়েল
সয়েন
সওয়ার
সচদেব
সতপথী
সৎজন
সৎপতি
সৎপথি/
সৎপথী
সদাশ্রয়ী
সনাতন
সনাতনী
সন্‌কার
সর্নাবিগ
সর্নাবিঘ্ন
সান্নিগ্রাহী
সপ্ততীর্থ
সমন্দার

সমান্দার
সমশ্রমী
সরকার
সরখেল
সরদার
সরস্বত
সরস্বতী
সশ্যামল
সভাবাউর
সনমইন
সন্যায়মৎ
সান্ধিবিগ্রহী
সান্নিবিগ্রহী
সর্বাধিকারী/
সর্ব্বাধিকারী
সভাসুন্দর
সমরঞ্জাম
সমাজদার/
সমাজম্বার
সমাজম্বারা
সমাজপতি
সরদেশাই
সহস্রমল্ল
সত্রবিশারদ
সহসরদার
সম্মাদার চৌধুরী
সরকার চৌধুরী
সা/
সাঁ
সাঁই
সাউ

সাঞ্রী	সাউধ	সাবর্নি	সাঁওতাল
সাটী	সাউটে	সাবুই/	সাঁকরেল
সাঠে	সাউট্যা	সাঁবুই	সাজোয়ান
সাঁত	সাকুই	সাবুত	সাঁজোয়াল
সাতে	সাগর	সাবুদ	সাটিয়ার
সাঁত্রা	সাগরি	সামই	সানদার
সাথী	সাঙ্গই	সামট	সার্বভৌম/
সাদ্য	সাতরা/	সামন্ত	সার্ব্বভৌম
সাধু	সাঁতরা	সামল	সামধ্যায়
সাধ্য	সাঁতিক	সামাই	সামন্দেস
সান	সাঁথিক	সামান্য	সামরাই
সানা	সাধক	সামাট	সামশ্রমী
সান্না	সাধুখাঁ	সামাদ	সামধ্যায়ী/
সানি/	সান্‌কি	সামুই	সামাধ্যায়ী
সানী	সান্নকী	সারদা	সারস্বত
সান্ত্রা	সানঙ্গা	সারেগী	সাহা রায়
সাণ্ডে	সান্ধকী	সারেস	সায়গল
সাম	সানাই	সারোগী	সানতালিয়া
সার	সান্যাল/	সারোমী	সান্যাল শাস্ত্রী
সারে	সান্ন্যাল	সালুই	সামওয়ার
সাল	সান্তারা/	সাহস	সামন্ত-রাজ
সাহা	সাঁন্তারা	সাহাই	সামন্ত রায়
সাহে	সাণ্ডেল	সাহানা	সাহবণিক
সাহু	সাপুই/	সাহানী	সাহস মল্ল
সাঁড়	সাঁপুই	সাহাজী	সাহস রায়
সায়	সাঁপুরা	সাহুই	সাহা চৌধুরী
সাইন	সাফই	সহুট্যা	সাহা দালাল
সাইনী	সাফাই	সাইদার	সাহা পোদ্দার
সাউত	সাফুই/	সাইদেব	সাহা বণিক
সাউত্ত্যা	সাঁফুই	সাউটিয়া	সাহা ভৌমিক
সাউদ	সাবৎ	সাওজাল	সাহা মণ্ডল

সাহুবণিক
সাহুলীয়ার
সাহিত্যরত্ন
সাকরমল্লিক
সাঁতরা বর্মন
সান্ধিবিগ্রহিক
সামবদ্‌কর
সামন্ত ঠাকুর
সাহা ঠাকুরতা
সাহা গোলদার
সাহা শিকদার
সাহিত্যসম্রাট
সাহিত্যবিনোদ
সাহা রায়চৌধুরী
সাহিত্যসরস্বতী
সিক
সিঙ্গি
সিট
সিত
সিন্দা
সিদ্ধা
সিদ্যা
সিনা
সিন্দে
সিন্ধা
সিব
সিহি
সিং
সিতর
সিদাই
সিন্দোর

সিদ্ধল
সিদ্ধান্ত
সিন্‌হা
সিপাই
সিসিঙ্গি
সিংগী
সিংহ
সিংহী
সিকদার
সিদ্ধেশ্বর
সিমলাই
সিমলানি
সিয়ারিক
সিংটল
সিংটোল
সিংবাবু
সিংমুণ্ডা
সিংলায়া
সিংহলী
সিদ্ধান্তরত্ন
সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
সিনহা বর্মা
সিনহা রায়
সিলুপাধ্যায়
সিং নিয়োগী
সিং যাদব
সিংহ দেব
সিংহ বাবু
সিংহ রায়
সিংহ শর্মা
সিনহা চৌধুরী

সিংহ ঘটক
সিংহ চৌধুরী
সিংহ ঠাকুর
সিংহ নাহার
সিংহ নিয়োগী
সিংহ ভাদুড়ী
সিংহ ভৌমিক
সিংহ হিকিম
সিং সরদার
সিদ্ধান্তবাগীশ
সিদ্ধান্ত-সাগর
সিনহা মহাপাত্র
সিংহ বাহাদুর
সিংহ মহাপাত্র
সিংহ সরকার
সিংহ হালদার
সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
সিদ্ধান্তবিশারদ
সিংহ তালুকদার
সিংহ বড়ঠাকুর
সিংহ মজুমদার
সিংহ রায়চৌধুরী
সিংহ শর্মা-বাহাদুর
সিদ্ধান্ততর্ক-ন্যায়পঞ্চানন
সী
সীট
সীলকর্ম্মি
সু
সুই
সুত
সুব্যা

সুর
সুরী/
সুরী/
সুড়ী
সুকুল
সুতার
সুনন্দ
সুন্দর
সুমন্দ
সুমন্ত
সুরাই
সুরাল
সুরুল
সুরিনা
সুশীল
সুত্রধর/
সূত্রধর
সুদর্শন
সুনকুল
সুপকার
সুবাদার
সুব্বারাও
সুমকুল
সুমণ্ডল
সুরবনি
সুররায়
সুরারকা
সুবসামান্যম
সুব্রামানিয়াম
সুর রায়চৌধুরী
সেন

সেনা
সেনী
সেশিব
সেকরা
সেতুয়া
সেরক
সেহারা
সেওয়ালা
সেনগুপ্ত
সেনজিৎ
সেনদাস
সেনভক্ত
সেনাপৎ
সেনাপতি
সেনবর্ম্মা
সেন রায়
সেন শর্মা
সেন শাস্ত্রী
সেরুয়ান
সেন ইশোর
সেন চৌধুরী
সেনবরাক
সেনবর্মন
সেন হাজরা
সেনানায়ক
সেরেস্তাদার
সেহানবীশ
সেটতলওয়ার
সেন গঙ্গোপাধ্যায়
সেন মজুমদার
সৈনিক

সোঁ
সোনা
সোম
সোয়াই
সোঁদার
সোনার
সোরেন
সোলাংকী
সোমদ্দার
সোমবৈদ্য
সোম চৌধুরী
সোম বর্ম্মন
সোহানবীশ
সোতাপাগধরা
সোম সরকার
সৌমিত্র
সৌরসী
সৌমণ্ডল
সৌতিরকার
স্যাকরা
স্যানিয়েল
স্বর
স্বরণ
স্বর্ণকর
স্বর্ণকার
স্বর্ণমৎ
স্বামী
স্বার
স্মর
স্মার্ত্তবাচস্পতি
স্মৃতিতীর্থ

স্মৃতিভূষণ
স্মৃতিজ্যোতিরত্ন
স্কার
স্থানপতি
স্থির
স্থী
স্পর্শান
স্পর্শমণি
সংমা
সংখলা
সংগ্রাম
সংপাংপে
সাংমা
সাংখ্যতীর্থ
সাংখ্য-শাস্ত্রী

হ

হস্তা
হর্ম
হর/
হড়
হরো
হরি
হর্ষ
হস্তী
হকার
হলারী
হরকরা
হরবাগ
হরবাস
হলধর
হরিঘোষ

হরিজন
হরিতাল
হরিদাশ
হস্তীশরে
হর চৌধুরী/
হড় চৌধুরী
হাই
হাজং
হাটা
হাটি
হাঁডা
হাতি/
হাতী
হাণ্ডে
হাম্সি
হার/
হাড়/
হাঁড়
হালি
হাঁস
হাসি
হাড়ি/
হাঁড়ি/
হাড়ী
হাইত/
হাঁইত/
হাইং
হাইতি
হাউই
হাউনি
হাউলী

হাকিম
হাচড়
হাটই
হাটুই
হাটুয়া
হাজরা
হাজারি/
হাজারী
হাতুই
হাদর
হাঁদাল
হাদুয়া
হান্দোল
হানিস
হাণ্ডোল
হাবলী
হাবড়
হাবাড়
হারড়
হামটা
হাম্বির
হালসা
হালুই
হালোই
হাসাতি
হাঁসদা
হাজারিকা
হাদভেদ

হালদার
হালমদা
হালুয়াই
হালুয়ারী
হাওলদার
হাওলাদার
হাজরা দাশ
হাজরা শর্ম্মা
হালদুনিয়া
হালুইকর
হালুইদার
হাজরা চৌধুরী
হাজরা মুখার্জী
হাওলাদার ঠাকুর
হিরণ্য
হিন্দুমান
হিমাংশু
হীরা
হীরদে
হুই
হুন
হুণ্ডে
হুংই
হুইক
হুতর
হুদুক
হুদুৎ

হুড়াতি
হুতাইত/
হু'তাইত/
হুতাইৎ
হুদাইত
হুকুমদার
হুই মজুমদার
হেম
হেমা
হেলে
হেশ/
হেঁস
হেলেন
হেবরম
হেমব্রম
হেমব্রোস
হেলোকাটা
হেলেকাটা
হেদুলকর
হোজ
হোতা
হোম
হোর/
হোড়
হোকার
হোম্দল
হোম রায়

হোসদার
হোড় রায়
হোম চৌধুরী
হোড় চৌধুরী
হ্যাস
হ্যাণ্ডলে
হ্যারঞ্জ
হ্রদয়ইঞ্জিনিয়ার
হংস
হংসী
ক্ষ
ক্ষমা
ক্ষত্রপ
ক্ষাত্রি
ক্ষাণ
ক্ষীরহরি
ক্ষীরসাগর
ক্ষুরি/
ক্ষুরী
ক্ষেত্রী
ক্ষেণ
ক্ষেম
ক্ষেমা
ক্ষেত্রপাল
ক্ষেত্রকায়স্থ
ক্ষোণ
ক্ষৌরকার

গ—বিভাগ

সংকলনে উল্লেখিত জাতিগুলির মধ্যে ব্যবহৃত পদবীসমূহ

(ক) বাঙ্গালাদেশ ছাড়াও অন্ধ্র, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু, দিল্লী, নেপাল, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানায়—ব্রাহ্মণ, যাদব ; অন্ধ্র, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, তামিলনাড়ু, দিল্লী, বিহার, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মহীশূরে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানায়—সভাসুন্দর ; আসাম, উড়িষ্যা, বিহারে—পাটনী, মাহিষ্য ; উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বিহার, মহারাষ্ট্র, সাঁওতাল-পরগণা, সিংহভূমে—কুম্ভকার ; উড়িষ্যা, বিহারে—বৈশ্য তেলি ; উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কনৌজ, কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে—ব্রাহ্মণ ; বিহারে—কর্ম্মকার, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক ; অন্ধ্র, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লী, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশে—যোগী/রুদ্রজব্রাহ্মণ আর ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ব্যবহৃত পদবীসমূহ পরিবেশিত হয়েছে।

(খ) একই সম্প্রদায়ের নাম গোপ ও যাদব হলেও সংগ্রহের মৌলিকতা বজায় রাখতে পৃথকভাবেই দুটি নাম দেখানো হল।

উগ্রক্ষত্রিয়

	গরাণ্ডি	দাশ	বাটী
আইচ	গুণ	দিকপতি	বারুই
আগুরি/	গুপ্ত	দে	বুট
আগোরি	গুহ	ধারা	বোস
আগুলিয়া	গোঁ	নন্দী	ভুঁই
কর	ঘোষ	নাগ	মল্ল
কাজি	চন্দ্র	নায়েক	মণ্ডল
কার্ফা	চাঁই	পই	মল্লিক
কুণ্ডু	চৌধুরী	পাঁব	মজুমদার
কুঁড়	জানা	পাঁজা	মাজী
কুমার	জুই	পাল	মাল
কেশ	তা	পালিত	মাকড়
কোঁঙার	দত্ত	বাঁগ	মাঝলে
কোনার	দলুই	বন্ধু	মাতাপ
খাঁ	দাঁ	বসু	মুন্সী
গণ	দানা	বাগ	যশ

রক্ষিত
রায়
রাউৎ
রায়জি
রায়চৌধুরী
রায় পালিত
রুদ্র
রেজ
রেজা
শ্বেতা
সই
সর
সরকার
সা
সাঁই
সাউ
সাম
সাতরা
সামন্ত
সামুই
সাহানা
সাহানী
সিকদার
সুত
সেন
সোম
হর
হাটি
হাজরা
হাজারী
হাজরা চৌধুরী
হুই

ওরাঁও

এক্কা
ওরাঁও
কাচুয়া
কিণ্ডো
কিসপোট্টা
কুজুর
কেরকেটা
কোড়া
কোয়া
খাঁখাঁ
খালখো
খেস
গিধ
টপ্পো
টিগ্গা
টীরকী
তিরকী
বাণ্ডা
বারা
বাখলা
বারওয়া
বেক
মণ্ডল
মিন্‌জ
রাউনা
লাকড়া
লিণ্ডা
সরদার

কলু

গরাই

করণ

গায়েন
জানা
দাস
দাস চৌধুরী
দাস বেবর্ত্তা
দাস মহাপাত্র
পড়ুয়া
পট্টনায়েক
প্রধান
বক্সী
বারিক
বায়েন
বেজ
বেরা
বেবর্ত্তা
মহাপাত্র
মোহান্তি
রাউত
রাউত রায়
রায়চৌধুরী

করেঙ্গা

গুছাইৎ
ঘোড়ুই
জানা
দাস
ধাড়া
পাণ্ডত
পড়িয়া
পাত্র
প্রামাণিক
বকসী
বাগ
বিশাল
বেরা/
বেড়া
ভুঁয়া
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মাঝি
মান্না
মালী
মাইতি
সাউ
সান্না
সানী
সাঁতরা
সেনাপতি
হাতি

কর্ম্মকার

অরি
অস্ত্রী
অণ্টালী
অধিকারী
আশ
আইচ
আচার্য্য
আদক
আদিয়া

কর্ম্মকার

আদিত্য
ইন্দ্র
উরিন্দা
ওঝা
কর
করুণা
কবিরাজ
কর্ম্মকার
কালী
কাইতি
কামাল
কামিল্যা
কালোল
কাশ্যালী
কাঁসারী
কাওয়াল
কাঞ্জিলাল
কিরীটি
কুণ্ডু
কুলভী
কুচলান
কুচল্যায়ন
কেশরী
খণ্ডিকার
খাঁ
খান
গাইন
গোঁড়
গৌতম
ঘোষ
ঘোষাল

চন্দ
চন্দ্র
চৌধুরী
চংদার
জগদগুরু
জোয়ারদার
জ্ঞানাঙ্ক
ঠাকুর
তালুকদার
তেওয়ারী
ত্রিবেদী
দত্ত
দাশ/
দাস
দানিয়া
দালাল
দাশ দেব/
দাস দেব
দাস কর্মকার
দিক্ষীৎ
দে
দেব
দেয়
দেবজা
দেবশর্ম্মা
দে কর্ম্মকার
দেব বর্মন
দেবশর্মন
দেয় কর্ম্মকার
ধর
ধীমান

ধীসখ
নন্দী
নাগ
নাথ
নিয়োগী
পণ্ডিত
পাল
পাত্র
পাইন
পাণ্ডব
পালাল
পালিত
পাত্র কর্ম্মকার
পাঠাকাটা-কর্ম্মকার
পেপুয়া
পোদ্দার
ফল
বক্সী
বসু
বর্দ্ধন
বর্মন
বসাক
বসুনা
বলাইত
বসু কর্মকার
বাগ
বাসব
বায়েন
বানাইত
বিশ্বাস
বিশ্বকর্ম্মা

বৈরাগী
ব্রহ্ম
ভঞ্জ
ভদ্র
ভার্গব
ভারতী
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মজুমদার
মাজি
মাঝি
মাইতি
মাথুর
মিশ্র
মিস্ত্রী
মিত্র
মুন্সি
মুস্তফী
মুস্তাফি
মুৎসদ্দি
মেহতরী
মেহাতারী
মৌলিক
যশভূষণ
রক্ষিত
রাণা
রাহা
রায়
রাউত
রায়চৌধুরী

রায় বর্মন
রায় কর্ম্মকার
রায় দেবশর্ম্মা
রুদ্র
লাহা
শর্ম্মা
শিকদার/
সিকদার
শূর/
সূর
শেঠ
শ্রীধর
স্মর
সমাদ্দার
সরকার
সাধু
সাল
সাহা
সান্যাল
সাপুই
সামন্ত
সালুই
সিনহা
সিনহা রায়
সেন
সোম
সৌমিত্র
সিংহ
সিংহ রায়
হাজরা
হাজারী
হালদার
হিরণ্য
হিমাংশু

কান্দ্রা

ঘোড়াই
জানা
দোলই
পাত্র
মালী
মোদক
ভুঞা

কামী

কামী
বিশ্বকর্ম্মা
লোহার

কাশ্যপ কাওরা

কলা
কয়াল
কাহার
কায়পুত্র
খা/
খাঁ
খামারু
গায়েন
ঘরামী
ঘোষ
জালানী
দাস
দাসগুপ্ত
দে
নস্কর
নাইয়া
পণ্ডিত
পাত্র
পাইক
পৈলান
বিশ্বাস
বৈদ্য
বৈরাগী
ভুঁড়ে
মণ্ডল
মল্লিক
মাঝি
মাল
মালী
মিস্ত্রী
রায়
শিকারী
সর্দ্দার
সরকার
সরদার
হাতি
হাজারী
হালদার

কায়স্থ

অঞ্জ
অপ
অখোড়ী
অজিংক
অর্ণব
অঙ্কুর
অক্রুর
অপমন
আঢ্য
আশ/
আষ
আইচ
আইন
আচার
আদিত্য
আশক
আনন্দকর
আয়কত
ইন্দ্র
উকিল
উপসান
উলকন্দ
ঋতি
এষ
ওধ
ওম
ওষ
কর্ণ
কণ্ঠ
কর
কবচ
কবচী
করণ
কররায়
কান্বা
কাগজী
কারড়
কারকুয়ন

কিষ্ব
কীর্ত্তি
কীর্ত্তিকর
কুণ্ডু
কূপ
কুঃকুটি
কোঠারে
খঞ্জ
খাঁ
খান
খাম
খামারু
খাসকিল
খাস্তগীর
খিল
খেম
খেস
গণ
গণ্ড
গণ্ডক
গুই
গুণ
গুণ্ড
গুপ্ত
গুহ
গুড়
গুহরায়
গুহ বর্ম্মন
গুহ ঠাকুরতা
গুহ খাসনবিস
গোহ
গোস্বামী
গোরক্ষকর
ঘর
ঘটক
ঘোষ
ঘোষ মৌলিক
ঘোষ বর্ম্মন
ঘোষ হাজরা
ঘোষ দস্তিদার
ঘোষ মজুমদার
চন্দ
চন্দ্র
চাঁই
চাঞী
চাকি/
চাকী
চাপ
চিত্র
চৌধুরী
চৌবল
জয়াকর
ঠাকুর
ডিহিদার
ঢোল
তপাদার
তলপড়ে
তরফদার
তারণ
তালুকদার
তিবেকর
তেজ
তেওয়ারী
তোষ
তোষক
ত্রিবেদী
ত্রিলোককর
থাপা
দণ্ড
দণ্ডী
দত্ত
দত্তজ
দত্ত খাঁ
দবন
দত্তমুন্সী
দত্তরায়
দস্তিদার
দত্ত চৌধুরী
দত্ত বর্ম্মন
দত্ত মজুমদার
দাঁ
দানা
দাম
দাশ/
দাস
দাহা
দাড়িক
দাহক
দাশরথী
দাশ চৌধুরী
দাসমুন্সি
দাসরায়
দাস ঠাকুর
দাস মজুমদার
দুত
দে
দেব
দে ধাড়া
দেশাই
দেউপাত্র
দেববর্ম্মা
দেবরায়
দে নিয়োগী
দেব চৌধুরী
দেব বর্ম্মন
দেব বিশ্বাস
দে সরকার
দে মজুমদার
দেববাহাদুর
দেব সরকার
দেব মজুমদার
দেব রায়মহাশয়
দো
দোয়ারী
ধনু
ধর
ধরনী
ধারাধর
ধুরন্ধর
ধৈর্য্যবান
ধুর
নন্দ
নন্দী
নন্দন

নাগ
নাথ
নাদ
নাহা
নাদক
নায়ক
নাগ চাকি
নিধি
পই
পঙ্গুল
পণ্ডিত
পত্তেরাও
পট্টনায়ক
পাণি
পাল
পাঁড়ে
পাটনে
পালিত
পিল
পিলাণ্ডত
পুঞে
পুরকাইত
'পুরকায়েত
পুরকায়স্থ
পৈ
পোদ
পোল
প্রধান
প্রভাকর
বই
বক্সি

বন্দু
বন্ধু
বর্ম্মা
বর
বল
বসু
বখার
বর্দ্ধন/
বর্ধন
বন্ধুক
বন্ধুর
বরাট
বসুজ
বজকর
বর্ম্মাঘোষ
বসুমণি
বসুরায়
বসু চৌধুরী
বসু বর্ম্মন
বসু মল্লিক
বসু হাজরা
বসু সর্ব্বাধিকারী
বর্ম্ম দেববাহাদুর
বাগ
বান
বাবু
বাঘল
বাহাদুর
বিদ
বিন্দ
বিন্দু

বিষ্ণু
বিদিত
বিবাদ
বিশ্বাস
বিজয়কর
বিশ্বাসখাস
বিষ্ণু চৌধুরী
বেদ
বেশ
বেবর্ত্তা
বেলকর
বেবর্ত্তা-পট্টনায়ক
বৈদ্য
বোই
বোস
বেংদ্রে
ব্যবহারকর
ব্রহ্ম
ব্রহ্মা
ব্রহ্মাণ্ডকর
ভজ
ভঞ্জ
ভদ্র
ভদ্ররায়
ভিস্
ভুই
ভুত
ভুতি
ভুমিক
ভদ্র চৌধুরী
ভোঁস

ভৌমিক
মন
মণ্ডল
মল্লিক
মহাশয়
মহাবাহু
মজুমদার
মল্লিক বসু
মহাক্ষত্রপ
মান
মাহান্তি
মাহুত
মানকর
মানারীতি
মিত্র
মিশ্র
মিত্রজ
মিত্রবর্ম্মা
মিত্র ঠাকুর
মিত্র বর্ম্মন
মিত্র মজুমদার
মুক
মুন্সী
মুহুরী
মোহিল
মোস্তফি
যশ
রঙ্গ
রয়ী
রক্ষিত
রণজিৎ

রাও
রাজ
রাণ
রাণা
রাণে
রাহা
রায়
রাঙ্ক
রাহুত
রাজাদিত্য
রায় মিত্র
রায়মুন্সী
রায়চৌধুরী
রায় ঠাকুর
রায় বর্ধন
রায় বর্ম্মন
রাজামহাশয়
রায়মহাশয়
রুদ্র
লবলকর
লাভ
লালা
লিখিত
লোদ
লোধ
শক্তি
শর্ম্মা
শর
শর্ম সরকার
শাঞি
শাই
শান
শিলক
শিকদার
শীল
শুই
শুর/
শূর/
সুর
শ্যাম
সঙ্গ
সচ
সরকার
সমাজদার
সর্ব্বাধিকারী
সাঞী
সাধ্য
সানা
সাম
সাহুলীয়ার
সিনহা চৌধুরী
সুমনু
সেন
সেনজিৎ
সেন হাজরা
সোম
সোম বর্ম্মন
সিং
সিংহ
সিংহ রায়
সিংহ চৌধুরী
সিংহ ঘটক
সিংহ রায়চৌধুরী
স্বর
স্বার
স্বর্ণমৎ
হরিঘোষ
হাতী
হাড়
হুই
হেম
হেশ
হোম
হোড়
হোম রায়
হোম চৌধুরী
ক্ষমা
ক্ষত্রপ
ক্ষান
ক্ষেণ
ক্ষেম
ক্ষোণ

কাকমারা

দাশ

কানোয়ার

কানোয়ার
সুরী

কুর্মিক্ষত্রিয়

চৌধুরী
দেশাই
দেশমুখ
পরামাণিক
প্রধান
প্যাটেল
বর্মা
মণ্ডল
মরার
মহতো
মহন্ত
মহান্ত
মহারায়
মাহতো
মাহাত
মাহাতো
মুখ্য
মেহতা
মেহতো
রাও
রায়
রাউত
সরকার
সরদেশাই
সিং
সিংহ
সিংহ রায়

কুম্ভকার

অস্মইত
উর্লেকর
কণ্ডী
কথলমলেত
কাপড়
কাশ্যপ
কুনকাল
কুম্ভকার

কুমার মাহাতো
খরুয়া
খেরি
গরহতিয়া
গাইম
চরগুলে
চান
চৌধিয়ান
জদগলে
জেরুহেত
জোরবেকর
তুমলি
তুমলিয়া
থরইৎ
দাস
দিবতে
দেউরী
দেবগ্রাসে
নতন্য
নাগ
পরিহর
পড়ারিত
পরামাণিক
পচ্‌মইত
পাল
পাঁজিয়ার
ফকীরৎ
বর্ণি
বার
বাগুলে
বারিক

বাগচোরে
বাগমারে
বিশ্বাস
বুন্ধিবান
বেরা
বেহারা
বৈদ
ভকত
মধুস্ত
মণ্ডপ
মরর
মরিক
মহাথা
মহের
মহাত্মন
মাঝি
মালি
মাহতো
মাহেশ্বর
মুখ
মেতর
মেহত্র
মেহুন
যাধব
রাণা
রাউত
রাবোঢ়
রাণুবাদ
রুদ্রপাল
লোনকর
শীকারী

সন্‌মইন
সামবদ্‌কর
সিন্দে
সিসিঙ্গি
সুরবনি
সেনাপৎ
সিংহ
হাতি

কেওট

মাঝি

কোড়া

মোদী
সিং

কোটাল

ঘোষ
দাস
পণ্ডিত
প্রধান
মল্লিক
মালিক

কোনাই

কোনাই
দাস
মণ্ডল

কৈবর্ত্ত

আড়ি
ওঝা
কর
করণ
কড়ুই
কবিরাজ
কাউ
কাঞ্জি
কাণ্ডার
কারক
কুণ্ডু
কুইতি
কুইলা
কুইলী
কুলপী
কুমর
কোটাল
খিলারী/
খিলাড়ী
খেটো
গল
গরাই/
গড়াই
গাড়ু
গায়েন
গিরি/
গিড়ি
গুপ্ত
গুড়ে
গুনিন
গুলদার
চৌধুরী
জানা
জাল
জালি
জোয়াদ্দার
ডেংড়ে

ঢাক
ঢাকী
ঢাল
তরফদার
তালুকদার
দণ্ডপাট
দাশ/
দাস
দুয়ারী
দে
দেঁড়ে
দেশমুখ
দোলই
ধর
ধাড়া
নাগ
নায়েক
পণ্ডিত/
পণ্ডিৎ
পড়িয়া
পট্টনায়েক
পাল
পাঞ্জালী
পাখিরা
পোদ্দার
প্রধান
প্রামাণিক
বর্মন
বড়াল
বাগ
বাঁকুড়া

বাগচী
বারিক
বাড়ই
বিবাড়
বিল্লাস
বিশ্বাস
বিষয়ী
বিষাই
বেরা
ভঞ্জ
ভক্তা
ভাদুড়ী
ভালক
ভাল্লুক
ভুঞা
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মাজী
মাঝি
মাট্যা
মান্না
মাইতি
মাকড়
মাসাণ্ড
মিদ্যা
মুলো
মুড়া
মুধা
মৈত্র
রাণা

রায়
রাউল
রাটল
রোজা
ল্যায়া
শাসমল
সরকার
সানা
সানকি
সামন্ত
সামাই
সিকদার
সেন
সিংহ
হাতী
হাইৎ
হাজরা
হালদার

কংসবণিক

কুণ্ডু
কুড়
কংসবণিক
গুই
চা
দত্ত
দাঁ
দাস
দে
নন্দী
নন্দন
পাল
প্রামানি
প্রামাণিক
সাহা

খটিক

খটিক
চৌধুরী
সন্‌কার
সাউ

খারিয়া

ইনডোয়ার
কিরো
কুল্লু
কের্‌কেটা
টেটো
ডুংডুং
ধানওয়ার
বা
বাঘওয়ার
মণ্ডল
সরেঙ্গ
সরদার

গন্ড

গোঁড়
প্রসাদ
রাম
লাল
সাহু

গন্রি

চৌধুরী
দাস
প্রামাণিক

বিশ্বাস
মণ্ডল
রায়
সরকার
সাহা
হাজরা

গন্ধবণিক

কর
কুণ্ডু
খাঁ
ঘর
ঘাটি
চন্দ
চন্দ্র
ঢ্যাং
দত্ত
দা
দাস
দে
ধর
ধার
নন্দন
নাগ
পাল
পাইন
পোদ্দার
প্রামাণিক
বণিক
বিদ
বিষ্ণু
বেজ
ভদ্র
ভোল
মল্লিক
মাঝি
মাহিন্দর
রম
রুদ্র
লাহা
সা
সাঁই
সাধু
সাহা
সাহুবণিক
সেন
সিংহ
হাটি
হালদার

গারো

দারিং
মারাক
মোমিন
রায়
রিছিল
লস্কর
শিরা
সাংমা

গোপ

আউলি
কাপড়ী
ঘোষ
ঘোরৈলা
চাণক
চোমর
চৌধুরী
জানা
ঢালি
তালকাটা
পঁড়া
পরামাণিক
পালই
পাঞ্জিয়ারা
বারিক
ব্যাশালি
ভাঁড়ারি
ভোগত
মণ্ডল
মণ্ডুর
মহতো
মাঝি
মাভৈ
মাটালি
মারিক
মিরাহা
রাস্ত
রায়
রাউত
লগড়
লাঙ্গল
লাঙ্গলে
লাঙ্গাল
লুড়কী
সঁওয়া
সিং

ঘাসি

নায়েক

চাকমা

দেওয়ান
রাজা
রায়

চামার

কড়ি
চামার
দাস
প্রসাদ
ভুইয়া
রাম
রবিদাস

ডোম

আড়ি
ওঝা
কর
কপাট
কবিরাজ
কাটারী
কুণ্ডু
কুইলা
কুড়াই
খরসান
গঙ্গাপুত্র
গিরি
গুছাইৎ

গোরৈত
ঘড়া
ঘাঁটা
ঘাঁটি
ঘোড়ই
ঘোড়ুই
জানা
ডোম
দাশ/
দাস
দাসপাকড়ে
ধক্
ধারা/
ধাড়া
নায়ক
পণ্ডিত/
পণ্ডিৎ
পরিখা
পরীক্ষিৎ
পাত্র
পাকড়ে
পাখীরা
পোড়েল
প্রধান
প্রামাণিক
বরাশ
বাগ
বাজ
বাউটি
বাউরি
বারিক
বিজুলী
বিষই
বিসুই
বিশ্বাস
ভক্তা
ভুঞা
মঞ্চান
মণ্ডল
মল্লিক
মরার
মহিষ
মাঝি
মানা
মালী
মাইতি
মানিক
মালিক
মাষাণ্ড
মিদ্যা
মেটে
রাণা
সরদার
সাউ
সাঁতরা
সামাট
সেনাপতি
সুর
সিং
সিংহ
হাতী
হাজরা

টোটো

টোটো

তন্তুবায়

আশ
আওন
আকুলি
কর
করতন্তুবায়
কুণ্ডু
খাঁ
খাঁ চৌধুরী
গায়েন
গুই
গুড়ে
চন্দ
চিনে
চুনুরি
চৌধুরী
ছাগাঁব
জানা
তন্তুবায়
তোষ
দত্ত
দাশ/
দাস
দালাল
দে
দেবনাথ
দুগরী
ধাড়া
ন
নন্দী
নান
পাঞ্জা
পাল
পোহিত
প্রামাণিক
বঙ্গ
বরাশ
বসাক
বারিক
বাচনদার
বিট
বিষয়ী
বীর
বৌ
ভদ্র
ভড়
ভারতী
মণ্ডল
মরাও
মল্লিক
মহাতো
মাঝি
মান্না
মারিক
মিল
মুখিম
মুচ্ছুন্দি
মেঘ
মেষ
মোষেল

যাচনদার
রক্ষিত
রাণা
রায়
রাঢ়ী
রাউল
রুদ্র
লাহা
লদু
শা
শাটিয়ার/
সাটিয়ার
শীল
শেঠ
সর্দ্দার
সরকার
সাধু
সাহা
সামন্ত
সু
সুই
সুরাই
সেন
হান্সি
হালদার
হংস
হংসী
হ্যাস

তন্তুবণিক

দত্ত
বসাক
বাবু
মল্লিক
শেঠ
শেঠি
হালদার

তাম্বুলিবণিক

আশ
এন্দ
কচ
কর
কুণ্ডু
কেন্দ
কোঁচ
খাঁ
খাগ
খিলিওয়ালা
খুর
গণ
গুঁই
চন্দ্র
চার
চেল
চৈল
চৌধুরী
জানা
দত্ত
দরিপা
দত্ত মুদী
দাঁ
দাস
দে
দেববাহাদুর
ধল
নন্দী
নন্দন
নাগ
নাদ
নায়ক
নাগবংশী
পরমঘোষ
পাদ
পান্তি
পাল
পালচৌধুরী
পিরি
পৈটি
বর্ধন
বাখানি
বিট
বেল
ভকত
ভুঁই
মণ্ডল
মল্লিক
মহাধনী
মান
মাল
মুগুর
মৌলিক
রক্ষিত
রুদ্র
লাহা
শীল
শো
সরকার
সার
সেন
সোম
সিং
সিংহ
সিংহ হালদার
স্কার
হালদার

তিলি

আটা
কাটারি
কানুই
কারক
কুণ্ডু
কুণ্ডু চৌধুরী
কোটাল
কোলেমান
খাঁ
খান
খাটাউ
খাটুয়া
গায়েন
গিরি
গোলদার
চিনে
চিন্যা
চৌধুরী
টাট

ঢ্যাং
তফাদার
তালুকদার

তিলি

দাস
দালাল
দে
দেবী
দেবাংশী
দে চৌধুরী
ধাড়া
নন্দী
নাথ
নায়ক
নায়েক
পণ্ডিত
পরিহার
পরামাণিক
পট্টনায়ক
পান্তী
পাল
পাত্র
পাতর
পালচৌধুরী
পোদ্দার
প্রধান
প্রামাণিক
ফৌজদার
বঙ্গ
বল
বণিক
বারিক
বিশ্বাস
বেরা
বেতাল
বৈষ্ণব
ভক্ত
ভবানী
ভাণ্ডারী
ভৌমিক
মঠ
মণি
মণ্ডল
মল্লিক
মশাট
মহিষ
মহাপাত্র
মহারাজ
মজুমদার
মাজি
মাঝি
মান্না
মানী
মাল
মাইতি
মুদি
মোদী
রাণা
রায়
রায়চৌধুরী
শিট
শিকদার
শেঠ
শ্রীমানী
সরকার
সাউ
সাধু
সাহা
সাহু
সাধুখাঁ
সামন্ত
হালদার

তিওর

আদক
কুলে
কুমীর
ঘড়ুই
ঘুঘু
ঘোড়ুই
চৌধুরী
দাস
ধাড়া
পাঁজা
পাত্র
প্রামাণিক
বর
বর্মন
বাগ
বাছাড়
বোধক
ভুঁইয়া
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মাখাল
মালিক
মিস্ত্রি
মোদক
রং
রায়
সরকার
সরদার
সিং
হাতী
হাজরা
হালদার

তুরী

তুরী
দাস
রায়
মল্লিক

দোসাধ

চৌধুরী
পাশোয়ান
প্রসাদ
বাহেলিয়া
মাঝি
রাণা
রাম
রায়
সিংহ

নট

নট্ট
নন্দী

ভক্ত
সানদার

নমঃশূদ্র

অধিকারী
আদ্য
আইচ
আচারী
আদক
আমীন
আরিন্দা
আসামী
আচারিয়া
আছারিয়া
আগুয়ান
আলাদার
উরা
এতবর
এদবর
ওঝা
কটা
কর
কল
কলা
কপটী
করণ
করাতি/
করাতী
কলেরা
কহিয়া
কড়োই
কয়াল
কবিরাজ
কর্মকার
কয়ালদার
কান্ডা
কাইয়া
কাছমা
কান্ডার
কাপালী
কামলে
কাঁড়ার
কাঁড়াল
কাঞ্জিলাল
কাঠালিয়া
কাপুড়িয়া
কালসার
কীর্ত্তনিয়া
কীর্ত্তনীয়া
কুন্ডু
কুলু
কুঙর
কুইটা
কুইলা
কুঁওর
কোলে
কোঙার
কোদাল
কোম্পানী
কৈঠা
খরাতী
খাঁ
খান
খাঁড়া
খাস্তা
খামাড়ু
খালোই
খারোইল
খুটি
গঙ্গ
গজার
গজাল
গয়ালী
গণপতি
গাছি
গাজী
গাইন
গাঙ্গুলী
গাঠিয়া
গায়ান
গায়েন
গিরি
গুদা
গুণ
গুপ্ত
গুহ
গুইল
গুড়িয়া
গোঁড়া
গোমস্তা
গোঁসাই
গোস্বামী
গোয়ালা
গোলদার
ঘড়া
ঘটক
ঘরামি/
ঘরামী
ঘাঁটা
ঘাঁটি
ঘোষ
ঘোষাল
ঘোষ গোস্বামী
ঘোষ বিশ্বাস
ঘোষ মজুমদার
ঘোড়ুই
চন্দ
চন্দ্র
চড়া
চকদার
চক্রবর্ত্তী
চাকী
চাঁদ
চাট্টারজি
চিল
চিন্তাপাত্র
চেগা
চেদরা
চৌধুরী
চৌকিদার
চৌধুরী ঠাকুর
চং
চংদার
ছোয়াল
জয়ধর

জানা
জাগুলী
জালিয়া
জালুয়া
জাউলিয়া
জাগুলিয়া
জায়দার
জেলে
জোয়ারদার
টঙ্গি
টাক
টাকা
টাকী
টিকাদার/
টীকাদার
টেপা
টেংরা
ঠাকুর
ঠাকুরতা
ডাল
ডালি
ডাউক
ডাকুয়া
ডুবুরী
ডেউয়া
ঢঙ্গি/
ঢংগী
ঢাকী
ঢালী
ঢুলী
তপাদার
তরফদার
তলকদার
তলাপাত্র
তারণ
তালুকদার
থলপহরি
থাকদার
থৈ
দত্ত
দর্জ্জি
দর্প
দণ্ডপাঠ
দফাদার
দাশ/
দাস
দাড়িয়া
দাস চৌধুরী
দিণ্ডা
দুয়ারী
দে
দেব
দেওয়ান
দৈত্য
ধর
ধারা/
ধাড়া
ধ্যাতা
ধারিয়া
ধুলটিয়া
নস্কর
নমঃ
নমঃদাস
নমঃব্রহ্ম
নমঃশর্ম্মা
নমঃশূদ্র
নাগ
নাথ
নাটুয়া
নিয়োগী
নেয়ে
পড়্যা
পড়েল
পণ্ডিত
পবিত্র
পসারী
পাক
পাজা/
পাঁজা
পাণ্ডে
পাল
পাড়
পাড়ে
পাড়ে
পাত্র
পাইক
পাইন
পাখিয়া
পাগোল
প্যাটারী
পাটালি
পাঠক
পালিত
পাহাড়
পাটোয়ারী
পালচৌধুরী
পিরুদম
পিয়াইজ্‌জা
পুইটা
পুইস্তা
পুরকায়স্থ
পেচা
পেদা
পেস্তা
পোনা
পোদ্দার
প্রধান
প্রামাণিক
ফকির
ফলিয়া
ফড়িয়া
ফৌজদার
বন্দি
বর
বল
বসু
বকশী
বণিক
বল্লভ
বলাই
বসাক
বড়াল
বয়াড়
বরকন্দাজ/

বরকনদাজ
বসু মজুমদার
বাগ
বাঘ
বাঁজ
বাধা
বানা
বাবু
বালা
বাড়ে
বাইন
বাউরী
বাউলী
বাকচি/
বাকচী
বাকটি
বাগচী
বাগজা
বাগানী
বাছার/
বাছাড়
বানিয়া
বারুই
বারুরী
বাড়ই
বাড়রী
বাড়ুজ্যে
বায়ান
বাওয়ালী
বাগওঝ
বাধালিয়া

বারোয়ারী
বালাঠাকুর
বিশুই
বিশ্বাস
বিশ্বাস রায় (সরকার)
বেরা
ব্যানার্জি
বেপারী
বেলাকি
ব্যাপারী
বৈদ্য
বৈষ্ণব
বৈরাগী
বোস
ব্রহ্ম
ব্রহ্মচারী
ব্রহ্মরায়
ভদ্র
ভক্ত
ভক্তা
ভড়
ভট্টাচার্য্য
ভাঙ্গি
ভারী
ভাণ্ডারী
ভাবুক
ভারতী
ভাড়ালি
ভুঞা/
ভুঞ্যা
ভুত

ভুইয়া
ভেড়া
ভোজ
ভৌমিক
মঞ্জ
মধু
মল
মইশ
মণ্ডল
মলঙ্গী
মল্লিক
মসিদ
মহলী
মহান্ত
মহেশ
মহিষ
ময়রা
মহেশ্বর
মহাজন
মহাপাত্র
মজুমদার
মহলদার
মাজী
মাঝি
মাত্মা
মাল
মালী
মালো
মাইতি
মাতাল
মান্নান

মালিক
মালুয়া
মাতব্বর
মাথাভাঙ্গা
মালাকার
মিদ্যা
মিশ্র
মিস্ত্রি
মিত্র
মির্ধা
মিদ্দে
মিরবর
মিরবহর
মুন্সী
মুখার্জী
মৃধা
মেধা
মেধ্য
মৈত্র
মৈল্ঠা
মোহন্ত
মোহান্ত
মোড়ল
মৌলিক
রঞ্জ
রঙ্গ
রত্ন
রাজ
রাজা
রাণা
রায়

রাঢ়ী
রাউৎ
রাহুত
রায়বেঁশে
রায়চৌধুরী
রায় বিশ্বাস
রায়বংশী
রায় বৈষ্ণব
রায় বাসুনিয়া
রায় স্বর্ণকার
রুদ্র
লস্কর
লাহা
লাঙ্গল
লাটুয়া
লাহিড়ী
লাঠিয়াল
শাহ
শনি
শাখারী/
শাঁখারী
শামুই
শিকারী
শিরালী
শিয়াল
শিয়ালি
শিমলাই
শিয়াবলী
শিংগাদার
শী
শীল

শিউলী
শীলালু
শুকুল
সর্দার/
সর্দ্দার
সন্ন্যাসী
সমদ্দার
সমাদ্দার
সরকার
সরখেল
সরদার
সমাজদার
সমাজপতি
সাউ
সাধু
সানা
সাহা
সাকুই
সাঁতরা
সাধক
সামন্ত
সাহানা
সাওজাল
সাজোয়ান
সিদ্দা
সিদ্ধা
সিনহা
সিকদার
সুর
সুতার
সূত্রধর

সুমকুল
সেন
সেনা
সেনগুপ্ত
সিংহ
সিংহ রায়
স্বর্ণকার
হাতি/
হাতী
হাইত
হাউলি
হাজরা
হাজারী
হাদর
হান্দোল
হাদুয়া
হালদার
হাওলাদার
হাওলাদার ঠাকুর
হীরা

নাগাসিয়া

কিষান
নাগাসিয়া

মুনিয়া

মহতো

পান

জেনা
পান
মল্লিক
শ্যামল

পাশি

রাম
চৌধুরী

পাটনী

চৌধুরী
জোয়াদ্দার
ঠাকুর
দত্ত
দলুই
দাস
পাটনি/
পাটনী
পুরকায়স্থ
প্রামাণিক
বড়ভুইয়া
বিশ্বাস
মণ্ডল
মল্লিক
মজুমদার
মাঝি
রায়
লস্কর
শিকদার
সরকার
সিংহ
হাজারিকা

পালিয়া

বর্মন
রায়
সরকার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
অধিকারী
আড়ি/
আড়ী/
আঢ়ী
আইচ
উকিল
কবি
কর
করণ
কয়াল
কবিরাজ
কাক
কাখ্য
কাটাল
কাণ্ডার
কামার
কালসা
কীর্ত্তন
খাঁ
খাঁন
খামারু
গারু
গাইন
গায়েন
গিরি
গোঁসাই
গোস্বামী
গোলদার
ঘটক
ঘরামি/
ঘরামী
চক্রবর্তী
চাকলাদার
চৌধুরী
ছড়িদার
ছাটুই/
ছাঁটুই
জানা
জাতুয়া
জালানি/
জ্বালানি
জোদ্দার
জোয়ারদার
টিকাদার
ডাকুয়া
ঢালী
ঢেঁকি
তরকী
তরফদার
তাঁতী
তালুকদার
তুরকী
তেলী
থাণ্ডার
থানদার
দপ্তরী
দরবার
দাশ/
দাস
দালাল
দাস নস্কর
দাসাধিকারী
দেব
দেবশর্ম্মা
দেব নস্কর
দেব হালদার
ধাড়া
ধানুকী
নস্কর
নায়া
নায়ক
নাইয়া
নেউল
ন্যায়বান
পণ্ডিত
পর্ব্বত
পয়াৎ
পরমান্য
পাত্র
পাইক
পাইন
পাটারী
পানুয়া
পাটোয়ারী
পুণ্ডরী
পুরকাইত
পুরকায়স্থ
পেয়াদা
পোদ্দার
পৈলান
প্রধান
প্রামাণিক
ফৌজদার
বক্সী
বর্গী
বর
বসু
বক্‌সী
বণিক
বর্মন
বড়াল
বন্দোপাধ্যায়
বাগ
বাঘ
বাগানী
বাছাড়
বাপুলী
বারুই
বারুরী
বাড়াই
বাড়ুই
বায়েন
বাওয়ালী
বিজলী
বিশ্বাস
বৈদ্য
বৈরাগী
ভরসা
ভুঞ্যা
ভুইয়া
ভৌমিক
মণি
মণ্ডল

মল্লিক
মহাত্মা
মনিয়ান
মজুমদার
মাজি
মাঝি
মাতা
মাত্তা
মাল
মালী
মাইতি
মালিক
মিদ্যা
মিন্দা
মির্দ্ধা
মিস্ত্রী
মুখোপাধ্যায়
মুধা
মৈত্র
মৌলে
মৌলিক
যড়
রঞ্জিত
রপ্তান
রণজিৎ
রায়
রায় কয়াল
রায়চৌধুরী
রায় সরদার
রুদ্র
লস্কর

শর্ম্মা
শা
শানা
শাহ
শাঁখারী
শাঁখিনী
শার্দুল
শিউলী
শিকারী
শীল
সর্দ্দার
সরকার
সরদার
সানা
সাগর
সাপুই
সাফুই/
সাঁফুই
সারদা
সাধুখাঁ
সিনহা
সিকদার
সেন
সেনা
সিংহ
হাতি
হাজরা
হাজারী
হালদার
হাওলাদার

বাইতি

আদক
ঘোড়ই
জানা
দত্ত
দাস
ধাড়া
পণ্ডিত
পাখিরা
প্রামাণিক
বাগ
বেরা
মণ্ডল
মল্লিক
মান্না
মালিক
মেটে
রাণা

বাউরী

দাস
দেওয়ান
পরাণিক
পাথর
বাউরী
মাঝি

বাজিকর

বাজিকর
মোড়ল

বারুজীবী

আশ
আইচ
আইন
কর
কুণ্ডু
খাঁন
খোর
গুহ
ঘোষ
চাঁদ
চৌধুরি
দত্ত
দাম
দাশ/
দাস
দে
দেব
ধর
নন্দী
নন্দন
নাগ
পাল
বসু
বসুনা
বয়াল
বারুই
বিশ্বাস
ভদ্র
ভাবল
ভাওয়াল
ভৌমিক
মণ্ডল
মন্ত্রিণী

মল্লিক
মজুমদার
মান্না
মারিক
মিত্র
রক্ষিত
রুদ্র
লাহা
সরকার
সেন
হরি
হালদার
হোড়

বাহেলিয়া

চৌধুরী
বাহালিয়া
রাম
রায়

বিন্দ

বিন্দ

বেদিয়া

মাহাতো
সরদার

বৈদ্য

আদিত্য
ইন্দ্র
ওঝা
কর
কর গুপ্ত
কবিরাজ
কানুনগো
কুণ্ড
কুণ্ডু
কুশারী
খাস্তগীর
গুপ্ত
গুপ্তভায়া
গুপ্তশর্মন
গোস্বামী
চন্দ্র
চৌধুরী
ঠাকুর
দত্ত
দত্তগুপ্ত
দত্ত কানুনগো
দাশ/
দাস
দাশগুপ্ত
দাশশর্ম্মা
দেব
দোবে
ধর
নন্দী
নাগ
নিয়োগী
পাল
পাড়ে
পুরকায়স্থ
বকশি
বরাট
বিশ্বাস
বেদ
ভুইয়া
মল্লিক
মজুমদার
মিশ্র
মুন্সী
রক্ষিত
রাজ
রায়
রায়গুপ্ত
রায়চৌধুরী
রায় চতুর্ধরীণ
শাস্ত্রী
সরকার
সেন
সেনগুপ্ত
সেন রায়
সেন শর্ম্মা
সোম

বৈশ্য

রায়
রায় সিংহ
সিংহ
সিংহ বাহাদুর

বৈশ্যকপালী

খাঁ
গণ
গাইন
গোস্বামী
গোলদার
চন্দ
চৌধুরী
জানা
ঢালি
তরফদার
দত্ত
দফাদার
দাস
দে
নন্দী
নায়ক
পাল
পাঁড়
পাঠক
পালিত
পাড়ুই/
পাঁড়ুই
প্রামাণিক
বসু
বকসী
বসাক
বালা
বাছাড়
বিচালী
বিশ্বাস
ভক্ত
ভদ্র
ভুইয়া
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মজুমদার
মাঝি

২১ গ-বিভাগ বৈশ্য কপালা-বৈশ্যতেলি-বৈশ্য সাহা-বৈষ্ণব-ব্যগ্রক্ষত্রিয়

মালা
মিত্র
মুতবর
মৃধা
রায়
রায়চৌধুরী
রায় সরস্বতী
শর্মা
সরকার
সরদার
সাহা
সামন্ত
সাধুখাঁ
সিকদার
সেন
হাতি
হাজরা
হালদার
হাওলাদার

বৈশ্য তেলি

কাপ্রি
কুণ্ডু
কোলেমান
খাঁ
গরাই/
গড়াই
গুপ্ত
গোরাই
চৌধুরী
তালুকদার
দফাদার
দাশ/
দাস
দাওয়ান
দে
দেওয়ান
ধবল
নন্দী
নায়ক
নায়েক
নির্মল
পাল
পাত্র
পোদ্দার
প্রসাদ
প্রামাণিক
বারিক
বিশ্বাস
বেহারা
মণ্ডল
মল্লিক
মাল
মাহাতো
রায়
রায়চৌধুরী
শেঠ
শাস্ত্রী
সরকার
সাউ
সাধু
সাহা
সাহে
সাগরি
সাধুখাঁ
সামন্ত
সাহা চৌধুরী
সিদাই
সেন
হালদার

বৈশ্য সাহা

কুণ্ডু
খাঁ
চৌধুরী
তালুকদার
দত্ত
দাশ/
দাস
দেশমুখ
দেশমুখ্য
নায়ক
পাইন
পোদ্দার
প্রধান
প্রামাণিক
ফৌজদার
বসু রায়চৌধুরী
বিশ্বাস
ভুইয়া
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মজুমদার
মুন্সী
মৌলিক
রায়
রায়চৌধুরী
লালা
শিকদার
সর্দ্দার
সরকার
সাহা
সাহাজী
সাহা রায়
সাহা চৌধুরী
সাহা রায়চৌধুরী

বৈষ্ণব

অধিকারী
গোস্বামী
দাস
মোহন্ত

ব্যগ্রক্ষত্রিয়

আটা
আড্ডি
আস
আড়ি
আদক
ওঝা
কর
কপাট
কপাটি
করণ
কয়াল
কাঁড়ি
কাটারি

কামাল	জেঠী	পৰ্ব্বত	বড়দলুই
কারক	জোয়ালি	পল্‌তে	বাগ
কাঁড়ার	ডাল	পড়ুই	বান্দী
কুইলা	ঢাল	পড়িয়া	বাঘ
কুঁরেল	ঢালি	পয়াল	বাকুলি
কোলে	তরফদার	পরামাণিক	বাখড়া
কোটাল	দাৰ্জ্জ	পাত্র	বারিক
খয়া	দল	পাইক	বারুই
খাঁ	দলুই	পাকড়ে	বাড়ুই
খাড়া	দফাদার	পাখিরা	বায়েন
খামরুই	দলপতি	পাখার	বাইচার
খেটো	দলবর	পাটানি	বিজলী
খোটেল	দলবেরা	পাটালি	বিশ্বাস
গড়	দাঁ	পাঠক	বেড়া
গায়েন	দাস	পাথর	বৌরী
গুনিন	দিগর	পারিজা	ভুঞ্যা
গেঁটে	দিগার	পালিত	ভুঁয়ে
গোমস্তা	দিকপতি	পাড়ুই	ভুইয়া
ঘটক	দুর্লভ	পাক্ষার	ভৌমিক
ঘড়ুই	দেরেল	পাটোয়ারী	মন্ত্রী
ঘাটা	দেওয়ান	পালখাই	মল
ঘাঁটি	দেওয়ালি	পুইলা	মল্ল
ঘেটুয়া	দোলই	পুরকায়েত	মণ্ডল
ঘেটেল	ধারা/	পেড়ো	মল্লিক
ঘোড়া	ধাড়া	পৈলা	মহিষ
চোবে	ধোঁক	পোড়ে	মসালচি
চোবরা	নস্কর	পোড়েল	মাঝি/
চৌকিদার	নায়েক	প্রামাণিক	মাঁঝি
চংদার	পল্লী	ফের্‌কা	মান
ছাতি	পল্লে	বরা	মাল
জানা	পণ্ডিত	বৰ্ম্মন	মালিক

মিদ্যা
মিদ্যে
মিস্ত্রী
মুদি
মৃধা
মেটে
মৈত্র
মোশেল
রঞ্জিত
রাণা
রায়
লেট
লেয়্যা
লেইয়া
শানা
শানী
শাল
শাতিক
শিপুই
শী
শীট
সর্দ্দার
সরকার
সরদার
সান্ত্রা
সাতরা/
সাঁতরা
সাথিক
সাপুই
সামন্ত
সাঁতরা বর্ম্মন
সিনহা
সেনাপতি
সিং
সিংহ
সিংহী
হাতী
হাইত
হাজরা
হাবড়
হাম্বীর
হালদার
হাওলাদার

ব্রাহ্মণ

অগস্তি
অধ্বর্য্য
অবস্থি
অর্ব্বুদ
অগ্নিহোত্রী
অর্জ্জেরিয়া
অধিকারী
অভ্যংকর
অভয়ংকর
আকাশ
আচার্য্য
আগাশী
আতর্থী
আদাগিরি
আঠবলে
আচার্য্যশর্ম্মা
আচার্য চৌধুরী
আগমবাগীশ
উকিল
উদ্গাতা
উথাসনী
উর্দোলিয়া
উপাধ্যায়
ঋত্বিক
ওক
ওঝা
ওতা
কর্বে
কর
কতারি
কণ্ডলী
কবিরাজ
কয়রাল
কাঞ্জি
কালী
কাউল
কাচড়ী
কাহালি
কাহেলী
কাঞ্জিলাল
কানবিন্দে
কাস্পটী
কারফরমা
কুণ্ঠে
কুন্দ
কুলভি/
কুলভী
কুশারি/
কুশারী
কুন্দলাল
কুলকুলী
কেশরী
কোঙর
কোয়ারী
খড়খড়ি
খাঁ
খান
খেমর্য্য
গঙ্গো
গর্গ
গদ্রে
গল্পী
গড়
গঙ্গোলি
গড়গড়ি
গঙ্গোপাধ্যায়
গাঙ্গুলী
গাদগিল
গিরি
গুপ্ত
গুড়
গোম্পী
গোচণ্ড
গোস্বামী
গোলদার
ঘণ্টা
ঘটক
ঘটক রায়
ঘটক সিংহ
ঘোষ

ঘোষাল
ঘোষাল সমাজপতি
চচোন্দ্যা
চক্রবর্ত্তী
চক্রবর্তী ঠাকুর
চট্ট/
চট্টো
চতুর্থী
চট্টোরাজ
চতুর্বেদী
চতুর্ধর
চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্র
চম্পটি
চাট্টারজি
চাকলাদার
চিতলে
চেদী
চৈনী
চৈনপুরীয়
চোঙ্গাদার
চোংদার
চোবে
চৌধুরী
চৌতখণ্ড
ছন্দোগী
জোষী
ঝম্পটি
ঠাকুর
ঠাকুরতা
ঠাকুর ভট্টাচার্য্য

ডুগ্‌লে
ডিংশই
ডিংসাই
ঢেঁকি
ঢোল
তপাদার
তলাপাত্র
তালুকদার
তিয়াড়ী
তেলঙ্গ
তেওয়ারী
তোড়ক
তোপদার
তৈলবাটী
ত্রিপাঠী
ত্রিবেদী
দত্ত
দণ্ডপাঠ
দণ্ডপাঠক
দাস
দাম্‌লে
দাশশর্ম্মা
দিণ্ডী
দির্ঙ্গাগী
দির্ঘাঙ্গী
দীক্ষিত
দিমসাই
দুবে
দেব
দেবতা
দেবলিয়া

দেবশর্মা
দেশমুখ
দেশমুখ্য
দোবে
দ্বিবেদী
ধর
ধামাইতকর্ম্ম
নন্দ
নন্দী
নাগ
নাগর
নায়ক
নায়েক
নিয়োগী
নিয়োগী গাঙ্গুলী
নেনে
নেউকী
নেহেরু
পতি
পরি
পত্রী
পণ্ডা
পর্কটি
পণ্ডিত
পঞ্চানন
পর্তোরিয়া
পরাশর
পটবর্দ্ধন
পত্রনবীশ
পর্ণগ্রাহী
পলসাই

পশুপালক
পাঁজা
পাত্র
পাণ্ডা
পাণ্ডে
পাল
পাঁড়া
পাড়ি
পাঁড়ে
পাঠক
পালধি/
পালোধি
পাহান
পাহাড়ি/
পাহাড়ী
পাকড়াশী
পানিগ্রাহী
পারিহল
পাড়িয়াল
পিপ্পলী
পিপলাই
পিপ্পলাই
পীতমাণ্ড
পুতি
পুজারী
পুতিতুণ্ড
পুতিতুর্ণ্ড
পুরোহিত
পুষিলাল
পুরকায়স্থ
পেশোয়া

পোড়্যারি
প্রতি
প্রধান
প্রচন্ড
প্রতিহার
ফনী
ফদ্‌কে
ফড়নবিশ
বক্সী
বন্দ্য
বসু
বর্ম্মন
বর্ষিয়া
বড়াল
বড়ুয়া
বঙ্গবাস
বটব্যাল
বসুয়ারী/
বসুয়াড়ী
বন্দোপাধ্যায়
বলোৎকটা
বাবু
বাল
বার্কচি
বাগচী
বাগছী
বাপৎ
বাপুলী
বাড়ুয্যে
বাড়োরী
বাচস্পতি

বাজপাই
বাজপেয়ী
বাগছী ভট্টাচার্য্য
বিচু
বিশি
বির্থারী
বিশ্বাস
বৃহজ্যোঘী
বেগে
বেহারা
বৈদ্য
বৈদীজাতি
ব্যাস
ব্যানার্জী
ব্যানার্জী চৌধুরী
ব্রহ্মা
ব্রজবাসী
ব্রহ্মচারী
ভট্ট
ভদ্র
ভড়
ভট্টশালী
ভট্টাচার্য্য
ভাট
ভাবে
ভাদুড়ি/
ভাদুড়ী
ভান্ডারী
ভারতী
ভাগবত
ভিদে

ভুঞ্যা
ভুইয়া
ভোটিয়া
ভৌমিক
মঙ্গল
মনস
মন্ডল
মল্লিক
মহাতো
মহান্তি
মহিন্ত্যা
মৎস্যাসি
মহাপাত্র
মজুমদার
মাঝি
মাইতি
মাহিন্ত
মাসচটক
মিত্র
মিশ্র
মিশির
মুন্সী
মুখটী
মুখার্জী
মুখুজ্জে/
মুখুয্যে
মুখুটি
মুখো
মুখোটি
মুস্তফী/
মুস্তোফী

মুহুরী
মুকুটমণি
মুখোপাধ্যায়
মেহন্দলে
মৈত্র
মৈত্রেয়
মোদক
মোদেয়া
মোতায়েদ
মৌলিক
যাজক
যাজ্ঞিক
যোগ
রথ
রায়
রাণক
রাণদে
রাজপন্ডিত
রায়চৌধুরী
লস্কর
লাহিড়ি/
লাহিড়ী
লিময়ে
লেলে
লোন্ধে
শর্ম্মা
শর্ম্মণ
শতপাঠী
শতপথী/
সতপথী/
সৎপাতি/

সৎপাথি
শর্ম সরকার
শর্ম্মা সরকার
শাস্ত্রী
শারঙ্গী
শিহরি
শিকদার/
সিকদার
শিমলাই
শিমলাল
শিম্বলাল
শিরোমণি
শুলে
শুকুল/
সুকুল
শুক্লদেবী
শোভাকর
শংকর
ষড়ঙ্গী/
সড়ঙ্গী
ষন্নিগ্রহী
ষর্নাগিরি
সন্তোরা
সন্ধয়া
সর্ব্বজ্ঞ
সর্নাবিগ
সমদ্দার
সমাদ্দার
সমাধ্যায়
সামাধ্যায়ী
সরকার
সরখেল
সরস্বতী
সন্ধিবিগ্রহী
সমাজদার
সমাজপতি
সাঠে
সাহু
সান্ধকী
সান্যাল/
সান্ন্যাল
সাবৎ
সামন্ত
সার্ব্বভৌম
সিদ্ধান্ত
সিনহা
সিমলাই
সুন্দর
সুপকার
সেন
সৌশিব
সেরক
সেনাপতি
সেনশর্মা
সেনবরাক
সোমদ্দার
সিংহ
সিংহ বাবু
সিংহ শর্মা
সিংহ চৌধুরী
সিংহ হিকিম
সিংহ মহাপাত্র
সিংহ বড়ঠাকুর
স্বামী
হড়
হড় চৌধুরী
হাজরা
হাজারী
হালদার
হোতা

ভুঞা

মুণ্ডা

ভুটিয়া

লামা

ভূমিজ

ভৌমিক
মাখাল
মানকি
সরদার
সিনহা
সিং
সিংহ
সিংবাবু
সিংলায়া
সিং সরদার

মলঙ্গী

নায়েক
পাল
প্রধান
সাউ

মল্লক্ষত্রিয়

ওঝা
কান্ডার
খোসো
চৌধুরী
দত্ত
দাস
দে বর্ম্মন
পাত্র
প্রামাণিক
বর্ম্মন
বর্মন রায়
বিশ্বাস
বৈরাগী
মণ্ডল
মল্লিক
মজুমদার
মল্লবর্মন
মহালদার
মান্না
মালো
মিদ্যা
মুখার্জী
মুধা
রায়
শান্তা
শিকদার
সর্দার
সরকার
হালদার

মাল

বাগ
দাস
নায়ক

মাল
মালবৈদ্য

মালী

অধিকারী
আর্য্য
আচার্য
কর
কর্ম্মকার
খামারু
গোস্বামী
ঘোষ
চন্দ
চৌধুরী
তালুকদার
দত্ত
দলুই
দাম
দাশ/
দাস
দাশগুপ্ত
দাশরায়
দাস মালী
দাস চৌধুরী
দাস মণ্ডল
দাস মালাকার
দাস সরকার
দে
দেব
ধর
নন্দী
পাল
পুরকায়স্থ
পোদ্দার
প্রামাণিক
ফুলমালী
বসু
বারিক
বিশ্বাস
বোস
ভক্ত
ভক্তধর
ভুঁইয়া
ভুঁইমালী
ভুঞ্জমালী
ভুমিদাস
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মকড়দম
মজুমদার
মালী
মাহাতো
মালাকার
মিস্ত্রী
রায়
শিকদার
সর্দ্দার
সরকার
সেন
সোম
সিংহ
সিংহ ভৌমিক
সিংহ মজুমদার
হাজরা

মাহিষ্য

অশ্ব
অধিকারী
আগুয়ান
আলু
আদক
আধক
আচড়াই
আগোয়ান
ইৎবার
ওঝ
ওঝা
উকিল
কর
কপট
কপাট
করণ
করুই
কলশা
কড়ুরী
কয়াল
কবিরাজ
কর্ম্মকার
কাঞ্জী
কাক
কাত
কাপ/
কাঁপ
কালী
কাজলী
কাঁঠাল
কাপর
কামৎ
কামলে
কামার
কামিলা
কারক
কাসুন্ধি
কাঁড়ার
কুল
কুইতি
কুইলা
কুইল্যা
কুমড়ো
কোলে
কোটাল
কোদালি
খঁড়া
খবাস
খাঁ
খান
খাঁড়া
খাটুয়া
খামারু
খামরাই
খামরুই
খিলা
খুটিয়া
খোসকী
গঞ্জ

গজেন্দ্র
গলুই
গড়নায়ক
গজেন্দ্র-মহাপাত্র
গারু/
গাড়ু
গাইন
গাতত
গায়েন
গাঁতাইৎ
গিরি
গুড়ে
গুড়্যা
গুমট্যা
গুড়িয়া
গুছাইত
গুমটিয়া
গোরা
গোল
গোমটা
গোঁসাই
গোস্বামী
ঘটা
ঘটি
ঘরা/
ঘড়া
ঘরামী
ঘড়ুই
ঘয়রী
ঘাঁটি/
ঘাটী

ঘোষ
ঘোড়া
ঘোড়ই
ঘোড়াই
ঘোড়ুই
চরণ
চাপ
চাউল্য
চালক
চাউলিয়া
চিত্তরী
চিয়াড়
চোংদার
চৌধুরী
জানা
জাসু
জানদার
ঝাঁঝ
ঝাপ
ঝুক্কী/
ঝুলকী
টিকাদার
ডগরা
ডাগুয়া
ডিণ্ডা
ডিঙ্গাল
তলা
তরফদার
তারণ
তালুকদার
তুঙ্গ

তুল
দলই
দলুই
দণ্ডপট
দণ্ডপট্ট
দণ্ডপাট
দাশ/
দাস
দাশ মজুমদার
দিণ্ডা/
দীণ্ডা
দীন্দা
দুয়া
দুয়ারী
দে
দেয়
দেলুই
দেরাশী
দেরাদার
দেশমুখ
দোয়ারী
দোলপতি
দৌবারিক
ধর
ধারা/
ধাড়া
ধাবক
নস্কর
নাইয়া
নাটুয়া
নায়ক

নায়েক
নিজকা
নিয়োগী
পনু
পড়্যা
পটল
পটোলা
পতাকী
পণ্ডিত
পলতা
পড়িয়া
পড়েল
পড়ুয়া
পট্টনায়ক
পট্টনায়েক
পাণ্ডা
পাঁজা
পাঠা
পাল
পাত্র
পাইক
পাকড়ে
পাখোরা
পাখিরা
পাচাল
পাছাল
পাটল
পাটলা
পালয়ী
পাড়ই
পাড়ুই

পিয়াদা
পুরকাইত
পুরকায়স্থ
পোল্লে
পোড়েল
প্রধান
প্রামাণিক
ফাঁদিকর
ফাঁদিকার
বক্সী
বর
বলদা
বড়াল
বওয়াল
বড়ভুইয়া
বড়লস্কর
বাগ
বাঘ
বাড়
বাড়ৈ
বাকড়া
বাঙ্গাল
বাগুলী
বাছাড়
বারিক
বারুই
বালুই
বাসুলী
বায়ন
বায়েন
বাহুবলীন্দ্র

বিশ্বাস
বিষয়ী
বীর
বুল্য
বুনান
বেজ
বেণ্যা
বেরা
বেতাল
বোনিয়া
বৈদ্য
বৈতাল
বৈরাগী
বৈতালিক
ব্যাদি
ব্যাঘ্র
ব্রহ্মচারী
ভক্ত
ভকীল
ভদোরিয়া
ভাণ্ডারী
ভুঁই
ভুঞা/
ভুঞ্যা
ভুঁয়ে
ভুঁইয়া
ভুলা
ভুপাল
ভুপাল্য
ভুমিপা
ভৌমিক

মল্ল
ময়ী
মণ্ডল
মন্দর
মমান
মরর
মল্লিক
মহর্না
মহতো
মহান্ত
মহাপা
মহিষ
ময়রা
ময়ীশ
মহাপাত্র
মজুমদার
মাজী
মাঝি
মাতা
মান
মানা
মান্না
মাপা
মাল
মালী
মাইতি
মাকুড়
মাপারু
মালিক
মাহানা
মাহিতী

মিদ্যা
মুখিয়া
মুন্যান
মুহুরী
মুল
মেটে
মেট্যা
মেটিয়া
মেহতা
মেইকাপ
মৈশল
মৌলিক
যসু
যাশু
রণঝম্প
রাজ
রায়
রক্ষিত
রাউত
রাহুত
রায়চৌধুরী
লস্কর
লয়াল
শঙ্কা
শরণ
শশারু
শাসমল
শিকদার/
সিকদার
শী/
সী

শীট/
সীট
শেঠ
সময়ী
সরকার
সরদার
সশ্যামল
সাউ
সানা
সাহু
সায়ু
সাউট্যা
সাঁতরা
সান্নকী
সাপুই
সামন্ত
সামুই
সাহানা
সাহুট্যা
সিহি
সেন
সেনা
সেনী
সেনাপতি
সোনা
সৈনিক
সিংহ
সিংটল
সিংহলী
হস্তী
হাতি/
হাতী
হাঁড়
হাঁড়া
হাইত
হাজরা
হাবাড়
হালদার
হুইক
হুতত্র
ক্ষেত্রকায়স্থ

মালাকার

অধিকারী
কর
দত্ত
দাস
দে
মালাকার
রায়
শেঠ

মালপাহাড়িয়া

মালপাহাড়িয়া

মুণ্ডা

আইন্দ
কচ্ছপ
কানডুলনা
কেরকেটা
কেশরাই
গুড়িয়া
চেলেকচেলা
জজো
টপ্নো
টিরু
টুটি
ডাহাঙ্গা
ডেমটা
ধান
নাগ
পুরতি
বাগে
বারলা
বিলুং
বুড়
বাং
ভোরা
মণ্ডল
মানকি
মুণ্ডা
মুরারি
রায়
লুগুন
ল্যাং
সয়
সরদার
সানঙ্গা
সামাদ
সিং
সুরিন
সিংমুণ্ডা
সিং সরদার
হরো
হেমব্রম
হ্যারেঞ্জ

মেচ

কাঠাম
গাবুর
চামপ্রামারী
নারজিনারী
বড়গাঙ
বসুমাতা
মণ্ডল
মাচারী
মেচ
শৈব
সিব
সুব্যা
হাজারিকা

মেথর

বাল্মিকী

মোদক

আটা
আশ
আইচ
ইন্দ
ইন্দ্র
কর
কান্দু
কুণ্ডু
কুরী
কোটাল
গুঁই
গুড্যা
গুড়িয়া
চন্দ

চন্দ্র
চরিত
চাকি
চার
চাস
চৌধুরী
তরফদার
দই
দত্ত
দত্ত মোদক
দা
দাম
দাশ/
দাস
দাক্ষী
দাক্ষিত
দাস মোদক
দে
ধারা/
ধাড়া
ধাওয়া
নন্দী
নাগ
নিয়োগী
প্রামাণিক
বর
বরা
বরাট
বরান
বিশ্বাস
বেজ
বেরা
ভদ্র
ভদর
ভদ্র মোদক
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
ময়রা
মজুমদার
মান্না
মাইতি
মিত্র
মুসিব
মোদক
রক্ষিত
রাণা
রায়
রায়চৌধুরী
রুজ
লাহা
শীল
সরকার
সাহা
সাহু
সাঁতরা
সিতর
সিংহ
সেন
হালুইকর

যাদব

অধিকারী
অভিমনন্যু
আভীর
আহির
উদিয়ার
কানুন
কাশ্বিয়া
কাম্বালিয়া
কোলে
কোনার
কোরিয়া
কোয়েল
গিরি
গুপ্ত
গোপ
গোপতি
গোহিল
গোকোঙর
গোপেশ্বর
ঘোষ
ঘোষ কাউরি
ঘোষ মজুমদার
চেলমু
চৌধুরী
জোয়ারদার
টিঁপিরিয়া
ঠাকুর
ডাঙ্গুয়া
তুয়ার
তুং
দাস
দালায়া
ধর
ধীর
ধঙ্গিয়া
নাইডু
নায়ক
পর্বত
পলুই
পয়রা
পান
পাল
পালই
পালুই
পাটবান্ধা
পিল্লে
পিলাই
প্রধান
বর্ম্মন
বল্লব
বাগুই
বাদুড়ী
বীরেংপা
বেরা
ভগত
ভট্টীয়া
ভাটিয়া
ভিতিরিয়া
মণ্ডল
মান
মাল
মোড়ল
যাদব

যাদোজি
রাই
রাও
রাজ
রায়
রাউথ
রাবত
রাবল
রাজগুরু
লাল
শী
শ্রীমুলম
সিং
সিংহ
সিং যাদব
হাইত
হাটুই
হালদার
ক্ষীরহরি

যোগী/রুদ্রজব্রাহ্মণ

অধিকারী
উপাধ্যায়
কাকুতি
কীর্ত্তনিয়া
খাঁ
খামারু
গঙ্গোপাধ্যায়
গাইন
গিরি
গোঁসাই
গোস্বামী
গোগশর্মা
ঘটক
ঘুমন্তযোগী
চক্রবর্ত্তী
চট্টোপাধ্যায়
চহরিয়া
চামুরা মৌজাদার
চৌধুরী
জোয়াদ্দার
ঠাকুর
ডেকা
তাঁতী
তালুকদার
দত্ত নাথ
দাস
দালাল
দাসনাথ গোস্বামী
দীক্ষিত
দেব
দেওয়ান
দেবনাথ
দেবরায়
দেবশর্মা
দেওয়ানজি
দেবশর্ম্মন
দেবনাথ গোস্বামী
দেবনাথ ভট্টাচার্য্য
নাথ
নাথজি
নাথ গিরি
নাথ-তন্ত্র
নাথপন্থী
নাথ যোগী
নাথ রায়
নাথশর্ম্মা
নাথ শাস্ত্রী
নাথ সাহা
নাথ গোস্বামী
নাথ ঘটক
নাথ চৌধুরী
নাথ পণ্ডিত
নাথ বাগচী
নাথ ভৌমিক
নাথ মোড়লী
নাথ লস্কর
নাথ চক্রবর্ত্তী
নাথ বড়ভুঞা
নাথ ভট্টাচার্য্য
নাথ মহাজন
নাথ দাসগোস্বামী
নাথ পুরকায়স্থ
নাথ মজুমদার
নাথ মাঝারভুঞা
নাথ ধামান্দি-বড়ভুঞা
নিরঞ্জন
নৈরঞ্জন
পতি
পদ
পণ্ডিত
পাণ্ডে
পাঠক
পুরী
পুরকায়স্থ
বক্সি
বরা
বসাক
বরনমী
বন্দোপাধ্যায়
বরাহনামী-গোস্বামী
বান
বাইন
বাকচি
বিশ্বাস
বিমুক্ত-ঘুমন্তযোগী
বীর
বৈদ্য
ব্যানার্জ্জি
ব্যাপারী
ব্রহ্মচারী
ভরদ্বাজ
ভুঞা
ভট্টাচার্য্য
ভাদুড়ী
ভারতী
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মহন্ত
মহাত্মা
মহুরী
মহাজন
মজুমদার
মাদাই

মাহাতা
মাঝার ভূঞা
মিশ্র
মুন্সী
মুখার্জি
মুরথাই
মেরুল
মোড়ল
মৈত্র গোস্বামী
যাচন্দার
যোগী
যোগেশ্বর
যৌগী
রায়
রাভাল
রাজগুরু
রায়চৌধুরী
রায় ভৌমিক
রুদ্রশর্মা
লস্কর
শর্ম্মা
শর্মন
শাস্ত্রী
শিব
শেঠ
সন্ন্যাসী
সমাদ্দার
সরকার
সাধুখাঁ
সান্ন্যাল
সেনাপতি
সিং
স্থানপতি
স্বামী
হাজারী
হাজারিকা
হালদার
হীরদে
হৃদয়ইঞ্জিনিয়ার

রাভা

দাস
রাভা
রায়

রাজোয়ার

কপটদার
দিগওয়ার
মণ্ডল
রায়
রাজভদ্র
রাজোয়ার
রাজবংশী
সর্দারমাঝি

রাজবংশীক্ষত্রিয়

অধিকারী
আড্ডি
আড়ি
আদক
আসোয়ান
ইশোর/
ঈশোর
ওঝা
কর
কলা
কড়ি
কটাল
কবীর
কড়াল
কড়াই
কয়াল
কর্ম্মকার
কার্জী/
কার্যী
কাইত
কাণ্ডার
কাঁসারী
কায়েত
কারকুন
কামসেনাত
কুইলি
কুমীর
কোঙর
কোটাল
খান
খালুয়া
খামরাই
খাড়াধরা
খুটিয়া
গাড়ু
গাবুর
গায়েন
গিরি
গুপ্ত
গুঁড়ি
গুনিন
ঘড়া
ঘরামী
ঘাঁটা
ঘুঘু
ঘোষ
ঘোড়াই
চৌধুরী
ছত্রধরা
জমাদার
জমাদারিয়া
জানা
জালি
জালুয়া
জোয়াদ্দার
ঝারিধরা
ডাকুয়া
তবিলদার
দত্ত
দলুই
দফাদার
দাস
দাঁড়ি
দেব
দেউরি
দেবরায়
দেবশর্ম্মা
দেব বর্মন
দেবশরণ
দেব সিংহ
দেব অধিকারী

ধাড়া	বাড়ি	মজুমদার	রাজবংশী
ধীবর	বাইচা	মাঝি	রায়চৌধুরী
ধেবর	বাইন	মাণ্ডা	রায় প্রধান
নাইয়া	বাকরা	মান্না	রায় বর্মন
নায়ক	বাঙ্গাল	মাল	রায় লস্কর
নারায়ণ	বাটুল	মাইতি	রায় সাহ
নুনিয়া	বাড়াই	মাদুলী	রায় সিংহ
নেয়ে	বাড়ুই	মালিক	রায় প্রামাণিক
পাণ্ডিত	বায়েন	মালাকার	রায় বাসুনিয়া
পর্বত	বাসুনিয়া	মিত্র	রায় সরকার
পড়িয়া	বিজলী	মিদ্দা	রং
পাখী	বিজুলী	মিশ্র	লস্কর
পাল	বিন্দাই	মিস্ত্রী	লাটুয়া
পাত্র	বিশ্বাস	মিরধা	শিকদার
পাইক	বেজ	মুড়া	শৌণ্ড
পাখিয়া	বেরা	মৃধা	ষণ্ড
পাড়ুই	বৈদ্য	মেনা	সর্দ্দার
পাখাধরা	বৈরাগী	মোহান্ত	সরকার
পাটোয়ারী	বোস	মোড়ল	সরদার
পেলান	বোখনাধরা	মৌলিক	সানা
পোড়েল	ব্যাপারী	রঙ	সাউদ
পোটলাধরা	ভঞ্জ	রাণা	সাঁতরা
প্রধান	ভকত	রায়	সাপুই
প্রামাণিক	ভুইয়া	রাউৎ	সার্ডাটিয়া
বর্মা	ভোঁজ	রাউল	সেন
বর	ভৌমিক	রায়কত/	সেনাপতি
বর্মন	মণি	রায়কৎ	সোতাপাগধরা
বরুয়া/	মন্ত্রী	রায় পাত্র	সিং
বড়ুয়া	মণ্ডল	রায় কুমার	সিংহ
বসুনিয়া	মল্লিক	রায় কোঙর	সিংহ রায়
বাগ	মহাপাত্র	রায়বর্ম্মা	সিংহ সরকার

স্বর্ণকার
হাতি
হাইৎ
হাজরা
হামটা
হালসা
হালদার
হিসারিয়া
হুদাইত
হেঁম

রুইদাস

ঋষি
ঋষিদাস
দাশ/
দাস
রবিদাস
রুইদাস
হরিদাস

লোধা

আড়ি
কোটাল
দিগার
নায়েক
প্রামাণিক
শবর

লোহার

লোহার

শবর

জানা
দাশ
বর
বেরা
ভঞ্জ
মাজী
মাইতি
শিং

শাঁখারী

কর
কবিরাজ
কুঁড়
দত্ত
ধর
নন্দী
নাগ
ভদ্র
সাহা
সুর
সেন
সিংহ

সৎচাষী

আলুনী
আড়তদার
কাবাসী
খাঁ
গাইন
গোলদার
ঘোষ
চৌধুরী
টিকারী
তরফদার
দত্ত
দাস
পণ্ডিত
পাল
পাইক
পাটওয়ারী
প্রামাণিক
বণিক
বল্লভ
বাগ
বানিয়া
বিশ্বাস
ভৌমিক
মণ্ডল
মল্লিক
মহান্ত
মাঝি
মান্না
মিস্ত্রি
রায়
শিকদার
শৈল
শ্রীমানী
সমাদ্দার
সরকার
সাঁ
সাউ
সাহা
সিংহ
হলধর
হাতী
হাজরা
হালদার

সদ্গোপ

অধিকারী
আটা
আড়ি
আগোরি
আলুনি
আগুলিয়া
উকিল
ওলন্দার
করণ
কয়াল
কবিরাজ
কড়কড়ি
কাটালে
কামিল্য
কারক
কাশ্যপী
কাসুন্দি
কারফর্মা
কুণ্ডু
কুইলা
কুমার
কোলে
কোঙার
কোনার
খাঁ
খান
খাঁড়া
খামুই
খামারু
খণ্ডায়েৎ

খামরুই
গড়
গরাই
গায়েন
গিরিঘোষ
গুটী
গুহ
গুড়
গুড়ে
গুছাইত
গোপ
গোড়ে
গোস্বামী
গোলদার
গৌতম
গ্রুপ
ঘটক
ঘরামী
ঘাটি
ঘোষ
ঘোষাল
ঘোষ খাঁ
ঘোড়ুই
ঘোষ বক্সী
ঘোষ রায়
ঘোষ চৌধুরী
ঘোষ ঠাকুর
ঘোষ দুয়ারী
ঘোষ মণ্ডল
চাওলী
চৌধুরী
জানা
ঝাঁই
ঠাকুরা
ঠাকুরাই
ডাহা
ডাঙ্গালী
তপাদার
তরফদার
তালুকদার
তেরালী
তেওয়ারী
দত্ত
দণ্ডপাঠ
দাস
দালাল
দাওয়ান-মহাশয়
দিগপতি
দুয়ারী
দেওয়াগী
দেওয়ান
দেয়াশীন
দেয়াশীল
দেবাংশী
ধাড়া
নন্দী
নবিস
নস্কর
নায়ক
নায়েক
নামহাতা
নিয়োগী
নেজ
পড়্যা
পণ্ডিত
পড়িয়া
পট্টনায়েক
পাঁজা
পাঁজী
পান
পাণ্ডে
পাল
পাত্র
পাইক
পাথুরী
পুরকুত
পুরকাইৎ
পুরকায়স্থ
পুরকায়েত
পোড়ে
প্রতিহার
প্রামাণিক
ফরিকাল
ফরিকেল
ফৌজদার
বক্সী
বরা
বর্কাস
বল্লভ
বসাক
বড়াল
বাঁক
বাগ
বারি
বালা
বাস
বাকুন্দি
বাগলী
বাখণ্ডী
বাপাঁড়ে
বারিক
বিট
বিশ্বাস
বিষয়ী
বেজ
বেনু
বেরা
বৈরাগী
বোড়
ভড়
ভরুজি
ভাট
ভাঁড়
ভাণ্ডারী
ভূঞা
ভূইয়া
ভৌমিক
মগ
মণ্ডল
মল্লিক
মহান্ত
মহাপাত্র
মহাশয়
মজুমদার

মহালদার
মাকু
মাজি
মাঝি
মাইতি
মাজিত
মান্নিক
মালসু
মালিক
মিদ্যা
মিদ্যে
মুদি
মুন্সী
মুহুরী
মুলা
মোটিয়া
মোদী
মোড়ল
রাণা
রায়
রাঢ়ী
রাউত/
রাউৎ
রায়চৌধুরী
লস্কর
লাহা
লায়েক
শিকদার/
সিকদার
শূর/
সুর

শেঠ
সর্দ্দার
সমাদ্দার
সরকার
সমাজদার
সমাজপতি
সাধু
সাহা
সাতরা
সাপুই
সাফুই
সামন্ত
সামুই
সালুই
সাহানা
সিনহা
সেন
সেনা
সেনাপতি
সিং
সিংহ
সিংহ রায়
হাটি
হাতী
হাটুই
হাজরা
হাজারী
হালদার

সবিতৃ/(শ্রোত্রিয়) সবিতৃ ব্রাহ্মণ

অদিতি
অধ্বর্যু
অধিকারী
আঢ্য
আঢিঢ
আচার্য
আদিত্য
উপল
উপালী
উদ্গাতা
উপাধ্যায়
উপাসথ্য
ঋত্বিক
ওঝা
কপাট
কপিল
কয়াল
কাঞ্জিলাল
কানুনগো
কবিরাজ
কালশেরু
কুন্দ
কুলীন
কেলাসী
খাঁ
খান
খোটেল
গাইন
গাঙ্গুলী
গাংগলী
গিরি
গুঁই
গুরু
গুড়ে
গোঁসাই
গোস্বামী
গোলদার
গ্রহবিপ্র
গ্রামনী
গ্রামপতি
ঘণ্টা
ঘোটেল
ঘোষাল
চট্ট
চন্দ্র
চান্দ্রল
চন্দ্রবৈদ্য
চক্রবর্ত্তী
চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রশেখর
চাক
চাকি
চাকলাদার
চিনি
চৌধুরী
ছত্রী
জটাধর
জোয়ান্দার
জোয়ারদার
ঝা
ঠাকুর
তরফদার
তালুকদার

দত্ত
দাশ/
দাস
দায়ী
দাশারী
দাশশর্ম্মা
দাসমুন্সী
দাশ হাজরা
দিবাকীর্ত্তি
দে
দেব
দেবশর্ম্মা
দেব চৌধুরী
দোলুই
ধর
ধনেশ
ধর রায়
ধারা
ধুর্জ্জটী
নট
নন্দ
নন্দী
নরসুন্দর
নাই/
নাঈ
নাগ
নাভি
নায়ী
নায়িক
নায়েক
নাভালিঙ্গ

নাগ চৌধুরী
ন্যায়ী
পটেল
পটলাক
পতিহার
পরশর্মাণ
পরামাণিক
পতিতব্রাহ্মণ
পরশচিকিৎসার্মাণ
পাণ্ডে
পারী
পারে
পাল
পাঠক
পূজারী
পুংসিক
পোদ্দার
প্রধান
প্রামাণিক
ফনী
বর্ণ
বন্দ
বণ্ডা
বসু
বশিষ্ঠ
বন্দোপাধ্যায়
বরুয়া-শংকর
বাগ
বালী
বিষ্ণু
বাগচী

বারিক
বিশ্বাস
বিদ্যাধর
বেজ
বেদ
বেদী
বেরা
বেইজ
বেদজ্ঞ
বৈদ্য
বোস
ব্যানার্জ্জি
ব্যামোক্তা
ব্রহ্ম
ব্রহ্মা
ব্রাহ্মণ
ভট্ট
ভর
ভট্টাচার্য্য
ভরদ্বাজ
ভাট
ভাঁড়
ভাদুর
ভাণ্ডারী
ভাণ্ডপুট
ভাণ্ডাপুট
ভুঁইয়া
ভৌমিক
মঙ্গল
মন্দুনে
মণ্ডল

মল্লিক
মহন্ত
মহান্তী
মহালী
মহাপাত্র
মহারাজা
মজুমদার
মানা
মান্না
মান্য
মাইতি
মাহালী
মিত্র
মিশ্র
মুখ
মুখী
মুনী
মুণ্ডী
মুন্সী
মুর্দ্ধাণি
মুর্ধানি
মুস্তাফি
মুর্ধন্যা
মৈত্র
মোদক
মৌর্য্য
মৌলিক
মংগলী
যাজ্ঞিক
যাজক
যাজিক

যোগী
রবি
রয়
রাজা
রাত
রাণা
রাহা
রায়
রায়চৌধুরী
রুদ্র
রে
লস্কর
লতাবৈদ্য
লাই
লাহা
লাহির
শর্ম্মা
শাহা
শিব
শিকদার/
সিকদার
শীল
শীলশর্ম্মা
শেনভক্ত
শ্যেন
সর্ব্বজ্ঞ
সবিতা
সনাতন
সরকার
সরখেল
সরস্বত
সমাজদার
সমাজপতি
সাটী
সান্না
সান্যাল
সার্বর্নি
সারস্বত
সিদ্যা
সিন্ধল
সিনহা
সিয়ারিক
সুর
সেন
সেনভক্ত
সোম
সোমবৈদ্য
সাংগলী
সিং
সিংহ
স্পর্শমণি
হলারী
হলধর
হাতী
হাজরা
হালদার
হাজরা দাশ
হাজরা শর্ম্মা
হাজরা চৌধুরী
হোতা
ক্ষুরি/
ক্ষুরী
ক্ষৌরকার

সভাসুন্দর

অধিকারী
অবতার
অমরজ্যোতি
আর্য্য
আনন্দ
আজমেরী
ইথিরাজালু
উড়িম্যান
ওয়ারিয়া
ওয়াথাসি
কদম
কর্ম্মকার
কাটুয়া
কান্নাউ
কাশ্যপ
কাতকর
কানোজিয়া
কাওয়ারী
কিশোর
কিল্লেকার
কুপ্পাস্বামী
কোটাপ্পা
কোটাইস
খান
গঙ্গানন্দ
গাজর
গোবিন্দস্বামী
গোল্লাওয়ালা
ঘাদগে
ঘোড়ুই
চন্দর
চবন
চরণ
চাঁদ
চিন্নাকাপুড়িয়া
চৌধুরী
চৌহান
চৌকিদার
ছাতা
জগতাপ
জয়হিলে
জানা
জাখেনি
জেথাবা
টাকোটা
টাকোটে
তাম্বে
তাজনে
তাইওয়াদে
তুলাংকর
থাকরে
থাথাইস
দাশ/
দাস
দালভি
দাস চৌধুরী
দিবাকর
দুর্গারাও
দেব
দোদলকর

ধল
ধাউড়ে
ধুপি
ধোতে
ধোপা
ধোবা
ধোবী
নস্কর
নাথ
নায়ক
নাগাইয়া
নারায়ণ
নাগরত্নম
নেমাদে
পণ্ডিত
পরদেশী
পরওয়ানা
পলাতকার
পাত্র
পাটনে
পারিত
পাওয়ার
পিথুরী
পোদ্দার
প্যাটেল
প্রধান
প্রসাদ
প্রামাণিক
ফালে
ফারাস
বল

বণিক
বাধে
বাইথা
বাথাম
বারর্ষ্য
বাদগয়া
বাওয়াশিয়াল
বিশ্বাস
বিলজোর
বৈঠা
বৈশান্ত্রী
বৈশ্যারি
ভরগকার
ভারতী
ভারমা
ভেনু
ভেরাজি
ভেন্‌নান্‌
ভোঁসলে
ভৌমিক
ভেংকটিশান
ভেংকটরাও
ভেংকটস্বরলু
মণ্ডল
মজুমদার
মামরাজ
মালবিয়া
মিস্ত্রী
মিরথা
মূর্ত্তি
মুন্নাস্বামী

মুরুস্বামী
মেঘাবাই
যাদব
রঞ্জক
রজক
রজক দাস
রজক রায়
রাম
রায়
রাহী
রাউত
রাউথ
রাক্‌সে
রাকসাল
রাজারত্নম
রানুস্বরম
রোক্‌দে
লাল
লাহনুওয়াগ
লোনকর
শীট/
সীট/
শীঠ
শুক্লদাস
শুক্লধর
শুক্লবৈদ্য
শেঠ
শেঠি
শ্রীবাস
শ্রীভাত্র
শ্রীরামালু

শিং/
সিং
সজ্জন
সরকার
সভাসুন্দর
সমরজ্জাম
সামওয়ার
সিন্দে
সুর্ব্বারাও
সুবসামান্যম্‌
সুব্রামানিয়াম
সেওয়ালা
সোলাংকী
সৌতিরকার
সংখলা
স্বামী
সিংহ
হরকরা
হাদভেদ
হালদুনিয়া
হেদুলকর
ক্ষাত্রি
ক্ষীরসাগর
সাহা
খাঁ
খাঁড়া
চৌধুরী
ঢোল
দাশ/
দাস
নস্কর

নায়েক
পট্টনায়ক
পোদ্দার
প্রামাণিক
বিশ্বাস
মণ্ডল
মল্লিক
মিদ্দা/
মিদ্যা
রায়
শেঠ
সরকার
সা
সাহা
সাবুই
সামুই
সিন্‌হা
হালদার

সাঁওতাল

কিস্কু
চাঁপিয়ার
টুডু
বাস্কে
বাদ্লী
বেসরা
মাঝি
মাণ্ডী
মুর্মু
সোরেন
হাঁসদা
হেমব্রম

সাহুবণিক

অষ্টপতি
খাঁ
দত্ত
দাস
দাস চৌধুরী
পাল
পুরকায়স্থ
পোদ্দার
বিশ্বাস
মুন্সী
মহাজন
মজুমদার
মাঝি
রায়চৌধুরী
লস্কর
লালা
শিকদার
শিখিপতি
সাউ
সাধু
সাহা
সাউধ
সেন
সোম
হালদার
হোমদার

সূত্রধর

কর
কর্ণী
কুণ্ডু
খাঁ
খান
খৈশর্মা
গান
গাইন
গায়েন
গুদি
চন্দ
চন্দ্র
চৌধুরী
তালুকদার
দত্ত
দাশ/
দাস
দাশশর্মা
দে
ধর
নাগ
পান
পাল
পাইন
বসু
বর্ধন
বাগ
বিশ্বাস
বোলেন
ভবাই
ভালুক
ভাস্কর
ভৌমিক
মল্লিক
মজুমদার
মান্না
মিস্ত্রী
মিস্তরী সূত্রধর
রক্ষিত
রাণা
রাম
রায়
লাল
শিকারী
শী
শীল
সরকার
সরকার চৌধুরী
সাঁই
সেন
সূত্রধর
স্থী
হাজরা

সুবর্ণবণিক

আঢ্য
কর
খাঁ
খাঁ মল্লিক
চন্দ
চন্দ্র
চৌধুরী
দত্ত
দাস
দে
দে মল্লিক

ধর
নন্দী
নাথ
নাহা
পান
পানি
পাল
পাইন
পালচৌধুরী
পোদ্দার
বর্দ্ধন/
বর্ধন
বণিক
বড়াল
মণ্ডল
মল্লিক
রাহা
রায়
লাহা
শীল
শেঠ
সাহা
সেন
সিনহা
সিংহ
হোম

স্বর্ণকার

কামিলা
দাস
মারিক
শী
সান্তারা
সিংহ

হাজং

দেউসি
পণ্ডিত
বর্ম্মা
বর্ম্মন
সরকার
হাজং

হাড়ি

আড়ি
কদম
কুইলা
খান
ঘড়াই
ঘোড়াই
চিতি
দাশ/
দাস
দোলই
দোলাই
ধল
ধানী
নাইয়া
নিয়োগী
পণ্ডিত
পড়্যাল
পাত্র
পাল
পাখিরা/
পাখীরা
পাতর
প্রামাণিক
বাগ
বিজলী
বিষাই/
বিসাই
বেরা
ভাঙ্গী
ভক্তা
ভঞ্জ
ভুঞা/
ভুঞ্যা
মণ্ডল
মজুমদার
মাল
মাহার
মিস্ত্রী
মৌজে
রায়
শিউলী
শিকারী
সাউ
সামট
সামাট
সামন্ত
সিং
সেনাপতি
হাড়ি
হাজরা
হালদার

হো

পুরতি
বারলা
সয়
হাঁসদা
হেমব্রম

ক্ষত্রিয়

জিত
বক্শী
বর্ম্মা
বড়াইক
বর্মন রায়
ভগত
মাহাতো
রায়
রায় বর্মন
সিংহ
সিংহ রায়

ঘ-বিভাগ

একাধিক জাতির মধ্যে একই পদবীর ব্যবহার

(ক) সংগৃহীত বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে একই পদবীর ব্যবহার পরিবেশিত হয়েছে।

(খ) বানানের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে উচ্চারণের সাদৃশ্যে বিভিন্ন পদবী-গুলিকে একই পংক্তিতে দেখানো হল।

(গ) এই বিভাগে (যোগী/রুদ্রজব্রাহ্মণ) ও [সবিতৃ/ (শ্রোত্রিয়) সবিতৃ ব্রাহ্মণ] —এই দুটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কেবল প্রথমোক্ত যোগী ও সবিতৃ ব্যবহার করা হল।

পদবী		জাতির নাম
অধ্বর্য/ অধবর্য্য	=	ব্রাহ্মণ/সবিতৃ
অধিকারী	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য, মালাকার, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, মালী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর
আগুরি/ আগোরি	=	উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
আগুলিয়া	=	উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
আটা	=	তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মোদক, সদ্গোপ
আড্ডি/ আঢ্যি	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ
আঢ্য	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক
আশ/ আষ/ আস	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, তন্তুবায়,তাম্বুলিবণিক,ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, মোদক
আর্য্য	=	মালী, সভাসুন্দর
আড়ি/ আড়ী/ আঢ়ী	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, লোধা, সদ্গোপ,হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
আইচ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, মোদক
আইন	=	কায়স্থ, বারুজীবী
আচার্য/ আচার্য্য	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ, মালী, সবিতৃ
আদক/ আধক	=	কর্ম্মকার, তিওর, নমঃশূদ্র, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
আদিত্য	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, বৈদ্য, সবিতৃ
আলুনি/ আলুনী	=	সৎচাষী, সদ্গোপ
আগুয়ান/ আগোয়ান	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
ইন্দ্র	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, বৈদ্য, মোদক
উকিল	=	কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ
উদ্গাতা	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
উপাধ্যায়	=	ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
ঋত্বিক	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
ওঝা	=	কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, ডোম, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ
কর	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, ডোম, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, মালাকার, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শাঁখারী, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
কলা	=	কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কাঁড়	=	চামার, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কদম	=	সভাসুন্দর, হাড়ি
কপট/ কপাট	=	ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সবিতৃ
কপটী/ কপাটি	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়

৩ ঘ-বিভাগ

পদবী		জাতির নাম
করণ	=	কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
করুই / কড়ুই / কড়োই	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
কড়াল/ কাড়াল	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কয়াল	=	কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সবিতৃ
কবিরাজ	=	কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, ডোম, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, শাঁখারী, সদ্গোপ, সবিতৃ
কর্মকার/ কর্ম্মকার	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, মালী, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সভাসুন্দর
কাক	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
কাঞ্জি/ কাঞ্জী	=	কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য
কালী	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য
কাটারি/ কাটারী	=	ডোম, তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
কাঁটাল/ কাঁটাল/ কাঁটাল	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
কাণ্ডার	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কানুনগো	=	বৈদ্য, সবিতৃ
কাপর/ কাপড়	=	কুম্ভকার, মাহিষ্য
কামার	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
কামাল	=	কর্ম্মকার, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
কামিলা	=	মাহিষ্য, স্বর্ণকার
কামলে	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
কামিল্যা/ কামিল্যা	=	কর্ম্মকার, সদ্গোপ

পদবী		জাতির নাম
কারক	=	কৈবর্ত্ত, তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
কলশা/ কলসা	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
কাশ্যপ	=	কুম্ভকার, সভাসন্দর
কাঁশারী	=	কর্ম্মকার, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কাসন্দি/ কাসন্ধি	=	মাহিষ্য, সদ্গোপ
কাঁড়ার	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
কাঞ্জিলাল	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
কারফর্ম্মা/ কারফরমা	=	ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ
কীর্তনিয়া/ কীর্ত্তনীয়া	=	নমঃশূদ্র, যোগী
কুন্ডু	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, গন্ধবণিক, ডোম, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, মোদক, সদ্গোপ, সূত্রধর
কুন্দ	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
কুড়/ কুঁড়	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কংসবণিক, শাঁখারী
কুইতি	=	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য
কুইলা	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ, হাড়ি
কুইলি/ কুইলী	=	কৈবর্ত্ত, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কুমার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
কুমীর	=	তিওর, রাজবংশীক্ষত্রিয়
কুলভি/ কুলভী	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ
কুশারি/ কুশারী	=	বৈদ্য, ব্রাহ্মণ
কেশরী	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ
কেরকেটা	=	ওরাঁও, খারিয়া, মুন্ডা

৫ খ-বিভাগ

পদবী		জাতির নাম
কোলে	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যাদব, সদ্গোপ
কোঙর/ কোঙার/ কোঁঙার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
কোটাল/ কটাল	=	কৈবর্ত্ত, তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, লোধা
কোনার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, যাদব, সদ্গোপ
কোলেমান	=	তিলি, বৈশ্যতেলি
খা/ খাঁ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহা, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
খান/ খাঁন	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সূত্রধর, হাড়ি
খাড়া/ খাঁড়া/ খঁড়া	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ, সাহা
খাটুয়া	=	তিলি, মাহিষ্য
খামারু/ খামাড়ু	=	কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, যোগী, সদ্গোপ
খামরাই	=	মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
খামরুই	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
খাস্তগীর	=	কায়স্থ, বৈদ্য
খুটিয়া/ খুঁটিয়া	=	মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
খেটো	=	কৈবর্ত্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
খেস	=	ওরাঁও, কায়স্থ
খোটেল	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সবিতৃ

পদবী		জাতির নাম
গণ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্যকপালী, তাম্বুলিবণিক
গল/ গোল	=	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য
গড়	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ
গঙ্গোপাধ্যায়	=	ব্রাহ্মণ, যোগী
গরাই/ গড়াই	=	কলু, কৈবর্ত্ত, বৈশ্যতেলি, সদ্গোপ
গারু/ গাড়ু	=	কৈবর্ত্ত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
গাইন	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, মাহিষ্য, যোগী, সৎচাষী, সবিতৃ, সূত্রধর
গাঙ্গুলী	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
গাবুর	=	মেচ, রাজবংশীক্ষত্রিয়
গায়ান/ গায়েন	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সূত্রধর
গিরি/ গিড়ি	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যাদব, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ
গুই/ গুঁই	=	কংসবণিক, কায়স্থ, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, মোদক, সবিতৃ
গুণ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, নমঃশূদ্র
গুপ্ত	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়
গুহ/ গোহ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, সদ্গোপ
গুড়	=	কায়স্থ, তন্তুবায়, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ
গুড়ে	=	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, সদ্গোপ, সবিতৃ
গুড়্যা	=	মাহিষ্য, মোদক
গুনিন/ গুনীন	=	কৈবর্ত্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
গুড়িয়া	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, মুণ্ডা

৭ ঘ-বিভাগ

পদবী		জাতির নাম
গঠছাইত/ গঠছাইৎ	=	করেঙ্গা, ডোম, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
গোপ	=	যাদব, সদ্‌গোপ
গোড়/ গোঁড়	=	কর্ম্মকার, গন্‌ড
গোঁসাই	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যোগী, সবিতৃ
গোস্বামী	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যোগী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
গোলদার	=	তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
গৌতম	=	কর্ম্মকার, সদ্‌গোপ
ঘণ্টা	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
ঘর	=	কায়স্থ, গন্ধবণিক
ঘরা/ ঘড়া	=	ডোম, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
ঘটক	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সদ্‌গোপ
ঘরামি/ ঘরামী	=	কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
ঘড়ই/ ঘড়ুই/ ঘোড়ই/ ঘোড়ুই	=	করেঙ্গা, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, সভাসুন্দর
ঘাটা/ ঘাঁটা/ ঘটা	=	ডোম, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
ঘাটি/ ঘাঁটি/ ঘাঁট	=	গন্ধবণিক, ডোম, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
ঘুঘু	=	তিওর, রাজবংশীক্ষত্রিয়

পদবী		জাতির নাম
ঘোষ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কোটাল, গোপ, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ
ঘোড়া	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
ঘোটেল/ বেটেল	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সবিতৃ
ঘোষাল	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, সবিতৃ
ঘোড়াই/ ঘড়াই	=	কান্দ্রা, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাড়ি
ঘোষ মজুমদার	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, যাদব
চট্ট/ চট্টো	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
চন্দ	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, মালী, মোদক, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক
চন্দ্র	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মোদক, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
চরণ	=	মাহিষ্য, সভাসুন্দর
চক্রবর্ত্তী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
চট্টোপাধ্যায়	=	ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
চাঁই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
চাঁদ	=	নমঃশূদ্র, বারুজীবী, সভাসুন্দর
চাপ	=	কায়স্থ, মাহিষ্য
চাকি/ চাকী	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মোদক, সবিতৃ
চার	=	তাম্বুলিবণিক, মোদক
চাকলাদার	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
চাট্টারজি	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
চিনে	=	তন্তুবায়, তিলি
চোবে/ চৌবে	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ

পদবী		জাতির নাম
চৌধুরি/ চৌধুরী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুর্মিক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, খটিক, গন্ধি, গোপ, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, দোসাধ, নমঃশূদ্র, পাশি, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাহেলিয়া, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যাদব, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিত্, সভাসুন্দর, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
চৌকিদার	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সভাসুন্দর
চংদার	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
চোংদার	=	ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য
জানা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করণ, করেঙ্গা, কান্দ্রা, কৈবর্ত্ত, গোপ, ডোম, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর, সদ্গোপ, সভাসুন্দর
জালি	=	কৈবর্ত্ত, রাজবংশীক্ষত্রিয়
জালানি/ জালানী/ জুলানি	=	কাশ্যপকাওরা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
জালুয়া	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
জোয়াদ্দার	=	কৈবর্ত্ত, পাটনী, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিত্
জোয়ারদার	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যাদব, সবিত্
টিকাদার/ টীকাদার	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
টোটো / টেটো	=	খারিয়া, টোটো
ঠাকুর	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পাটনী, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, যাদব, যোগী, সবিত্
ঠাকুরতা	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
ডাল	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
ডাকুয়া/ ডাগুয়া	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়

পদবী		জাতির নাম
ঢাকী	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র
ঢাল	=	কৈবর্ত্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
ঢালি/ ঢালী	=	গোপ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
ঢেঁকি	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ
ঢোল	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সাহা
ঢ্যাং	=	গন্ধবণিক, তিলি
তপাদার/ তফাদার	=	কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ
তলাপাত্র	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
তরফদার	=	কায়স্থ, কেবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ
তাঁতী	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যোগী
তারণ	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
তালুকদার	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যোগী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সূত্রধর
তেওয়ারী	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ
ত্রিবেদী	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ
তোষ	=	কায়স্থ, তন্তুবায়
দত্ত	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কংসবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তন্তুবণিক, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পাটনী, বাইতি, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মালাকার, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শাঁখারী, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
দর্জি/ দর্জ্জি	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
দলই/ দলুই/ দেলুই/	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কান্দ্রা, কৈবর্ত্ত, পাটনী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ, হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
দোলই/ দোলাই/ দোলুই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কান্দ্রা, কৈবর্ত্ত, প্যাটনী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ, হাড়ি
দণ্ডপাট/ দণ্ডপাঠ	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ
দফাদার	=	নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
দা/ দাঁ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, কংসবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মোদক
দানা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
দাম	=	কায়স্থ, বারুজীবী, মালী, মোদক
দাশ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাকমারা, কৈবর্ত্ত, ডোম, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, মালী, মাহিষ্য, মোদক, রুইদাস, শবর, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সূত্রধর, হাড়ি
দাস	=	করণ, করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কুম্ভকার, কোটাল, কোনাই, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, গনুরি, গন্ধবণিক, চামার, ডোম, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, তুরী, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, বাউরী, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈষ্ণব, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মাল, মালী, মাহিষ্য, মালাকার, মোদক, যাদব, যোগী, রাভা, রাজবংশীক্ষত্রিয়, রুইদাস, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, স্বর্ণকার, হাড়ি
দালাল	=	কর্ম্মকার, তন্তুবায়, তিলি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যোগী, সদ্গোপ
দাশগুপ্ত	=	কাশ্যপকাওরা, বৈদ্য, মালী
দাশরায়/ দাসরায়	=	কায়স্থ, মালী
দাশশর্ম্মা	=	বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ, সূত্রধর

পদবী		জাতির নাম
দাশ চৌধুরী/ দাস চৌধুরী	=	করণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মালী, সভাসুন্দর, সাহুবণিক
দাশ মজুমদার/ দাস মজুমদার	=	কায়স্থ, মাহিষ্য
দাসমুন্সি/ দাসমুন্সী	=	কায়স্থ, সবিতৃ
দিণ্ডা	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
দিগার	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, লোধা
দিক্ষীৎ/ দীক্ষিত	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ, যোগী
দিকপতি/ দিগপতি	=	উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
দে	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, মালী, মাহিষ্য, মালাকার, মোদক, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
দেব	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ মালী, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ, সভাসুন্দর
দেউরি/ দেউরী	=	কুম্ভকার, রাজবংশীক্ষত্রিয়
দেওয়ান	=	চাকমা, নমঃশূদ্র. বাউরী, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, যোগী, সদ্গোপ
দেবনাথ	=	তন্তুবায়, যোগী
দেবরায়	=	কায়স্থ, রাজবংশীক্ষত্রিয়, যোগী
দেবশর্মা/ দেবশর্ম্মা	=	কর্ম্মকার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
দেবাংশী	=	তিলি, সদ্গোপ
দেশমুখ	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য
দেশমুখ্য	=	বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ
দেব চৌধুরী	=	কায়স্থ, সবিতৃ

পদবী		জাতির নাম
দেব বর্মন/ দেব বর্ম্মন	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, রাজবংশীক্ষত্রিয়
দেবশর্ম্মন	=	কর্ম্মকার, যোগী
দোবে/ দুবে	=	বৈদ্য, ব্রাহ্মণ
দোয়ারী/ দুয়ারী	=	কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সদ্গোপ
ধর	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যাদব, শাঁখারী, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
ধল	=	তাম্বুলিবণিক, সভাসুন্দর, হাড়ি
ধারা/ ধাড়া	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করেঙ্গা, কৈবর্ত্ত, ডোম, তন্তুবায়, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সবিতৃ
নন্দ	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
নন্দী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কংসবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নট, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, মালী, মোদক, শাঁখারী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক
নন্দন	=	কায়স্থ, কংসবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, বারুজীবী
নস্কর	=	কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ, সভাসুন্দর, সাহা
নাগ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মুণ্ডা, মোদক, শাঁখারী, সবিতৃ, সূত্রধর
নাথ	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, যোগী, সভাসুন্দর, সুবর্ণবণিক
নাদ	=	কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক
নাহা	=	কায়স্থ, সুবর্ণবণিক
নাইয়া/ নায়া	=	কাশ্যপকাওরা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
নাটুয়া	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
নায়ক	=	কায়স্থ, ডোম, তাম্বুলিবণিক, তিলি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মাল, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সভাসুন্দর
নায়েক	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, ঘাসি, তিলি, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মলঙ্গী, মাহিষ্য, লোধা, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সাহা
নারায়ণ	=	রাজবংশীক্ষত্রিয়, সভাসুন্দর
নিয়োগী	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, মোদক, সদ্‌গোপ, হাড়ি
নেয়ে	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
পই/ পৈ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
পতি	=	ব্রাহ্মণ, যোগী
পল্লে/ পোল্লে	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
পড়্যা	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
পণ্ডিত/ পণ্ডিৎ	=	কর্ম্মকার, করেঙ্গা, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কোটাল, কৈবর্ত্ত, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সভাসুন্দর, হাজং, হাড়ি
পর্ত/ পর্ব্বত	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়
পড়িয়া	=	করেঙ্গা. কৈবর্ত্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
পড়ুয়া	=	করণ, মাহিষ্য
পরিহর/ পরিহার	=	কুম্ভকার, তিলি
পট্টনায়ক	=	কায়স্থ, তিলি, মাহিষ্য, সাহা
পট্টনায়েক	=	করণ, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
পরামাণিক	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, গোপ, তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সবিতৃ

পদবী		জাতির নাম
পাঙ্গা	=	তন্তুবায়, মাহিষ্য
পাজা/ পাঁজা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, তিওর, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
পাত্র	=	করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কান্দ্রা, কাশ্যপকাওরা, ডোম, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সভাসুন্দর, হাড়ি
পান	=	পান, যাদব, সদ্‌গোপ, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক
পাণি	=	কায়স্থ, সুবর্ণবণিক
পাণ্ডে	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
পান্তি/ পান্তী	=	তাম্বুলিবণিক, তিলি
পাল	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, মলঙ্গী, মালী, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, হাড়ি
পাড়/ পাঁড়	=	বৈশ্যকপালী, নমঃশূদ্র
পাড়ে/ পাঁড়ে/ পারে	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
পাড়ি/ পারী	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
পাইক	=	কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ
পাইন	=	কর্ম্মকার, গন্ধবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যসাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
পাকড়ে	=	ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
পাখিরা/ পাখীরা	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
পাখিয়া	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
পাটনে	=	কায়স্থ, সভাসুন্দর
পাটারী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
পাঠক	=	নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
পাত্তর/ পাথর	=	তিলি, বাউরী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হাড়ি
পালই	=	গোপ, যাদব
পালিত	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
পাড়ই/ পাড়ুই/ পড়ই	=	বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
পাটওয়ারী/ পাটোয়ারী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী
পালচৌধুরী	=	তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, সুবর্ণবণিক
পুরতি	=	মুণ্ডা, হো
পুরকাইত/ পুরকাইৎ	=	কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
পুরকায়স্থ	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যোগী, সদ্‌গোপ, সাহুবণিক
পুরকায়েত	=	কায়স্থ, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
পূজারী	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
পোড়ে	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
পোদ্দার	=	কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, মালী, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক
পোড়েল/ পড়েল	=	ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
পৈলান	=	বাশ্যপকাওরা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
প্যাটেল	=	কুর্ম্মিক্ষত্রিয়, সভাসুন্দর

পদবী		জাতির নাম
প্রধান	=	করণ, কায়স্থ, কোটাল, কুর্মিক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মলঙ্গী, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ, সভাসুন্দর
প্রসাদ	=	গনড, চামার, দোসাধ, বৈশ্যতৌলি, সভাসুন্দর
প্রতিহার	=	ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ
প্রামাণিক	=	করেঙ্গা, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, গনরি, গন্ধবণিক, ডোম, তন্তুবায়, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতৌলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, লোধা, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, হাড়ি
ফনী	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
ফৌজদার	=	তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যসাহা, সদ্‌গোপ
বঙ্গ	=	তন্তুবায়, তিলি
বক্সি/ বক্সী/ বকশি/ বকশী/ বকসি/ বকসী	=	করণ, কর্ম্মকার, করেঙ্গা, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, সদ্‌গোপ, ক্ষত্রিয়
বন্দ/ বন্দ্য	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
বন্ধু	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
বর্মা/ বর্ম্মা	=	কায়স্থ, কুর্মিক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাজং, ক্ষত্রিয়
বর	=	কায়স্থ, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর
বরা	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মোদক, যোগী, সদ্‌গোপ
বল	=	কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, সভাসুন্দর
বসু	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, মালী, সবিতৃ, সূত্রধর

পদবী		জাতির নাম
বর্ধন/ বর্দ্ধন	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
বণিক	=	গন্ধবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সভাসুন্দর, সুবর্ণবণিক
বর্মণ/ বর্ম্মন/ বর্মন	=	কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, তিওর, পালিয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাজং
বরাট	=	কায়স্থ, বৈদ্য, মোদক
বল্লব/ বল্লভ	=	নমঃশূদ্র, যাদব, সৎচাষী, সদ্‌গোপ
বসাক	=	কর্ম্মকার, তন্তুবায়, তন্তুবণিক, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, যোগী, সদ্‌গোপ
বসুনা	=	কর্ম্মকার, বারুজীবী
বড়াল	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক
বরুয়া/ বড়ুয়া	=	ব্রাহ্মণ, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বর্মন রায়	=	মল্লক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়
বন্দোপাধ্যায়	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
বড়ভুইয়া	=	পাটনী, মাহিষ্য
বাগ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, করেঙ্গা, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাল, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সূত্রধর, হাড়ি
বাঘ	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
বাজ/ বাঁজ	=	ডোম, নমঃশূদ্র
বান	=	কায়স্থ, যোগী
বাবু	=	কায়স্থ, তন্তুবণিক, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
বার/ বাড়	=	কুম্ভকার, মাহিষ্য

পদবী		জাতির নাম
বালা	=	নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, সদ্‌গোপ
বাস/ ব্যাস	=	ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ
বাড়ি/ বারি	=	রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
বাড়ৈ	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
বাইন	=	নমঃশূদ্র, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বাউরি/ বাউরী	=	বাউরী, ডোম, নমঃশূদ্র
বাকচি/ বাকচী/ বাগচী/ বাগছী	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
বাগানী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
বাকরা/ বাকড়া/ বাখড়া	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বাগলী/ বাগুলী/ বাগুলে	=	কুম্ভকার, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
বাঙ্গাল	=	মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বাছার/ বাছাড়		তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, মাহিষ্য
বানিয়া	=	নমঃশূদ্র, সৎচাষী
বাপুলী	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ
বারলা	=	মুণ্ডা, হো
বারিক	=	করণ, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, গোপ, ডোম, তন্তুবায়, তিলি, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
বারুই/ বাড়ুই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়

পদবী		জাতির নাম
বারুরী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
বাড়ই	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
বাড়াই	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বাড়ুজ্যে/ বাড়ুয্যে	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
বায়ন/ বায়ান/ বায়েন	=	করণ, কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
বাওয়ালী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
বিট	=	তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, সদ্গোপ
বিদ	=	কায়স্থ, গন্ধবণিক
বিন্দ	=	কায়স্থ, বিন্দ
বিষ্ণু	=	কায়স্থ, গন্ধবণিক, সবিতৃ
বিজলী/ বিজুলী	=	ডোম, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাড়ি
বিশ্বাস	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, গন্ধরি, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সাহুবণিক সূত্রধর
বিশুই/ বিসুই	=	ডোম, নমঃশূদ্র
বিশ্বকর্ম্মা	=	কর্ম্মকার, কামী
বিষই/ বিষাই/ বিসাই	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, হাড়ি
বিষয়ী	=	কৈবর্ত্ত, তন্তুবায়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
বীর	=	তন্তুবায়, মাহিষ্য, যোগী

পদবী		জাতির নাম
বেজ	=	করণ, গন্ধবণিক, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সবিত্‌
বেদ	=	কায়স্থ, বৈদ্য, সবিত্‌
বেরা/ বেড়া	=	করণ, করেঙ্গা, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, তিলি, নমঃশূদ্র, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর, সদ্‌গোপ, সবিত্‌, হাড়ি
বেতাল	=	তিলি, মাহিষ্য
বেপারী/ ব্যাপারী	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়, যোগী
বেবত্তা/ বেবর্ত্তা	=	করণ, কায়স্থ
বেহারা	=	কুম্ভকার, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ
বৈদ্য	=	কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিত্‌
বৈষ্ণব	=	তিলি, নমঃশূদ্র
বৈরাগী	=	কর্ম্মকার, কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
বোস	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মালী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিত্‌
বন্দি/ ব্যান্দি	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
ব্যানার্জি/ ব্যানার্জী	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিত্‌
ব্রহ্ম	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, সবিত্‌
ব্রহ্মা	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সবিত্‌
ব্রহ্মচারী	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী
ভক্ত	=	তিলি, নট, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, মালী, মাহিষ্য
ভক্তা	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, নমঃশূদ্র, হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
ভঞ্জ	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর, হাড়ি
ভট্ট	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
ভদ্র	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, মোদক, শাঁখারী
ভর/ ভড়	=	তন্তুবায়, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, সবিতৃ
ভকত/ ভগত/ ভোগত	=	কুম্ভকার, গোপ, তাম্বুলিবণিক, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়
ভরদ্বাজ	=	যোগী, সবিতৃ
ভাঙ্গি/ ভাঙ্গী	=	নমঃশূদ্র, হাড়ি
ভাট	=	ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, সবিতৃ
ভাঁড়	=	সদ্গোপ, সবিতৃ
ভট্টাচার্য্য	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
ভাদুড়ি/ ভাদুড়ী	=	কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণ, যোগী
ভাণ্ডারী	=	তিলি, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ, সবিতৃ
ভারতী	=	কর্ম্মকার, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সভাসুন্দর
ভুই/ ভুঁই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক, মাহিষ্য
ভুইয়া/ ভুঁইয়া/ ভুঞা/ ভুঞ্যা/ ভুঁয়া/ ভুঁয়ে	=	করেঙ্গা, কান্দ্রা, কৈবর্ত্ত, চামার, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সবিতৃ, হাড়ি
ভোজ/ ভোঁজ	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়

পদবী		জাতির নাম
ভৌমিক	=	করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সূত্রধর
মণি	=	তিলি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মন্ত্রী	=	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মল	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
মল্ল	=	উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
মঙ্গল	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
মণ্ডল	=	উগ্রক্ষত্রিয়, ওরাঁও, করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কুর্মিক্ষত্রিয়, কোনাই, কৈবর্ত্ত, খারিয়া, গন্ধরি, গোপ, ডোম, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মুণ্ডা, মেচ, মোদক, যাদব, যোগী, রাজোয়ার, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সুবর্ণবণিক, হাড়ি
মরর	=	কুম্ভকার, মাহিষ্য
মরার	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, ডোম
মল্লিক	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কোটাল, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, ডোম, তন্তুবায়, তন্তুবণিক, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, তুরী, নমঃশূদ্র, পান, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
মহতো/ মহাতো/ মাহতো/ মাহাত/	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, গোপ, তন্তুবায়, নুনিয়া, বেদিয়া, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, ক্ষত্রিয়

পদবী		জাতির নাম
মাহাতো/ মেহতা/ মেহতো	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, গোপ, তন্তুবায়, নুনিয়া, বোদিয়া, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, ক্ষত্রিয়
মহলী/ মহালী/ মাহালী	=	নমঃশূদ্র, সবিতৃ
মহাত্মা	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যোগী
মহন্ত/ মহান্ত/ মোহন্ত/ মোহান্ত	=	কুর্মিক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, বৈষ্ণব, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
মহান্তি/ মহান্তী/ মাহান্তি/ মোহান্তি	=	করণ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
মহিষ	=	ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
ময়রা	=	নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, মোদক
মহাজন	=	নমঃশূদ্র, যোগী, সাহুবণিক
মহাপাত্র	=	করণ, তিলি, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সবিতৃ
মহাশয়	=	কায়স্থ, সদ্‌গোপ
মজুমদার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্মকার, কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহুবণিক, সূত্রধর, হাড়ি
মহলদার/ মহালদার	=	নমঃশূদ্র, মল্লক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
মাজি/ মাজী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্মকার, কৈবর্ত্ত, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, শবর, সদ্‌গোপ

২৫ ঘ-বিভাগ

পদবী		জাতির নাম
মাঝি/ মাঁঝি	=	করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কাশ্যপকাওরা, কুম্ভকার, কেওট, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, গোপ, ডোম, তন্তুবায়, তিলি, দোসাধ, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাউরী, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সাঁওতাল, সাহুবণিক
মাতা	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
মান	=	কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যাদব
মানা	=	ডোম, মাহিষ্য, সবিতৃ
মান্না	=	করেঙ্গা, কৈবর্ত্ত, তন্তুবায়, তিলি, বাইতি, বারুজীবী, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সবিতৃ, সূত্রধর
মাল	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কাশ্যপকাওরা, তাম্বুলিবণিক, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাল, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, হাড়ি
মালি/ মালী	=	করেঙ্গা, কান্দ্রা, কাশ্যপকাওরা, কুম্ভকার, ডোম, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য
মালো	=	নমঃশূদ্র, মল্লক্ষত্রিয়
মাইতি	=	করেঙ্গা, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর, সদ্গোপ, সবিতৃ
মাকড়/ মাকুড়	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য
মাথাল	=	তিওর, ভূমিজ
মারিক	=	তন্তুবায়, গোপ, বারুজীবী, সদ্গোপ, স্বর্ণকার
মালিক	=	কোটাল, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
মাসাণ্ড	=	কৈবর্ত্ত, ডোম
মালাকার	=	নমঃশূদ্র, মালী, মালাকার, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মিত্র	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ

পদবী		জাতির নাম
মিন্ধা/ মির্ধা/ মিরধা	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মিন্দা/ মিদ্যা/ মিঃদ্য/ মিদ্দে	=	কৈবর্ত্ত, ডোম, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সাহা
মিশ্র	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
মিস্ত্রি/ মিস্ত্রী	=	কর্ম্মকার, কাশ্যপকাওরা, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মালী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সভাসুন্দর, সূত্রধর, হাড়ি
মুক/ মুখ	=	কায়স্থ, কুম্ভকার, সবিতৃ
মুদি	=	তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
মুন্সি/ মুন্সী/ মুনসী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক
মুলা	=	কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ
মুড়া	=	কৈবর্ত্ত, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মুখার্জি/ মুখার্জী	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, যোগী
মুচ্ছুন্দি/ মুৎসুদ্দি	=	কর্ম্মকার, তন্তুবায়
মুস্তফী/ মুস্তাফি/ মৌস্তাফি/ মুস্তাফী	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
মুখোপাধ্যায়	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ
মহুরী/ মুহুরী	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, সদ্গোপ

২৭ য বিভাগ

পদবী		জাতির নাম
মৃধা	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
মেটে	=	ডোম, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য
মাট্যা/ মেট্যা	=	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য
মেটিয়া	=	মাহিষ্য, সদ্গোপ
মৈত্র	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
মোদী	=	কোড়া, তিলি, সদ্গোপ
মোদক	=	কান্দ্রা, তিওর, ব্রাহ্মণ, মোদক, সবিতৃ
মোশেল/ মোষেল	=	তন্তুবায়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
মোড়ল	=	নমঃশূদ্র, বাজিকর, যাদব, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
মৌলিক	=	কর্ম্মকার, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সবিতৃ
যশ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
যাজক	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
যাজ্ঞিক	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
যাদব/ যাধব	=	কুম্ভকার, যাদব, সভাসুন্দর
যাচনদার/ যাচন্দার	=	তন্তুবায়, যোগী
যোগী	=	যোগী, সবিতৃ
রঙ্গ	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র
রঞ্জিত	=	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
রক্ষিত	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, বারুজীবী, বৈদ্য, মাহিষ্য, মোদক, সূত্রধর
রণজিৎ	=	কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
রবিদাস	=	চামার, রুইদাস
রাও	=	কায়স্থ, কুর্ম্মিক্ষত্রিয়, যাদব
রাজ	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বৈদ্য, মাহিষ্য, যাদব

পদবী		জাতির নাম
রাজা	=	চাকমা, নমঃশূদ্র, সবিতৃ
রাণা	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, ডোম, তন্তুবায়, তিলি, দোসাধ, নমঃশূদ্র, বাইতি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সূত্রধর
রাম	=	গন্ড, চামার, দোসাধ, পাশি, বাহেলিয়া, সভাসুন্দর, সূত্রধর
রাহা	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক
রায়	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কূর্ম্মক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, গন্ধি, গারো, গোপ, চাকমা, তন্তুবায়, তিলি, তিওর, তুরী, দোসাধ, নমঃশূদ্র, পাটনী, পালিয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাহেলিয়া, বৈদ্য, বৈশ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতৌলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মালাকার, মুণ্ডা, মোদক, যাদব, যোগী, রাভা, রাজোয়ার, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, হাড়ি, ক্ষত্রিয়
রাউত/ রাউৎ/ রাউথ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করণ, কর্ম্মকার, কূর্ম্মক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, গোপ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সভাসুন্দর
রাউল	=	কৈবর্ত্ত, তন্তুবায়, রাজবংশীক্ষত্রিয়
রাহুত	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য
রাজগুরু	=	যাদব, যোগী
রাজবংশী	=	রাজোয়ার, রাজবংশীক্ষত্রিয়
রায়চৌধুরী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করণ, কর্ম্মকার, কায়স্থ, তিলি, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতৌলি, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক
রায় বর্মন/ রায় বর্ম্মন	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, রাজবংশীক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়
রায় সিংহ	=	বৈশ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
রায় বাসুনিয়া	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
রাঢ়ী	=	তন্তুবায়, নমঃশূদ্র

পদবী		জাতির নাম
রুদ্র	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, সবিতৃ
রং	=	তিওর, রাজবংশীক্ষত্রিয়
লস্কর	=	গারো, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক
লাল	=	গন্ড, যাদব, সভাসুন্দর, সূত্রধর
লালা	=	কায়স্থ, বৈশ্যসাহা, সাহুবণিক
লাহা	=	কর্ম্মকার, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, বারুজীবী, মোদক, সদ্গোপ, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক
লাহিড়ি/ লাহিড়ী	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
লোহার	=	কামী, লোহার
লোনকর	=	কুম্ভকার, সভাসুন্দর
শর্মা/ শর্ম্মা	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
শর্ম্মণ/শর্ম্মন	=	ব্রাহ্মণ, যোগী
শর্ম্ম সরকার	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ
শানী/ সানী	=	করেঙ্গা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
শাল/সাল	=	কর্ম্মকার, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
শাস্ত্রী	=	বৈদ্য, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, যোগী
শাহ/ সাহে	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যতেলি
শাখারী/ শাঁখারী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
শাসমল	=	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য
শিউলী	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, হাড়ি
শিকারী/ শীকারী	=	কাশ্যপকাওরা, কুম্ভকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সূত্রধর, হাড়ি

পদবী		জাতির নাম
শিকদার/ সিকদার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, তিলি, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক
শিমলাই/ সিমলাই	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
শী/ সী	=	নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যাদব, সূত্রধর, স্বর্ণকার
শিব সিব	=	মেচ, যোগী, সবিতৃ
শিট/ শীট/ শীঠ/ সীট	=	তিলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সভাসুন্দর
শীল	=	কায়স্থ, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মোদক, সবিতৃ, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
শুই/ সুই	=	কায়স্থ, তন্তুবায়
শুর/ শূর/ সুর	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, ডোম, নমঃশূদ্র, শাঁখারী, সদ্গোপ, সবিতৃ
শুকুল/ সুকুল	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ
সূত্রধর	=	নমঃশূদ্র, সূত্রধর
শেঠ	=	কর্ম্মকার, তন্তুবায়, তন্তুবণিক, তিলি, বৈশ্যতেলি, মাহিষ্য, মালাকার, যোগী, সদ্গোপ, সভাসুন্দর, সাহা, সুবর্ণবণিক
শেঠি	=	তন্তুবণিক, সভাসুন্দর
শ্রীমানী	=	তিলি, সৎচাষী
সয়	=	মুণ্ডা, হো
সন্ন্যাসী	=	নমঃশূদ্র, যোগী

পদবী		জাতির নাম
সর্ব্বজ্ঞ	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
সরদার/ সর্দার	=	ওরাঁও, কাশ্যপকাওরা, খারিয়া, ডোম, তন্তুবায়, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বেদিয়া, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ভূমিজ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মুণ্ডা, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ
সমদ্দার/ সমাদ্দার/ সোমদ্দার	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, যোগী, সৎচাষী, সদ্গোপ
সরকার	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কুর্মিক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, গন্ধর্ব্ব, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পাটনী, পালিয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সাহা, সূত্রধর, হাজং
সরখেল	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
সমাজদার	=	কায়স্থ, নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, সবিতৃ
সমাজপতি	=	নমঃশূদ্র, ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, সবিতৃ
সা/ সাঁ/ শা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সাহা
সাঁই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, সূত্রধর
সাউ	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করেঙ্গা, খটিক, ডোম, তিলি, নমঃশূদ্র, বৈশ্যতেলি, মলঙ্গী, মাহিষ্য, সৎচাষী, সাহুবণিক, হাড়ি
সাধু	=	কর্ম্মকার, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তিলি, নমঃশূদ্র, বৈশ্যতেলি, সদ্গোপ, সাহুবণিক
সানা/ শানা	=	কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়
সান্না	=	করেঙ্গা, সবিতৃ
সাম/ শ্যাম	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ

পদবী		জাতির নাম
সার/ স্বার	=	কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক
সাহা/ শাহা	=	কর্ম্মকার, কংসবণিক, গন্ধরি, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তিলি, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা, মোদক, শাঁখারী, সৎচাষী, সদ্‌গোপ, সবিতৃ, সাহা, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক
সাহু	=	গন্ড, তিলি, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, মোদক
সাউদ/ সাউধ	=	রাজবংশীক্ষত্রিয়, সাহুবণিক
সাতরা/ সাঁতরা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, করেঙ্গা, ডোম, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ
সাধুখাঁ	=	তিলি, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, যোগী
সান্যাল/ সান্ন্যাল	=	কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণ, যোগী, সবিতৃ
সাপুই/ সাফুই/ সাঁফুই/ সাবুই	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, সাহা
সামন্ত	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, তন্তুবায়, তিলি, নমঃশূদ্র, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, হাড়ি
সামট/ সামাট	=	ডোম, হাড়ি
সামুই/ শামুই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, সাহা
সালুই	=	কর্ম্মকার, সদ্‌গোপ
সাহানা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ
সাহা চৌধুরী	=	বৈশ্যতেলি, বৈশ্যসাহা
সিন্দা/ সিদ্যা/ সিন্ধা	=	নমঃশূদ্র, সবিতৃ

পদবী		জাতির নাম
সিন্দে	=	কুম্ভকার, সভাসুন্দর
সিনহা	=	কর্ম্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহা, সুবর্ণবণিক
সেন/ শ্যেন	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তাম্বুলিবণিক, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈদ্য, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, মোদক, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শাঁখারী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহুবণিক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর
সেনা	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্গোপ
সেনশর্মা/ সেনশর্ম্মা	=	বৈদ্য, ব্রাহ্মণ
সেনাপতি	=	করেঙ্গা, ডোম, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, হাড়ি
সেনগুপ্ত	=	নমঃশূদ্র, বৈদ্য
সোম	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কায়স্থ, তাম্বুলিবণিক, বৈদ্য, মালী, সবিতৃ, সাহুবণিক
সিং/ শিং	=	কায়স্থ, কুর্মিক্ষত্রিয়, কোড়া, গোপ, ডোম, তাম্বুলিবণিক, তিওর, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ভূমিজ, মুণ্ডা, যাদব, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শবর, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, হাড়ি
সিংহ	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুর্মিক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, ডোম, তাম্বুলিবণিক, দোসাধ, নমঃশূদ্র, পাটনী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, মালী, মাহিষ্য, মোদক, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়, শাঁখারী, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সভাসুন্দর, সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, ক্ষত্রিয়
সিংহ চৌধুরী	=	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ
সিংহ বাবু	=	ব্রাহ্মণ, ভূমিজ
সিংহ রায়	=	কর্ম্মকার, কায়স্থ, কুর্মিক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, ক্ষত্রিয়
স্বর/সর/ শর	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ

পদবী		জাতির নাম
স্বর্ণকার	=	নমঃশূদ্র, রাজবংশীক্ষত্রিয়
স্বামী	=	ব্রাহ্মণ, যোগী, সভাসুন্দর
হর/হড়	=	উগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ
হলধর	=	সৎচাষী, সবিতৃ
হাটি	=	উগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, সদ্গোপ
হাতি/হাতী	=	করেঙ্গা, কুম্ভকার, কায়স্থ, কাশ্যপকাওরা, কৈবর্ত্ত, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ
হাড়/হাঁড়	=	কায়স্থ, মাহিষ্য
হাইত/হাইৎ	=	কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যাদব, রাজবংশীক্ষত্রিয়
হাটুই	=	যাদব, সদ্গোপ
হাজরা	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, গন্ধির, ডোম, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মালী, মাহিষ্য, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সূত্রধর, হাড়ি
হাজারী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কর্ম্মকার, কাশ্যপকাওরা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, সদ্গোপ
হাঁসদা	=	সাঁওতাল, হো
হাজারিকা	=	পাটনী, মেচ, যোগী
হালদার	=	কর্ম্মকার, কাশ্যপকাওরা, কৈবর্ত্ত, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, তন্তুবণিক, তাম্বুলিবণিক, তিলি, তিওর, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, বৈশ্যতেলি, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মল্লক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, যাদব, যোগী, রাজবংশীক্ষত্রিয়, সৎচাষী, সদ্গোপ, সবিতৃ, সাহা, সাহুবণিক, হাড়ি
হাওলাদার	=	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈশ্যকপালী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়
হাজরা চৌধুরী	=	উগ্রক্ষত্রিয়, সবিতৃ
হুই	=	উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ
হেম/হেঁম	=	কায়স্থ, রাজবংশীক্ষত্রিয়
হেমব্রম	=	মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো
হোতা	=	ব্রাহ্মণ, সবিতৃ
হোম	=	কায়স্থ, সুবর্ণবণিক
হোড়	=	কায়স্থ, বারুজীবী

ঙ—বিভাগ

পদবী / উপাধি / খেতাবের উৎপত্তির সূত্র

(ক) পদবীরূপে ব্যবহৃত শব্দগুলির অভিধানগত অর্থও সংযোজিত হয়েছে।

(খ) সংখ্যাযুক্ত পদবীগুলির উৎপত্তির পূর্ণ / বিশদ বিবরণ পৃথকভাবে 'টীকা'তে সংযোজিত।

(গ) একই বিষয়ে মতান্তর প্রথম মতের পরে '......' এইরূপ চিহ্নের পর দেখানো হয়েছে।

(আঃ) অর্থে আরবী

(ফাঃ) অর্থে ফার্সি

অধ্বর্য্য [৪] = যাঁরা যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিতেন তাঁদের অধ্বর্য্য বলা হত।

অর্ণব [৩] = ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে।

অম্বুলী = অম্বুল গ্রাম থেকে।

অগ্রদানী = শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক কার্যে যিনি দান গ্রহণ করেন তিনি অগ্রদানী।

অগ্নিহোত্রী [৪] = যাঁরা যজ্ঞ বা হোমের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন তাঁদের অগ্নিহোত্রী বলা হত।

অধিকারী = অধ্যক্ষ, দলপতি। ... [৪৯] ... কোচবিহারের রাজবংশী পুরোহিতদের অধিকারী পদবী দেওয়া হয়। যাঁদের যজমানের সংখ্যা বেশী তাদের পদবী হলো দেবাধিকারী।

অন্তরঙ্গ = হিন্দু আমলের রাজাদের খাস চিকিৎসকের উপাধি ছিল অন্তরঙ্গ। পাঠান রাজত্বেও রাজার খাস চিকিৎসক হতেন হিন্দু, এবং পূর্বেকার মতই তাঁর উপাধি ছিল অন্তরঙ্গ।

অবধূত = সংসার মায়ামুক্ত।

অশ্বপতি = অশ্ববাহিনীর অধিনায়ক।

আটা [২১] = বস্তুবাচক পদবী। ... অষ্ট বা আট থেকে এসেছে। [অষ্ট প্রহর কীর্ত্তনকারী (?)]

আঢ্য [৪৯] = ... অবশ্যই ধনবান, ধনাঢ্য। চলতিরূপ আড্ডি।

আপা = 'আবু' শব্দের অপভ্রংশ।

আলু [২১] = বস্তুবাচক পদবী। ... [৫৩]

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
আশ[৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
আড়ি/ আড়ী/ আঢ়ী	=	(আড়ী বা আঢ়ী আঢ্য হতে) সমৃদ্ধ, ধনী। আড়ি অর্থে প্রাদেশিক ভাষায় শিকারী বুঝায়—যে আড়ি পেতে অর্থাৎ আড়ালে থেকে হিংস্র পশু শিকার করে।
আইচ[৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। ... সংস্কৃত 'আদিত্য' শব্দের অপভ্রংশ।
আদক	=	অর্ধভাগদার।
আগুয়ান	=	অগ্রগামী।
আগোরি/ আগুলিয়া	=	সীমান্তরক্ষীদের উপাধি ছিল।
আচার্য	=	শিক্ষাগুরু। ... [৪০]
আচার্য্য	=	জ্যোতিষী বা জ্যোষী।
আতর্থী[৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
আদিত্য[৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। ... আদিত্য এসেছে নামান্ত থেকে (বিক্রমাদিত্য)।
আমাত্য	=	মন্ত্রী বা প্রশাসক।
আউলিয়া	=	আউল সম্প্রদায়ভুক্ত।
আমাত্যশ্রেষ্ঠ	=	সততা ও দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পরিচালনার জন্য।
আড়তদার	=	আড়তের মালিক (আড়ত=ব্যবসা-স্থান)।
আগমবাগীশ	=	তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি।
ইন্দ্র[৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে।
ঈশোর	=	কোচবিহারের রাজপরিবারের রাজকন্যাকে কোন রাজপরিবার ছাড়া অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার পর তাঁর গর্ভজাত সন্তানরা 'ঈশোর' পদবী লাভ করেন।
উকিল	=	আইন ব্যবসায়ী।
উদ্গাতা[৪]	=	যাঁরা যজ্ঞে সামগান করতেন তাঁদের উদ্গাতা বলা হত।
উপাধ্যায়[২]	=	নয়টিগুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণের উপাধি। ... [৩১] ... [৪১]
ঋত্বিক[৪]	=	যাঁরা যজমানের জন্য যাগ বা যজ্ঞ করতেন তাঁদের ঋত্বিক বলা হত।
এক্কা[২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
একরাট	=	যজ্ঞ বা দিগ্বিজয় দ্বারা প্রাপ্ত উপাধি।
ওঝা [৩৯]		
ওহ্‌দেদার	=	জমীদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হলে সরকার হতে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত হতেন।
ওয়াদ্দেদার	=	নিঃসন্দেহে রাজকর্মচারী। অর্থ অজ্ঞাত।
কবি	=	কাব্যকার বা কবিগানকারী।
কণ্ঠ	=	যাঁরা উচিত বক্তা ছিলেন। ... পদবীটির পূর্ববঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই পদবীধারী ব্যক্তির অধিকাংশই সুকণ্ঠের অধিকারী। অর্থাৎ সঙ্গীতপ্রিয়।
কর [১]	=	করমিত্র বলে। ... নামের শেষাংশ।
কলা/ কলে/ কুলে/ কুইল্যা	=	'কৌলিক'-এর অপভ্রংশ। ... বস্তুবাচক পদবী [২১] (কলা— 'কল্যা' শব্দের পরিবর্তিতরূপ)
কচ্ছপ [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
কথক	=	পুরাণাদি পাঠকারী।
কদম [৮৪]		
কপাট [৮৫]		
কবচ	=	'কায়বলং' শব্দ হতে।
কবীন্দ্র	=	হুসেনশাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ কর্তৃক মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদকের অন্যতম পরমেশ্বরকে দেওয়া উপাধি।
করণ	=	কার্যের প্রধান সাধক। ... কেরানীর (করণিকের) কার্যে রত। ... পেশাগত পদবী [২০]
কড়ুরী	=	'কোড়রী'/'ক্রোড়ী'-র অপভ্রংশ।
কয়াল	=	মাপদার। দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাপক। ... ওজনদার। ... আরবি শব্দ, অর্থ হিসাব রক্ষক। ... কাইল্ (আরবী)। আড়তে যে মাল ওজন করে হিসাব রক্ষককে জোরে জোরে শোনায়। কাইল্ অর্থ কথক।
কবিচন্দ্র	=	প্রাচীন এবং মধ্যযুগে রাজামহারাজারা তাঁদের সভাকবিদের এই উপাধি দান করতেন।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
কবিরাজ	=	চিকিৎসক। ... আয়ুর্বেদ চিকিৎসক।
কর্মকার [২০]	=	পেশাগত পদবী।
কড়কাড়ি [৮৩]		
কবিচক্রবর্ত্তী/[৭]		
কবিপণ্ডিত চূড়ামণি		
কাউল [৯]	=	'কৌল' শব্দের অপভ্রংশ।
কার্যী	=	কোচবিহারের রাজার সঙ্গে কারুর মেয়ের বিবাহ হওয়ার পর রাজ-শ্বশুড় 'কার্যী' উপাধি পেতেন।
কাইত/[১০১]		
কায়েত		
কাওরা [১৩]	=	জাতির নামে পদবী।
কাচড়ী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
কাচুয়া [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
কাঁটাল	=	কাঁটাল ব্যবসায়ী, কাঁটাল রপ্তানীকারী। ... কাটাল থেকে। সম্ভবত দীঘি বা পুস্করিণী কাটানোর ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার।
কাঁঠাল	=	কাটাল থেকে। সম্ভবত দীঘি বা পুস্করিণী কাটানোর ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার।
কাণ্ডার	=	নৌকার মাঝি। ... [৭৪]
কাণ্ডারী [৭৪]		
কান	=	লৌকিক উচ্চারণে কিন্নর হয়ে গেছে কান। ... কিন্নর শব্দজ (=সঙ্গীত শিল্পী)।
কাম্বা	=	'কাকুৎস্থ' শব্দ হতে।
কালী	=	গ্রাম্য সমাজে নিরক্ষর মানুষেরা জমিজমার মাপযোগে বে-হিসেবী। তাই যাঁরা জমির আয়তন, জমির পরিমাণ, নির্ণয়ে সহায়তা করতেন অর্থাৎ জমির কাঠাকালী-বিঘাকালী করে দিতেন তাঁদের গ্রাম্য সমাজে বলে 'কালী'। এরা সমাজে মান্য ব্যক্তি। লোক কথায় 'কালী' পদবীতে রূপ নিয়েছে।
কাগজী	=	'কবচী' শব্দ হতে।
কামার	=	লৌহ শিল্পী।
কামিলা [২০]	=	পেশাগত পদবী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
কালসা	=	কালসহ, দীর্ঘকাল স্থায়ী—বনিয়াদী।
কাশ্যপ[৫৯]		
কাঁড়ার[৭৪]		
কায়স্থ	=	ব্যক্তিনাম থেকে জাতিনাম হয়েছে। কিন্তু পদবীতে কায়স্থ শব্দ থাকলেই তিনি কায়স্থ নন।
কাঠুরিয়া/কাঠুরে	=	কাষ্ঠ ছেদক।
কাঞ্জিলাল[৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
কানুনগো/ কানুনগোই	=	ফার্সি—কানুনগো, (আরবী—কানুন=আইন, গো-জ্ঞ= আইনজ্ঞ)—রাজস্ব কর্মচারী, ভূমি সম্পর্কীয় সর্বপ্রকার ঘটনা অর্থাৎ রাজস্ব আদায়, জমির মূল্য, স্বত্ব পরিমান, হস্তান্তর, জমার ব্যবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধকারী।
কামসেনাত[৯৯]		
কারকুন	=	জমা উসুল সংবলিত তহসিলাদির কাগজ প্রস্তুতকারী কর্মচারী, জমিদারির তত্ত্বাবধানকারী। ··· জমিদারের গোমস্তা। ··· কোচবিহারে রাজস্ব আদায়কারীকে রাজা কারকুন পদবী দিতেন।
কিস্কু[২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী
কিস্ পোট্টা[২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
কুতি/ কুটী/ কুইতি/ কুঁইতি	=	'কুঠারী'-র অপভ্রংশ। ··· পরিমাপকারী।
কুন্দ[২৪]		
কুণ্ড[৩৮]		
কুণ্ড/[৬৮] কুণ্ডা/ কুণ্ডু		
কুঙর	=	'কুমার'-এর অপভ্রংশ।
কুঠারী	=	কুঠারধারী সৈন্যবাহিনীর সৈনিক।
কুমার[৩৮]		

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
কুলভী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
কুশারী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে। … কুশো গ্রাম থেকে।
কীর্ত্তি [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। … [৪৯]
কীর্তুনিয়া/ কীর্তনে	=	কীর্তন গায়ক। … পেশাগত পদবী [২০]
কুজুর [২৩]	=	উদ্ভিদ্‌বাচক পদবী।
কৃষিপণ্ডিত	=	ভারতীয় গবেষণা পর্ষদ ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বৎসরান্তে কৃষকদের এই খেতাব দিয়ে থাকেন।
কেশ	=	কারো কারো মতে 'কৌশিক' শব্দের অপভ্রংশ। এটি গোত্র থেকে পদবীতে রূপান্তরিত হয়।
কের্‌কেটা [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
কেশরকুনি [৭৫]		
কৈবর্ত	=	কলিংগের অধিবাসী কলিংগী বা কিম্বর্ত অর্থাৎ কৈবর্ত।
কোঙার [৪৯]		
কোলে	=	'কুইল্যা' থেকে। … 'কল্যা' শব্দের পরিবর্তিতরূপ।
কোড়রী/ ক্রোড়রী/ ক্রোড়ী	=	শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী। যাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন।
কোয়া [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
কৌলিক	=	কুলাচারের ব্যবস্থাকারী।
খড়্গ [৫০]		
খণ্ডাতি/ খণ্ডাইত	=	খড়্গধারী সৈন্য। … 'খাণ্ডা'-র অপভ্রংশ (খাণ্ডা=খাঁড়া)
খড়খড়ি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
খাঁখাঁ [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
খান/ খাঁ	=	পাঠানরাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। গৌড় বাদশাহের সেনাপতি হলে হিন্দুদের 'খাঁ' উপাধি হত। সম্মানবৃদ্ধি হলেই 'খাঁসাহেব' হত। জনহিতকর কাজ করলেও এই উপাধি লাভ হত। (ফরাসী-খাঁদা=শিক্ষিত)। … (খান-'কান' শব্দ হতে, খাঁ-'খান'-এর

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
		অপভ্রংশ)। ... ('খাঁ'—মোগলযুগের খেতাব)। ... ফারসী থেকে আহৃত 'খান' শব্দের সংক্ষেপিত রূপ 'খাঁ'। বহু হিন্দু সৎকার্যের জন্য মুসলমান রাজাদিগের সময় 'খান' বা 'খাঁ-যুক্ত বা কেবল 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইতেন'।
খাঁড়া	=	'খণ্ডািত' / 'খণ্ডাইত'-এর অপভ্রংশ। ... [৫০]
খাটিপ	=	শুধু খাটাখাটি থেকে আসতে পারে, খাটিয়ে অর্থে।
খাটুয়া [৮]	=	'ক্ষেত্রপাল' শব্দের অপভ্রংশ। পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২]
খামারু	=	খামার বা শস্যভাণ্ডারের মালিক।
খালখো [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
খাড়াধরা	=	ছাগলবলির জন্য খাড়া প্রয়োগকারীরা কোচবিহারের রাজার কাছ হতে 'খাড়াধরা' পদবী পেতেন।
খাসনবীশ	=	কেরানী বা হিসাবরক্ষক। জমিদারদিগকে বাৎসরিক পাট্টা পরিবর্তনের জন্য যে সেলামী দিতে হত তাকে খাসনবিশী বলা হত। ... মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ। ... আরবী খাস্ (রাজা বা নবাবের নিজস্ব জমি)+নবীশ=খাসনবীশ, অর্থাৎ যিনি সম্রাট বা নবাবের জমি দেখাশোনা করতেন।
গর্গ [৫৯]		
গণ [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। ... গণ রাজ্যের শাসকমণ্ডলীর সদস্যদের বলা হত গণ। সেই থেকে বাংলা পদবী 'গণ'।
গড়ে/ গড়ই/ গুড়ে	=	'গড়নায়ক'-এর অপভ্রংশ।
গনাই	=	গনেশ বা গণপতি থেকে।
গজেন্দ্র/ গজুন্দার	=	'গজপতি'-র অপভ্রংশ।
গলুই/ গোলাই	=	'গোপ'/'গুপ্ত'-এর অপভ্রংশ। ... নৌকার সংগে সংশ্লিষ্ট কিনা সংশয় আছে।
গড়াই	=	<গুড় (ব্রাহ্মণদের আদি পদবী)
গজপতি	=	হস্তীবাহিনীর সেনাপতি।
গড়গড়ি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে। ... গড়গড়ে গ্রাম থেকে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
গড়নায়ক	=	গড় রক্ষাকারী।
গঙ্গোপাধ্যায় [২]	=	ব্রাহ্মণের উপাধি। … [৪০]
গাছি	=	সাধারণত খেজুর ও তালগাছ কেটে রস সংগ্রহকারীকে গাছি বলে।
গারু	=	'গাবর' শব্দ হতে। (নৌকার মাঝি মাল্লা অর্থেও ব্যবহৃত হত)
গাইন	=	গায়ক।
গাঙ্গুলি	=	'গাঙ্গুলি' কথার অর্থ যাঁরা গঙ্গারতীরে বসবাস করেন। … [৭৭]
গাবুর	=	কোচবিহারের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত 'মল্লিক' পদবীধারীর পুত্র 'গাবুর' পদবী পেত।
গায়েন	=	গায়ক। … মল্লভূমে বীর হাম্বিরের আমলে গাইয়েদের নামকরণ করা হয়েছিল গায়েন।
গাঁতাইত	=	মনে হয় গাথাবিৎ (কবি) গ্রন্থাইত বা গ্রন্থগারিক থেকে গাঁতাইত এ মতও আছে।
গাতিদার	=	ছোট তালুকদার, বড় জোতদার।
গাংগলী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
গিধ [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
গিরি	=	পর্বতের ন্যায় উচ্চ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত।
গিরিধারী [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
গুঁই	=	সংস্কৃত 'গোমিক' শব্দের অপভ্রংশ। … গুণী থেকে কিনা সংশয় আছে। … গুণী।
গুটি	=	'গুটিপোকা'-র চাষ করত বলে তাদের পদবী 'গুটি'।—রেশমশিল্প চাষে যারা দক্ষ তাদের বলে গুটি। গ্রামেগঞ্জে ঐ বলে তাকে ডাকে।
গুণ [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। … গুণী থেকে কিনা সংশয় আছে। … গুণী।
গুপ্ত [৩]	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে। … যিনি রাজার ফসলের অংশ গ্রহণ করে গোলাজাত করতেন। … নামের শেষাংশ থেকে (চন্দ্রগুপ্ত, ব্রহ্মগুপ্ত)।
গুহ [১]	=	গুহাতে বাস হেতু। … নামের শেষাংশ থেকে।

৯ ঙ-বিভাগ

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
গুড় [২১]	=	বস্তুবাচক পদবী।
গুড়্যা	=	গুড়ের ব্যবসায়ী।
গুছাইত	=	বোধ করি গচ্ছবিৎ। গোছাইত, অর্থাৎ গোছগাছ করতো যে পুজায় বা বিবাহে অনুষ্ঠানে, অথবা রাজসভায়।
গুমটিয়া	=	মধ্য কেন্দ্রে অবস্থিত।
গুণরাজখাঁ	=	মুসলমান সুলতানগণ সাধারণত সাহিত্যসেবীদের এই উপাধি দিতেন।
গেঁটে [৮৬]		
গোঁ	=	‘গুণ’-এর অপভ্রংশ। … ‘গণ’ থেকে। গণাধীন রাজ্যের শাসকমণ্ডলীর সদস্যদের বলা হত গণ।
গোপ	=	যিনি রাজার ফসলের অংশ গ্রহণ করে গোলাজাত করতেন।
গোম্পী	=	‘গাল্পিক’ বা ‘গল্পী’ থেকে কিনা সংশয় আছে।
গোড়ে	=	‘গৌড়’ অথবা গোত্রপদবী ‘গর্গ’ থেকে কিনা সংশয় আছে।
গোচণ্ড [৩২]	=	‘গাঁঞি’-এর নামে।
গোঁসাই/ গোসাঁই	=	ধর্মোপদেষ্টা, প্রসিদ্ধ প্রভুবংশীয়। … [৩৫]
গোস্বামী	=	বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাধি। … [৩৫]
গোহাঁই [৩৫]		
গোলদার	=	আড়তদার। … গোলা বা শস্য ভাণ্ডারের মালিক।
গৌড়	=	দেশের নাম। বাংলার নবাব হুসেনশাহের রাজধানী গৌড়, মালদা জেলায় অবস্থিত। দেশের নাম পদবীতে ঠাঁই পাইয়াছে।
গ্রামনী [৮]	=	গ্রামের অধ্যক্ষ। … গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা অধিপতি।
ঘণ্টা [২৪]	=	‘গাঁঞি’-এর নামে।
ঘটক	=	দূত। … পেশাগত পদবী [২০]
ঘড়াই	=	ঘরামি বৃত্তি থেকে কিনা সংশয় আছে।
ঘরামী	=	ঘরের মিস্ত্রি। … পেশাগত পদবী [২০]
ঘাটী	=	ঘাট বা সৈন্য কেন্দ্র রক্ষক।
ঘুরপাক [৮৭]		
ঘোষ [১]	=	যশের কারণে। … [৩৮] … কেউ কেউ মনে করেন ঘোষক থেকে। … ঘোষক। রাজসভায় ঘোষণাকারী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
ঘোড়া/	=	'অশ্বপতি'-র অপভ্রংশ। [ঘোড়া—জন্তুবাচক পদবী [২১]]…
ঘোড়ুই/		[ঘোড়ুই—ঘরামি বৃত্তি থেকে কিনা সংশয় আছে]
ঘোড়পতি/		
ঘোড়পাণ্ডে/		
ঘোড়ফঁড়ে		
ঘোষাল	=	(>ঘোষপাল) যাঁরা গোচরভূমির কাছে বাস করেন। এটা নির্দিষ্ট গ্রামনাম নয়। … ঘোষ বা ঘোষল গাঁঞি থেকে।
ঘোষ ঠাকুর [৬২]		
চট্ট	=	চাটুতি গ্রাম থেকে।
চন্দ [৩৮]		
চন্দ্র [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। … [৩৮] … [৮২]
চন্দার [৮২]		
চন্দ্রিল [২৮]		
চম্পটি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে। … [৭৫]
চক্রবর্ত্তী	=	সম্ভবত রাজাদের প্রদত্ত উপাধি।
চতুর্বেদী [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে। … [৩৯]
চন্দ্রবৈদ্য [২৯]		
চট্টোপাধ্যায় [২/৩২/৪০]		
চন্দ্রশেখর [২৮]		
চাকি	=	হয়তো এসেছে চক্রী থেকে।
চাটুজ্যে/ [৪১/৭৮/৮২]		
চাটুজ্জে /		
চাটুয্যা/		
চ্যাটার্জি		
চারণ	=	স্তুতি পাঠক।
চাউলিয়া	=	চাউল ব্যবসায়ী।
চাপরাশী	=	ভৃত্য, পেয়াদা।
চাকলাদার [১৪]	=	চাকলার অধ্যক্ষ। … মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ।
চিন্তাপাত্র	=	সামাজিক ভোজসভায় খাদ্যদ্রব্য পরিবেশককে চিন্তাপাত্র বলা হয়।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
চূড়ামণি	=	পাণ্ডিত্যসূচক।
চেয়াড়/[৮৮] চিয়াড়		
চোঙ্গাদার/ চোংদার/ চোঙদার	=	সরকারী দলিল পত্রাদি স্থানান্তরে পাঠাতে চোঙ্গার ব্যবহার হত। যিনি উক্ত চোঙ্গা সরবরাহ করতেন নবাব সরকার হতে তাঁকে 'চোঙ্গাদার' বা 'চোংদার' বলা হত। ··· সেনাদলের অধিপতি।
চোতখণ্ডী [৭৫]		
চৌবে [৩৯]		
চৌধুরী	=	(সংস্কৃত-চতুর্ধারিন্, চতুর্ধুরী—চারধুরি [নৌ, হস্তি, অশ্ব ও গজ] বলের অধিকারী) রাজস্ব আদায়ের হিসাব দাখিলকারী, চতুস্পার্শস্থ ভূমির আদায়কারী, জমিদার বা ভূম্যধিকারী। ... সামন্ত রাজা। ... [৪৩]
চৌকিদার	=	পাহারাওয়ালা। ... হয়তো ছিল চৌরে চৌরোদ্ধরণিক।
ছত্র	=	ছত্রধারক (ছত্র=ছাতা)।
ছড়ি [৮৯]		
ছত্রধরা	=	কোচবিহারের রাজদরবারে ছত্রধারী, 'ছত্রধরা' পদবী লাভ করতেন।
ছাটই	=	যষ্ঠিধারী, লাঠিয়াল সৈন্য।
ছাটুই	=	ছাটামারায় দক্ষ লাঠিয়াল।
জজ	=	বিচারক।
জজো [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
জনপতি [৮]	=	বিশ (২০) টি গ্রামের অধিপতি।
জমাদার	=	পুলিশ দারোগার নিম্নস্থ কর্মচারী। ··· (আ. ফা. জমা-অৎ-দার) কনেষ্টবল দারোয়ান প্রভৃতির সর্দার।
জমিদার	=	ভূস্বামী।
জমাদারিয়া	=	কোচবিহারের রাজার রাজত্বকালে পিয়নের উপরের কর্মচারীকে 'জমাদারিয়া' পদবী দেওয়া হত।
জগদ্গুরু	=	প্রখ্যাত স্মৃতিকার কমলাকর ভট্ট আকবরের নিকট 'জগদ্গুরু' উপাধি পেয়েছিলেন।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
জানা [৮]	=	'জনপতি'-র অপভ্রংশ। ··· অবগতকারী, বিধানদাতা। ··· শব্দটির সঙ্গে জনৌ বা উপবীত অথবা জৈন শব্দের যোগ আছে। কিন্তু পদবীর উৎস অপরিজ্ঞাত। ··· ফার্সী 'জহান' (জগৎ) শব্দের সংক্ষেপিত রূপ—'জান', তারই আঞ্চলিক প্রতিশব্দ জানা।
জাতুয়া	=	খাঁটি জাতের অর্থাৎ সদ্‌বংশজাত।
জালানি	=	অগ্নি প্রদানকারী, অত্যাচারী।
জোন্দার	=	জোতদার, স্বত্বযুক্ত জমির অধিকারী।
জোতকার	=	গাড়ীর বলদ বা হালের বলদের জন্যে যারা দড়ি তৈরী করে দেয় তাদের বলে 'জোতকার'। ('জোত' মানে এখানে 'হলবন্ধন রজ্জু' আর 'কার' মানে করে—এই ব্যাখ্যায় জোতকার)।
জোয়ারদার	=	জোয়ার বা মাইলো ব্যবসায়ী। ... গ্রাম্যমণ্ডলের উপাধি বিঃ।
ঝম্পটি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
ঝা [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে। ··· মৈথিলী ব্রাহ্মণদের উপাধি বিশেষ। উপাধ্যায় হতে ওঝা, তা হতে ঝা। ... [৩৯]
ঝাঁজ	=	ঝা-জ অর্থাৎ ঝা-জাত অথবা অন্য অর্থে কিনা সংশয় আছে।
ঝাঝা	=	ঝা-জ অর্থাৎ ঝা-জাত অথবা অন্য অর্থে কিনা সংশয় আছে।
ঝাড়ুদার	=	ঝাড় দেওয়া পেশা যার।
ঝারিধরা	=	কোচবিহারের রাজার মলমূত্র ত্যাগের সময় রাজার জলভর্তি বদনা বহনকারীদের 'ঝারিধরা' পদবী দেওয়া হয়।
টপ্পো [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
টিগ্গা [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
টিকাদার	=	টিকাদানকারী।
ট্যাগোর [৮২]		
ঠাকুর [৮২]	=	···। শব্দটি এসেছে ঠক্‌কুর থেকে অর্থ দেবতা। ··· [১০২]
ঠাকুরিয়া	=	কোচবিহারের রাজার কাছ হতে গ্রামের প্রধান বা মোড়ল 'ঠাকুরিয়া' পদবী লাভ কোরতেন।
ডাট [৮২]		
ডাং	=	ডাঙ্গা থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।

১৩ ঙ-বিভাগ

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
ডাকুয়া	=	লোক প্রভৃতিকে ডাকবার কর্মচারী। ··· কোচবিহারে রাজকীয় ডাক বিভাগের রাণারকে 'ডাকুয়া' উপাধি দেওয়া হোত। তাদের বংশধররা আজও ডাকুয়া পদবী ব্যবহার করেন।
ডিঙ্গাল	=	নৌকা চালক।
ডিহিদার	=	অঞ্চল প্রধান।
ডুং ডুং [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
ডোম [১৫]	=	'ডেমারী-'এর অপভ্রংশ। জাতির নামে পদবী।
ঢাং	=	ডাঙ্গা থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
ঢাকী	=	যে ঢাক বাজায়।
ঢালী	=	ঢালধারী সৈন্য।···পেশাগত পদবী [২০]
ঢেঁকি	=	ঢেঁকির প্রহারে দস্যু তাড়ানোর জন্য ঢেঁকি পদবী হয়। ··· যে কারিগর 'ঢেঁকি' তৈরী করতে পটু তাকে হয়তো লোকে 'ঢেঁকি' বলে ডাকত অর্থাৎ ঢেঁকিদের বাড়ী যা, অমুক ঢেঁকিকে ডেকে নিয়ে আয়। পরে 'ঢেঁকি' পদবীতে ঠাঁই নিয়েছে।
ঢুলী	=	যে ঢোল বাজায়।
ঢোল [৯০]	=	···। কোনো ব্রাহ্মণ পদবীর দেশজরূপ। অন্য মতে 'দয়াল' থেকে 'দোল' তার থেকে 'ঢোল'।
ঢ্যাং	=	'ঢ্যাঙা' অথবা 'ঢঙ' থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
ঢ্যাঙ	=	ডাঙ্গা থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
তরফদার	=	পরগণার অংশকে তরফ বলা হত। তরফদারেরা তরফের রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষা করত। ··· গ্রামের আংশিক মালিককেও তরফদার বলত। ··· মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ। ··· তরফের হিসাব রক্ষক হতে কিনা সংশয় আছে। ··· আরবী তরফ্ (জমিদারির অংশ) + দার = তরফদার। 'দার' ফার্সী শব্দ, অর্থ ওয়ালা বা মালিক।
তলাপাত্র [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
তহসিলদার/ তহশীলদার	=	মহাল, ডিহি বা মোজা প্রভৃতি জমিদারির যে কোন অংশের খাজনা আদায়কারী।
তা	=	অনেকের মতে হোতা, যার আদি হোত্রী। অগ্নিহোত্রী

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
		পদবীর দেশজ অপভ্রংশ হতে পারে। ... [৯১] ... হোতার অপভ্রংশ।
তাঁতী	=	বস্ত্রবয়নকারী।
তামিজ	=	দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদার সম্মানসূচক উপাধি।
তান্ত্রিক	=	শাস্ত্রোক্ত মতাবলম্বী।
তাম্বুলি	=	পান ব্যবসায়ী। (তাম্বুল=পান)
তালেবর	=	শহরের শাসনকর্তা বা শহর পুলিসের প্রধান। ... (আ. ফা. তালে ব. র) মান্যগণ্য ব্যক্তি।
তালুকদার	=	তালুকের মালিক (তালুক=ভূসম্পত্তি)।...তালুকের অধিকারী (তালুক=আঃ ত অল্লুক) ভূসম্পত্তি। মালিকের নিকট হতে যে জমি বন্দোবস্ত করে নেওয়া হয়।... মোগল যুগে সরকারী চাকরির পদ। ... মোগলযুগের খেতাব।
তিলি	=	তিল ব্যবসায়ী।
তিয়াড়ী	=	তিন বেদে পণ্ডিত।
তুঙ্গ	=	উচ্চস্থানীয়।
তুরকী	=	তুরগী = অশ্বারোহী = (ঘোড়সোয়ার)। ... অশ্বারোহী সৈন্য।
তুলাল	=	'তুলা' অর্থ ওজন দাঁড়ি, দাঁড়িপাল্লা। যারা জিনিষপত্র ওজনে পটু বা যাদের পেশা তাদের পদবী 'তুলাল'।
তেজ [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতানুসারে।
তেলী	=	তৈল ব্যবসায়ী।
তেওয়ারী	=	তিন বেদে পণ্ডিত। ... [৩৯]
তৈলবাটী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
ত্রিপাঠী	=	তিন বেদে পণ্ডিত।
ত্রিবেদী	=	যে ঋক্, সাম ও যজু —এই তিন বেদ অধ্যয়ন করেন। ... পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২]।... তিন বেদে পণ্ডিত। ... [৩৯]
তোড়ক [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
থাপা	=	'আপা' শব্দের অপভ্রংশ।
থাণ্ডার	=	'থানদার' বা 'থানাদার' শব্দজ, দেবতা-স্থান তদারককারী অথবা পাহারাদার।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
দই [৯২]		
দত্ত [১]	=	দাতা বলে। ... [৩৮] ... [৮২]
দণ্ডী [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে।
দপ্তরী	=	মুসলমান রাজত্বে কর্মচারী বিশেষ। ··· দপ্তরখানার রক্ষক।
দরজী	=	যে শেলায়ের কাজ করে।
দলই	=	'দলপতি'-র অপভ্রংশ।
দলুই	=	'দলপতি' / 'দালাই'-এর অপভ্রংশ। ··· পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২]। ··· দলপতি (সাধারণত সেনাদলের)।··· দলুই হলো দলপতি।
দণ্ডবৎ	=	যারা প্রভুর আদেশ পালনে সদা তৎপর ও প্রভু-সেবায় নিবেদিত প্রাণ (অর্থবিস্তারে—দণ্ড=লাঠি, বৎ=মতো অর্থাৎ যষ্টি বা লাঠির মত ঋজু বা সরল) — দণ্ড শব্দের উত্তর মতুপ প্রত্যয়। 'দণ্ড' যেমন চলা-ফেরায় সহায়তা করে, কাজকর্মে নির্ভর-শীল। সেরকম যাদের উপর সহজেই নির্ভর করা যায়।
দফাদার	=	চৌকিদারের উপরিতন কর্মচারী।
দণ্ডকার/[৮] দণ্ডপতি	=	বিচার পরিষদের সাহায্যকারী।
দণ্ডনায়ক	=	সেনাপতি। দণ্ড বিধানকর্তা।
দরবার	=	রাজ সভাসদ, বিচারক।
দলপতি/ দালাই	=	রাজ্য রক্ষাবাহিনীর দলপতি।
দস্তিদার	=	যাঁর দস্তখতে রাজকীয় দলিলাদি প্রেরিত হত তাঁকে দস্তিদার বলা হত। ··· (ফাঃ) নবাবী মোহর যাঁর জিম্মায় থাকত।
দবীরখাস [২২]		
দাঁ [৩৭/৩৮/৮২]	=	···। দামের অপভ্রংশ।
দাম [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। ··· [৩৭] ··· [৩৮] ··· [৮২] ···গ্রীকশব্দ দ্রাখম্ থেকে ভারতীয় উচ্চারণ 'দ্রম্ম'। 'দ্রম্ম' থেকে 'দাম', অর্থ মূল্য, যেমন দর দাম করা। ধনী লোকেদের বৌদ্ধ যুগে দামও বলা হত।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
দাশ/	=	সেবায়েত বলে। ... (দাস=বৈষ্ণব উপাধি) দস্ ধাতু নিষ্পন্ন
দাস [১]	=	দাস শব্দে ভৃত্য। দাশ্ ধাতু নিষ্পন্ন দাশ শব্দে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বুঝায়। ··· দাশ=ব্রহ্মজ্ঞানী ; দাশ্ ধাতু নিষ্পন্ন। দাস=সেবক ; দস্ ও দম্ভ্ ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থ—মহাবলী ও বিধ্বংসকারী। ... ৩৮ ... ৫৬ ... ৬০ ... ৯৬
দাঁড়ী [৭৪]		
দায়ী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
দাক্ষিত	=	'দীক্ষিত' পদবীর অপভ্রংশ।
দালাল	=	ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যস্থ ব্যক্তি। ··· (আঃ দাল্লাল) যে ব্যক্তি ক্রেতার সহিত বিক্রেতার যোগ ঘটায়। ··· পেশাগত পদবী [২০] ... বৃত্তিবাচক। ... ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।
দাশগুপ্ত [৬০]	=	... দুইটি নামের শেষাংশ যোগ করে। আধুনিককালের পদবী।
দাসাধিকারী	=	বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ।
দিণ্ডা [৮]	=	বিচার পরিষদে সাহায্যকারী।
দ্বিবেদী [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে। ··· দুই বেদে পণ্ডিত। ··· [৩৯]
দিকপতি [৪৯]	=	... [৫৪]
দিবাকীর্তি [২৭]		
দীর্ঘাঙ্গী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
দুবে	=	দুই বেদে পণ্ডিত। ... [৩৯]
দুলে	=	দোলা, পাল্কি ইত্যাদির বাহক।
দুয়া	=	দ্বারী।
দুয়ারী/[৮] দোয়ারী	=	'দৌবারিক-এর অপভ্রংশ।
দে	=	'দেব' শব্দের অপভ্রংশ।
দেই	=	'দেব' থেকে কিনা সংশয় আছে। ··· 'দেব'-এর অপভ্রংশ।
দেব [১]	=	দেবভক্ত বলে। ... পূজ্য বা রাজা। ... ৩৮ ... ৬৭ ... অনেকে মনে করেন 'দেব' পদবী এসেছে 'দেবল' থেকে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
দেউরি	=	কোচবিহারের রাজাদের মন্দিরের পুরোহিত 'দেউরি' পদবী পেতেন।
দেশাই	=	'দেবাংশী'/'দেশমুখ্য'-এর অপভ্রংশ।
দেয়াশী	=	'দেবাংশী'-র অপভ্রংশ।
দৈশিক	=	'দেশমুখ্য'-এর অপভ্রংশ।
দেওয়ান	=	রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। ... (ফাঃ দী. বা. ন) খাজনা ইত্যাদি আদায়ের প্রধান কর্মচারী। রাজস্ব মন্ত্রী। ... মোগল রাজত্বে বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার যাঁর উপর থাকত তাঁর সরকারী নাম হত 'দেওয়ান'।
দেবশর্মা	=	দেবতার আশ্রিত। ... (দেবশর্মন) ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি।
দেবাংশী	=	রাজার ধর্মকার্যের সহায়ক ও গুনিন্।
দেশমুখ	=	জেলার প্রধান পোলিশ রাজস্ব কর্মচারী। এঁরা জমিদার স্থানীয় ছিলেন।
দেশমুখ্য [৮]	=	গ্রামের অধ্যক্ষ।
দেশিকোত্তম	=	বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি।
দেবপাল মোহান্ত [৬৩]		
দোবে	=	দুই বেদে পণ্ডিত।
দোল	=	'দয়াল' থেকে।
দৌবারিক [৮]	=	দ্বাররক্ষাকারী।
ধনু [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
ধর [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। ... 'ধারক'-এর অপভ্রংশ [৮]। ... নামের শেষাংশ।
ধারা/[৮] ধাড়া	=	'ধারক'-এর অপভ্রংশ। ... বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ। ... ('ধাড়া', ধর থেকেও এসে থাকতে পারে)।
ধান [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
ধাওয়া	=	'রণধাবক'-এর অপভ্রংশ।
ধানুকী	=	ধনুর্ধারী যোদ্ধা।
ধারক [৮]	=	মণ্ডলেশ্বরের বিচারের সাহায্যকারী।
ধানওয়ার [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
ধীবর	=	মাছ ধরা বা বিক্রয় করা যাঁর ব্যবসা।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
ধোপা/ ধোবা	=	রজক, বস্ত্রক্ষালক।
নন্দী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে। ... [৩৮] ... অর্থ আনন্দদায়ক।
নস্কর	=	নিস্করভোগী সামন্তবংশীয়। ... আসলে লস্কর, এ যুগের আর্মি'র হাবিলদার বা সার্জেণ্ট। ... [৭৪]
নগরপাল [৮]	=	নগর ও গ্রামরক্ষাকর্তা।
নাগ [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। ... জীববাচক পদবী [২৩]। ... [২১] ... [৩৮]
নাথ [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। ... [৩৮]
নাদ [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
নায়া/ নেয়ে	=	নৌচালক।
নায়ী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
নাইয়া	=	নাবিক, মাঝি। ... [৭৪]
নাটুয়া	=	নৃত্যকারী, অভিনেতা।
নাপিত	=	ক্ষৌরকার জাতি।
নাহার [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
নায়েব	=	(আঃ নায়িব) জমিদারির পরিচালক কর্মচারী।
নায়ক	=	নেতা, অধ্যক্ষ, সেনাপতি। ... পঁচিশজন সেনার নায়ক। ... পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২]। ... অভিনেতা বোধক কিনা সংশয় আছে। ... [১০২]
নায়েক	=	সামরিক ল্যান্সনায়েক থেকে কিনা সংশয় আছে।
নারায়ণ [৯৭]		
নিধি	=	প্রচুর ধনসম্পত্তি ও বিদ্যানুরাগ হেতু।
নিকারী/নিকিরী	=	মৎস্যজীবী।
নিষাদ	=	চণ্ডাল, কিরাত।
নিয়োগী	=	বোধ হয় নিয়োগকর্তা। যদিও অন্ধ্র ব্রাহ্মণদের একটি শাখা নিয়োগী। ... নিয়োগকর্তা।
নুলিয়া	=	পুরীর সমুদ্রে যারা মাছ ধরে এবং স্নানার্থীদের স্নানে সাহায্য করে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
নেহের[১০]	=	'নাহার'-(ফার্সী শব্দ) এর অপভ্রংশ।
ন্যায়বান	=	ন্যায়পরায়ণ।
ন্যায়রত্ন	=	ন্যায়শাস্ত্রে (তর্কশাস্ত্রে) সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি।
পত্রী	=	পত্রনবিশের সঙ্গে তুলনীয়। (পত্র বলতে অবশ্য চিঠি বোঝায় না, পুঁথি বা রাষ্ট্রীয় দলিলও বোঝাত)।
পণ্ডা	=	উড়িষ্যার 'পাণ্ডা' পদবী স্থানভেদে বাঁকুড়ায় এসে হয়ে গেছে 'পণ্ডা'।
পর্কাটি[৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পটল[৯৫]	=	হিন্দুযুগের 'পট্টকিল' উপাধি থেকে।
পণ্ডিত	=	বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ। ... আচার্য, ধর্মপূজক। ...[৩৯]
পদ্মশ্রী[৬]	=	ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব।
পর্বত	=	উচ্চ সম্মানিত।
পড়ুয়া/ পাড়ুই	=	'পাঠক'-এর অপভ্রংশ। ... (পাড়ুই—নদী বা দিঘির পাড়ে বসবাসকারী থেকে কিনা সংশয় আছে)।
পড়েল[৮]	=	'প্রতিহার'-এর অপভ্রংশ।
পয়রা[৫৭]		
পয়ড়্যা[৫৭]		
পয়াৎ	=	পয়া বা সুলক্ষণযুক্ত অথবা জলদানকারী।
পলসাঁয়ী	=	পলসা গ্রাম থেকে।
পট্টনায়ক	=	'নায়ক'-এর সাহায্যকারী।
পত্রনবীশ	=	যাঁর অধিকারে সনদ পত্র বা দলিল লেখার বিভাগ থাকত তাঁকে পত্রনবীশ বলা হত। ... মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ।
পদ্মভূষণ[৬]	=	ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব।
পদ্মবিভূষণ[৬]	=	ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব।
পণ্ডিত সার্বভৌম[৭]	=	উপাধি বিশেষ।
পাত্র[৮]	=	মন্ত্রী। ... 'মহাপাত্র'-এর শেষার্ধ বলে অনুমিত।
পাঁজা	=	'পাঞ্জা'রই অপভ্রংশ। মনে হয় মোগল আমলে পাঞ্জা ছাপ দেওয়া কোন বাদশাহী সনদপ্রাপ্তি বা ভূমিদানের স্মৃতিকেই বংশ গৌরব হিসেবে ধরে রাখা হয়েছে। 'পাঞ্জা' থেকেই

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
পাঁজা		'পাঁজা', যেমন 'পঞ্জী' (পঞ্জিকা) থেকে 'পাঁজি'। … 'পাঞ্জা' (ফারসী শব্দ) মোগলযুগের সনদ প্রাপ্তির স্মৃতিরক্ষার্থ উপাধি, পরে পদবী।
পান [২১]	=	বস্তুবাচক পদবী। … শিলালেখে উল্লেখিত 'নহপান' থেকে কিনা সংশয় আছে।
পাণ্ডা	=	তীর্থস্থানে দেবতা পূজক। … পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২]
পাণ্ডে [৩৯]		
পারী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পাঁড়া	=	'পান্ডা' থেকে কিনা সংশয় আছে। … 'পান্ডা'-র অপভ্রংশ।
পাল [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। … 'নগরপাল'-এর অপভ্রংশ [৮]। … [৩৮] … [৮২]
পাইক	=	নগরপাল, গ্রামরক্ষক। … পাহারাদার [৮]। … পদাতিকসৈন্য। … হয়তো বৃত্তিবাচক। … প্রাচীন ইরানী শব্দ; অর্থ পদাতিক বা পেয়াদা।
পাইন/পানুয়া	=	পান ব্যবসায়ী। … শিলালেখে উল্লেখিত 'নহপান' থেকে কিনা সংশয় আছে।
পাগল	=	উন্মাদ, বাতুল।
পাটনী	=	খেয়াঘাটের নাবিক।
পাটারী	=	পাটোয়ারী, পটু, নিপুন। … পাটোয়ারী বা পাট ব্যবসায়ী।
পাটেল	=	'পাটোয়ারি'-র অপভ্রংশ।
পাঠক	=	অধ্যয়নকারী। … যিনি রাজার আদেশ পাঠ করে শোনাতেন।
পালধি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পালিত [১]	=	পালনপ্রিয় বলে। … [৩৮] … 'পট্টকিল'-এর অপভ্রংশ।
পাড়ুই	=	নদী বা দিঘীর তীরে বসবাসকারী লোক। পাড় থেকে পাড়ুই।
পায়রা [৫৭]		
পাকড়াশী [৭৬]		
পাখাধরা	=	কোচবিহারের রাজবাড়িতে যারা পাখার বাতাস কোরতেন তারা 'পাখাধরা' পদবী পেতেন।
পাটোয়ারী/ পাটোয়ারি	=	যিনি খাজনা আদায় করেন এবং তার হিসাব রাখেন। … 'পট্টনায়ক'-এর অপভ্রংশ। … কর আদায়কারী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
পানিগ্রাহী	=	মনে হয় উৎকল থেকে আগত।
পারিহাল [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পিঁড়ি	=	এক বলদে টানা নালিযুক্ত দুই খণ্ড কাঠে পিঁড়িযুক্ত ও পিঁড়ি ছাড়া ঘানি। পিঁড়িযুক্ত ঘানি যারা পেষে তাদেক পৃথকীকরণের জন্য পিঁড়ি কলু বা তেলী বলত তাই থেকে 'পিঁড়ি' পদবীতে ঠাঁই নিয়েছে।
পীল [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
পীতমুণ্ডি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পুঁই	=	পুঁথি লেখক কিম্বা নকলচি থেকে কিনা সংশয় আছে। ··· পুঁথি। পুঁথি লেখক বা পুঁথি নকলকারী।
পুঁড়	=	আখের নাম 'পুঁড়'। আখের রস থেকে গুড় করার পেশায় যারা পটু তাদের পদবী 'পুঁড়'।
পুষলী	=	পোষলা গ্রাম থেকে।
পূতিতুণ্ড [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পুষিলাল	=	পুষলী গাঞি থেকে।
পুংসিক [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
পুরকাইত/ পুরকায়স্থ	=	হিন্দু আমলের এক প্রাচীন উপাধি। রাজার প্রধান লেখক। ··· জমি জরিপ করে চিঠা লেখার কাজে রত। ··· (পুরকায়স্থ—বৃত্তি পরিচয় থেকে পদবী হয়েছে। পুর বা নগরের রাজকর্ম্মচারী, রেজিস্টারার)।
পুরকায়েত	=	নগরাধ্যক্ষ।
পূজারী	=	পূজাকারী।
পেলান	=	কোচবিহারের রাজারা শিকারে অনুরাগী ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে ভাল শিকারীকে 'পেলান' পদবী দিয়ে মর্যাদা দেওয়া হোত।
পেয়াদা	=	রাজদূত। ··· (ফাঃ পিয়াদহ) পত্রবাহক, চাপরাসী।
পোদ্দার	=	ফোতাদার—(ফোতা=টাকার থলে) এঁরা মুদ্রা পরীক্ষা করতেন। ··· (আঃ ফাঃ—ফোতহ্-দার) যে নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া দেয় বা সোনারূপা যাচাই করে তা রাখিয়া ধার দেয়। ··· এটি এসেছে দুটি বিদেশী শব্দের সন্ধি করে

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
পোদ্দার		'ফত্বহ' আরবী শব্দ, আর 'দার' ফার্সী শব্দ। সন্ধি করে 'ফত্বদার', তা থেকে ক্রমে ফোৎদার, পোৎদার এবং শেষে পোদ্দার।
পোতদার	=	মুদ্রার ধাতুমান পরীক্ষক।
পোটলাধরা	=	কোচবিহারের রাজা বাইরে গেলে যারা তার জামা কাপড় ইত্যাদি বহন কোরত এবং তদারকি কোরত তারা 'পোটলাধরা' উপাধি লাভ করে।
প্যাটেল [২৫]	=	'পট্টকিল'-এর অপভ্রংশ।
প্রতি [৪]	=	পশু যাগে ছয় জন ঋত্বিকের একজনকে প্রতি বলা হত।
প্রধান	=	শ্রেষ্ঠবংশীয়।
প্রসাদ [১৮]		
প্রতিহার [৮]	=	সম্পদরক্ষাকারী। ··· দ্বাররক্ষক।
প্রামাণিক	=	বিশ্বাস্য, বিজ্ঞ, প্রধান, অধ্যক্ষ। ··· প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্তকারী প্রমাণ (+ইক্)। বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে যাকে সাক্ষী বা প্রমাণ হিসেবে রাখা হত।
প্রেত	=	দুর্ঘটনা ও অপঘাতজনিত মৃত্যুর দরুণ যিনি প্রেতোদ্দিষ্ট দানসামগ্রী এবং পিণ্ড গ্রহণ করেন তাদের পদবী 'প্রেত' কিনা সংশয় আছে।
ফড়নবিশ	=	ফর্দনবিশের কাজ করায় ফড়নবিশ নামে পরিচিত হন।
ফুরণ	=	'পূরণ' থেকেই 'ফুরণ' (চুনকামের মিস্ত্রির কাছে ফুরণের রেট জানতে চাওয়ার অর্থ পূরণের সর্ত)।
ফুরাই	=	সম্ভবত 'পুরাই' বা 'পুরাইত' থেকে। ··· পুরাই থেকে পুরাইৎ তার থেকে পুরবিদ্ (নগর নির্মাণের পরিকল্পনাকারী)
বক্সী/ বকশি	=	মুসলমান রাজসরকারের দপ্তরে প্রধান কর্মচারী। এঁরা সৈনিকদের বেতন দিতেন এবং সামরিক বিভাগের মসনবদার ও জায়গীরদারদের জায়গীর সম্বন্ধীয় হিসাব রাখতেন। ··· মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ। ··· তুর্কী শব্দ 'বখশী' থেকে বাংলায় 'বক্শি'।
বর্গী	=	বেতনভোগী অশ্বারোহী সৈন্যদল, মারাঠী 'বারগী' শব্দজ।
বর	=	শ্রেষ্ঠ। ··· নৌকোর সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা সংশয় আছে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
বন্ধু [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। ... [৫৬]
বর্ম্মা/[৩] বর্মা	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে। ... 'বর্ম্মন্' শব্দ হতে। ... [৩৬]
বল [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। ... 'মহাবল', 'ইন্দ্রবল' জাতীয় নামের শেষাংশ থেকে এসে থাকতে পারে। আবার 'দেবল' গোত্রপদবীর শেষাংশও হতে পারে।
বসু [১]	=	ধনরত্নের কারণে। ... [৪৬] ... [৮২]
বড়ু	=	বটু (ব্রাহ্মণ বালক)।
বটুক	=	বটু থেকে বটুক (ব্রাহ্মণ বালক)
বর্দ্ধন [৩]	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে। ... নামের শেষাংশ থেকে।
বণিক	=	ব্যবসায়ী। ... পেশাগত পদবী [২০]।
বর্মন	=	'বর্ম' শব্দজ ; রক্ষাকারী, যিনি বর্মের ন্যায় দেশকে রক্ষা করেন। ... [৩৬] ... [৩৮]
বরুয়া	=	কোচবিহারের রাজার জামাতা বরুয়া পদবী লাভ করতেন।
বল্লভ	=	অশ্বরক্ষক। ... [৯৪]
বশিষ্ঠ [৫৯]		
বড়াল	=	বোড়া গ্রাম থেকে।
বড়ুয়া [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে। ... [৪০]
বটব্যাল [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে। ... বোড়া গ্রাম থেকে।
বলরামী [৬৪]		
বসুনিয়া	=	কোচবিহারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যারা জনসমাবেশ ঘটাতেন, রাজার কাছ হতে তারা 'বসুনিয়া' পদবী লাভ করতেন।
বন্দোপাধ্যায় [২]	=	ব্রাহ্মণের উপাধি। ... [৩২] ... [৪০]
বলোৎকটা [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
বসুয়ারী [৪৬]		
বহুগুণা [৯৩]		
বড় গোহাঁই [৩৫]		
বাগ	=	'বাগ্মী'-র অপভ্রংশ। ... বাগিচার মালিক।
বাগ্মী	=	যিনি রাজার আদেশাদি প্রচার করতেন।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
বাঘ	=	ব্যাঘ্রের সমান তেজোদর্পশালী, নির্ভীক। … বাঘ নিধনকারী। … জন্তুবাচক পদবী [২১]
বান [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
বাবু	=	ধনী ব্যক্তিদিগের উপাধি বিশেষ। …'বাহজ' শব্দ হতে।
বারা [২৩]	=	উদ্ভিদবাচক পদবী।
বালা	=	যাঁরা মাথায় দেউলপাট বহন করে হরপার্বতীর গান করতেন তাঁদের বালা বলে অভিহিত করা হত। এই 'বালা' শব্দই পদবীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। … ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ— বালা < বল্লহ < বল্লভ। 'বালা' শব্দটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়।
বালী [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
বাসু [৮২]		
বাস্কে [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
বাউরী [১৬]	=	'বাওড়া'-এর অপভ্রংশ। জাতির নামে পদবী।
বাউল	=	শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত সম্প্রদায়।
বাকচি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
বাখলা [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
বাগদী	=	'বকদ্বীপ' বা 'বগ্‌ডিহি' থেকে বগ্‌ডি তথা বাগদী কথার উৎপত্তি হয়েছে বলে শ্রদ্ধেয় যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন।
বাগানী	=	উদ্যানকারী।
বাছাড়	=	বাছাইকার, নির্বাচক। … চার পাঁচ মনের তালগাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে তুলে, টেনে যে সব চেয়ে বেশী দূর নিয়ে যেত পারত তাকে সবাই সম্মান দিত 'বাছাড়' বলে।
বাজাজ [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
বাপুলী	=	'বাউলী'-রাই স্থানভেদে 'বাপুলী'। … স্নেহভাজন। … 'গাঁঞি'-এর নামে [৩২]
বারিক	=	(ফাঃ বারীক) গ্রাম্যমন্ডল। … 'অভিষেকের বারি' যজমানের মাথায় যাঁরা দিতেন। … প্রাচীন 'দৌবারিক' অথবা ইংরেজী 'ব্যারাক' শব্দ থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে। … বারি সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জলেতে যাঁহাদের জীবন জীবিকা ; বারি

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
বারিক		শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ বারিক। ... দৌবারিক (সংস্কৃত)
বারুই/ বারুরী	=	তাম্বুল বিক্রয়কারী ; 'বারুজীবী' শব্দজ।
বাশুলি	=	যে স্থানে বাশুলি পুজো হত তার অধিবাসী অর্থে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
বাড়ই/ বাড়ুই	=	ছুতোর, ঘরামি। ... (বাড়ুই=বর্ধিত বা বাড়ন্ত)।
বাড়ব [৪০]		
বাড়বি [৪০]		
বাড়াই	=	কাঠের মিস্ত্রি।
বাড়ুয্যে/ বাঁড়ুজ্যে/ বাঁড়ুজ্জে	=	'বন্দোপাধ্যায়' শব্দের চলতিরূপ। ... [৪১] ... [৭৮] ... [৮২]
বাড়োরি [৪০]		
বায়েন	=	বাজিয়ে, সঙ্গীতে বাদ্যদ্বারা সঙ্গতকারক। ... মল্লভূমে বীর হাম্বিরের আমলে বাজিয়েদের উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'বায়েন'। ... বাজনদার।
ব্যানার্জি [৮২]		
বাওয়ালী/ বাওলী	=	বাউলগানকারক। ... সুন্দরবনের পথপ্রদর্শক, ব্যাঘ্র নিয়ন্ত্রণকারী বাউলে।
বাঘওয়ার [২৩]	=	জন্তুবাচক পদবী।
বাচস্পতি	=	পাণ্ডিত্যসূচক।
বারওয়া [২৩]	=	জন্তুবাচক পদবী।
বাহাদুর	=	ফারসী থেকে গৃহীত 'বাহাদুর' কথাটির অর্থ 'কৃতী', যে দুঃসাধ্য কর্ম করিয়াছে, বীর, প্রশংসার্হ।
বাছনদার	=	যে পছন্দ বা বাছাই করে।
বি. এ. [২৬]		
বিশী [৩২]	=	'গাঞি'-এর নাম থেকে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
বিষ্ণু [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। … [৩৮]
বি. এস. সি [২৬]		
বিজলী	=	ধনুর্ধর, রণজয়ী ব্যক্তি।
বিশই [৮]	=	'বিশপতি'-র অপভ্রংশ।
বিষয়ী	=	উড়িষ্যায় এঁরা জিলার অধ্যক্ষ। রাজস্ব আদায়, শাসন ও বিচারের ভার এঁদের উপর ন্যস্ত থাকত। … 'বিশপতি' শব্দ থেকে খর্বিত ও খণ্ডিত।
বিশ্বাস	=	বিশ্বাস্য। রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারী। … হিসাব রক্ষায় ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্যকারী। ভাণ্ডার রক্ষকদেরও বিশ্বাস উপাধি ছিল।
বিশপতি [৮]	=	বিশ (২০)টি গ্রামের অধিপতি।
বিশ্বাসখাস	=	সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব বিভাগে অতি বিশ্বাসের সহিত কাজ করে বিশ্বাসখাস উপাধি লাভ করত।
বীররায়	=	সৈন্যবাহিনীর মল্লযুদ্ধে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হয়ে যে রাজার দেহরক্ষী হত।
বেক [২৩]	=	বস্তুবাচক পদবী।
বেরা/ বেহারা	=	'বীররায়'-এর অপভ্রংশ।
বেইজ	=	সংস্কৃত 'বৈদ্য' শব্দের অপভ্রংশ। বৈদ্য থেকে প্রাকৃত 'বৈজ' এবং তা থেকে এসেছে বেইজ।
বেদজ্ঞ	=	বেদ জানে এমন।
বেলুন	=	হয়তো বিল্বন থেকে। … বিল্বন্ (সংস্কৃত)
বেসরা [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
বোস [৮২]		
বোখনাধরা	=	কোচবিহারের রাজা যখন বাইরে বেড়াতে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে যারা বিছানা বহন কোরত এবং রাজাকে বিছানা পেতে দিত, তারা 'বোখনাধরা' পদবী লাভ করত।
বৈদ্য	=	চিকিৎসক। … [২৯]
বৈরাগী	=	বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। … সংসারে উদাসীন।
ব্যাপারী [২০]	=	পেশাগত পদবী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
ব্রহ্ম [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে।
ব্রহ্মা [৪]	=	যিনি যজ্ঞের সমস্ত কর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁকে ব্রহ্মা বলা হত।
ব্রহ্মচারী	=	প্রথমাশ্রমী।
ভক্ত [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
ভঞ্জ	=	'ভঞ্জদেব' বা 'ভঞ্জবাহাদুর' অথবা 'ভজন' থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
ভট্ট [৪০]		
ভদ্র [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। ... [৩৮] ... [৪৯]
ভড়	=	'ভড়' শব্দের অর্থ মালবাহী বড় নৌকা, আবার 'ভড়' প্রাচীন গৌড়ের একটি অঞ্চলের নাম। কারো কারো মতে 'ভড়' এসেছে 'বাজ' থেকে।
ভরসা	=	যাঁকে নির্ভর করা যায়।
ভট্টাচার্য [৪০]		
ভট্টশালী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
ভাগ	=	উৎপাদিত শস্যের অংশ বা ভাগ নিত বলে গ্রাম্য সমাজে ভাগচাষীকে 'ভাগ' পদবী ব্যবহার করবার রীতি দেখা যায়।
ভাট	=	শাস্ত্রগ্রন্থ কণ্ঠস্থকারী।
ভার্মা [৩৬]		
ভাঁড়	=	পরিহাসক, বিদূষক। ... 'ভাঁড়' শব্দটি ভাণ্ডারী হইতে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। 'ভণ্ডামী করে যে' এই অর্থে নহে।
ভার্গব [৫৯]		
ভাদুড়ী [৩২/৪৮/৭৯]		
ভাণ্ডারী	=	ভাণ্ডাররক্ষক, ভাঁড়ারী। ... ভাণ্ডাররক্ষক অর্থে কিনা সংশয় আছে।
ভারতী	=	সন্ন্যাসীদের উপাধি বিশেষ।
ভাণ্ডপুট [২৯]		
ভারতরত্ন [৬]	=	ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব।
ভাণ্ডার-কায়স্থ	=	হিন্দু আমলের উপাধি বা রাজকীয় পদ, পাঠান ও মোগলদের সময়ে দেখা যায়,—চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের আমলেও ছিল। এই রাজপুরুষদের হেপাজতে রাজকোষ থাকত।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
ভূতি [৩৮]		
ভূঞ্যা/ ভৌমিক/ ভূঁইয়া	=	ভূম্যধিকারী। … ভূম্যাধিকারী জমিদার। … (ভূঁইয়া—নিঃসন্দেহে 'ভৌমিক'-এর অপভ্রংশ)।
ভোজ	=	জায়গীরদার।
মণি	=	রত্ন, শ্রেষ্ঠ।
মন্ত্রী	=	পরামর্শদাতা, অমাত্য, সচিব।
মল্ল	=	মল্লযোদ্ধা। … সংস্কৃত 'মল্ল' শব্দের অর্থ ক্রীড়ানৈপুণ্য, যোদ্ধা। হিন্দিভাষায় 'পালোয়ান' অর্থে প্রযোজ্য। কানাড়ি ভাষায় 'কুস্তিগির' অর্থে ব্যবহৃত।
মণ্ডল	=	গ্রাম-নায়ক। (গ্রামের প্রধান ব্যক্তি) কখনও কখনও এঁরা জমিদারের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রামের জমি পত্তন ও খাজনা আদায় করতেন। … 'মণ্ডলপতি' বা 'মণ্ডলেশ্বর'-এর অপভ্রংশ [৮] … [৫১] … 'মাণ্ডলিক', 'মহামাণ্ডলিক' প্রভৃতি রাজকর্মচারীর পদ থেকে এসেছে।
মঙ্গলী	=	সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুতকারী।
মল্লিক	=	পাঠান রাজত্বকালে যে সব রাজপুরুষ জমিদারী বা জায়গীর পেতেন তাঁদেক 'মল্লিক' উপাধি দেওয়া হত। পুশ্‌তু ভাষায় মালিক=মল্লিক। … 'মল্ল' শব্দের অপভ্রংশ। … (ফাঃ) সম্মানিত ব্যক্তি।
মহন্ত/ মোহন্ত	=	দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ।
মহাত্মা	=	মহাশয়, মহামনা, উদার।
মহান্তি [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
ময়রা/ মোদক	=	মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ।
ময়ূর/ মৌয়ূরীয়	=	ময়ূরধ্বজের বংশধরগণের উপাধি।
মৎস্যাসি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
মণিয়ান	=	মানবান।

ঙ-বিভাগ

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
মহাচার্য্য [৭]	=	উপাধি বিশেষ।
মহাজন	=	সাধু, ধার্মিক, বাণিজ্যকারী, বণিক।
মহাদণ্ড [২৫]		
মহাপাত্র [৮]	=	প্রধানমন্ত্রী। ··· মন্ত্রীপ্রধান। ··· পাশাপাশি রাজ্য থেকে[১২]। ··· মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি [২৫]
মহাবীর	=	অতি বলবান ব্যক্তি।
মহারাজ	=	সম্রাট, প্রধান রাজা।
মহারাণা [৮]	=	যজ্ঞ বা দিগ্বিজয় দ্বারা প্রাপ্ত উপাধি।
মজুমদার	=	প্রধান কর্মাধ্যক্ষের নীচে, রাজস্ব আদায়ের ও বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষা করতেন। জমিদারদের খাজনা আদায়কারী ও হিসাব পরীক্ষক। ··· পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপূর্ণ লোককে ইজারা দিতেন, যাঁরা ঐ সকল মুলুকের ইজারাদার হতেন তাঁদের সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হত। ··· (ফাঃ) খাজনার হিসাব রক্ষক। ··· মোগল-যুগের খেতাব। ··· মজমা বা মৌজার অধিকর্তা!
মন্দুনে	=	ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদের ফলে মন্দুনে শব্দটি আসিয়াছে মূলশব্দ 'মুণ্ড—ক্ষৌরীক' হইতে। মুন্দুনে<মুণ্ডুনে <মুণ্ডন (=মস্তক কেশশূন্যকরণ)।
মণ্ডলপতি [৮]	=	মণ্ডলের অধিপতি ও বিচার পরিষদের প্রধান।
মণ্ডলেশ্বর	=	৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি। ··· বিচার পরিষদের প্রধান [৮]
মহাক্ষত্রপ	=	ভাষাগত অর্থে ক্ষত্রপ—প্রধান।
মনসবদার	=	প্রধান সুবাদারের অধীনে শত সৈন্যের নেতা।
মহলানবিশ/ মহলানবীশ	=	মহল বা পাড়ার হিসাব রক্ষক, মহলার নবিশ (লিপিকার) ··· মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ। ··· আরবী 'মহল্লহ্' (নগরের অংশ) এবং নবীশ যোগ করে মহলানবীশ। নবীশ ফার্সী শব্দ, মানে লেখক।
মহাবাহ	=	'বাহ' শব্দ হতে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
মহামাণ্ডলিক [৮]	=	বিচার পরিষদের প্রধান।
মহামহোপাধ্যায়	=	পাণ্ডিত্যসূচক। ··· সংস্কৃত পণ্ডিতের রাজদত্ত উপাধি। ...৪৫ ... ৬৬
মাজি/ মাজী	=	কর্ণধার।
মাঝি	=	নৌচালক। ··· যে কোন শ্রমিক দলের নেতা বা গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি। ··· ৩১ ··· ৭৪
মাত্তা/মাতা	=	'মহাত্মা' শব্দের অপভ্রংশ, মহাপ্রাণ।
মান [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
মান্তা	=	কোচবিহারের রাজবাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের ভোজনের সময় যাতে সারমেয় ইত্যাদি বিরক্ত করতে না পারে তারজন্য প্রহবার ব্যবস্থা করা হোত। এই প্রহরীরা 'মান্তা' পদবী লাভ করে।
মান্না [৮]	=	'মহারাণা'-এর অপভ্রংশ। ··· মান্য থেকে কিনা সংশয় আছে।
মান্ডি [২৩]	=	উদ্ভিদবাচক পদবী।
মাল	=	'মল্ল' শব্দের অপভ্রংশ। ··· 'মল্ল' শব্দ থেকেই 'মাল' শব্দের উৎপত্তি।
মালী	=	উদ্যানকার, মাল্যকার।
মাইতি	=	ফারসী—মন্তাহি—মুন্সিকী, এই অর্থে মুন্সিয়ানা বা পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। ··· 'মহৎ' বা 'মহোত্তর'-এর অপভ্রংশ। ··· মহান্তি বা দলপতি। ··· 'মহান্তি'-র দেশজরূপ কিনা সংশয় আছে।
মাডড় [২৫]	=	'মহাদণ্ড'-এর অপভ্রংশ।
মাদুলি	=	পদবীটির অর্থ বিশ্লেষণে দাঁড়ায়, যাঁরা মাদলের আকৃতি বিশেষ কিছু গড়তে পটু।—আবার কোন দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম বা আরোগ্যের জন্য মাদুলি দিতেন বলে লোকের মুখে মুখে 'মাদুলি' প্রচার হয়ে পদবীতে রূপ নিয়েছে।—যারা পাল্কী বা ডুলি তৈরী করতে দক্ষ তাদের উপাধি 'মাদুলি' হওয়া স্বাভাবিক। (মা-দুলি অর্থাৎ মা=দক্ষ, দুলি=ডোলা বা পাল্কী)।

৩১ ঙ-বিভাগ

পদবী	উৎপত্তির সূত্র
মাণিক্য	= গৌড়ে সুলতান শামসুদ্দীন কর্তৃক ত্রিপুরার রাজাদিগকে দেওয়া উপাধি।
মারিক	= 'মাহারিক'-এর অপভ্রংশ। ... যাঁহারা ছোট হাতুড়ি দিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া ঘা মারিয়া স্বর্ণালংকারাদি নির্মাণ করিয়া থাকেন। ঠুক্ ঠুক্ 'মার' ধ্বনি হইতে বৃত্তি অনুযায়ী 'মারিক' পদবী ধার্য হইয়াছে।
মাল্লিক	= 'মল্ল' শব্দের অপভ্রংশ। ... কর্তা।
মাষ্টার	= প্রভু, শিক্ষক।
মাণ্ডলিক [৮]	= মণ্ডলের অধিপতি।
মালাকার [২০]	= পেশাগত পদবী। ... হয়তো বৃত্তিবাচক।
মিত্র [১]	= মন্ত্রণাকুশলতার কারণে। ... [৩৭] ... [৩৮] ... [৮২]
মিন্দা	= নাবিক।
মির্ন্ধা	= নৌচালক। ... নাবিক।
মিল	= যিনি নিজেদের জাতের মধ্যে মিল ঘটাইয়া দিয়া থাকেন। ইঁহার বিধান সকলে সাদরে গ্রহণ করেন। ইনি স্বজাতের মধ্যে পূজনীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি।
মিশ্র [১২]	= পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
মিস্ত্রি	= কারিকর। ... পেশাগত পদবী [২০]।
মিটার [৮২]	
মিনজ [২৩]	= প্রাণীবাচক পদবী।
মীরবহর	= নৌবিভাগের সর্বাধ্যক্ষের নাম। ... ফার্সি শব্দ, কলকাতায় গঙ্গার একটি ঘাটের নাম ছিল 'মীরবহর' ঘাট। আমির আল বহর মানে অ্যাডমিরাল অফ দি ফ্লীট। আমির আল বহর থেকেই 'মীরবহর'।
মুচী/[১৭] মুচি/মোচী	= ...। জুতা-তৈরী ও মেরামতকারী জাতি বিশেষ।
মুদি/ মুদী	= নানা দ্রব্য ব্যবসায়ী, দোকানী।
মুণ্ডা [১৮]	= 'মণ্ডী'-এর অপভ্রংশ। জাতির নামে পদবী।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
মুন্সী/ মুনশী	=	এঁরা লেখাপড়ার কাজ করতেন। বিচারালয়ে জবাববন্দী লিখতেন ··· (আঃ কেরানী, লেখক)। ··· মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ।
মুণ্ডী	=	যাঁরা বেদোক্ত মণ্ডন-কর্ম করেন।
মুর্মু [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
মুলো [২১]	=	বস্তুবাচক পদবী।
মুখিম	=	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে তন্তুবায়দিগের উপাধি।
মুখুজ্যে/[৪১/৭৮] মুখুজ্জে		
মুন্সিফ	=	বিচারক। জমি পরিদর্শনের জন্য জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত লোক।
মুস্তাফি/ মুস্তাফী	=	দেওয়ানী সেরেস্তার সেরেস্তাদারদের বলত। এঁরা রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব পরীক্ষা করতেন। ... মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ। ··· বড়বাবু বা হেডক্লার্ক।
মুহরী/ মুহুরী	=	কেরাণী, হিসাবের খাতা লেখক। ··· (আঃ মুহর্‌রির) কেরাণী।
মুৎসদ্দী/ মুচ্ছুদ্দী	=	কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধানকর্তা, লেখক।
মুখোপাধ্যায় [২]	=	ব্রাহ্মণের উপাধি।
মৃধা	=	যুদ্ধকারী (মৃধা=যুদ্ধ)।
মেটে [২১]	=	বস্তুবাচক পদবী।
মেউর	=	'ময়ূর'/'মৌয়ূরীয়'-এর অপভ্রংশ।
মেথর	=	পায়খানা পরিস্কারক জাতি বিশেষ। ঝাড়ুদার (ফাঃ মিহ্‌তর)।
মেহত্র	=	মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামেই কুম্ভকারদিগের একজন করে প্রধান থাকে, তাকে মেহত্র বলে, সেই প্রধানই সকলের জাতি সম্বন্ধীয় গোলযোগ মিটিয়ে থাকেন।
~~মেইকআপ~~	=	সাম্প্রতিক পদবী হিসাবে একশো বছরের মধ্যে এসে থাকলে অবশ্যই থিয়েটার বা যাত্রার মেকআপ ম্যান থেকে।
মৈত্র	=	মিত্র সম্বন্ধীয়। ··· [৩২]

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
মোক্তার	=	আদালতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।
মোড়ল	=	গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি—বিশেষ গ্রাম্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
মৌলে	=	সুন্দরবনে মধু আহরণকারী।
মৌর্য [৩৪]		
যশ [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে। ... [৩৮] ... [৪৯]
যতী	=	সন্ন্যাসী, জিতেন্দ্রিয় মুনি।
যাজক/[৪] যাজ্ঞিক	=	যিনি যজমান অর্থাৎ গৃহস্থের জন্য যাগ বা যজ্ঞ করতেন তাঁকে যাজক/যাজ্ঞিক বলা হত।
যাচনদার	=	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে তন্তুবায়দের উপাধি।
যোগী	=	তপস্বী।
রঙ্গ	=	যাঁরা রঙ্গপুর হতে এসেছিলেন বা পূর্বে রঙ্গপুরে দিনাজপুরে আধিপত্য করতেন তাঁদের রঙ্গ উপাধি।
রথ [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
রয় [৮২]		
রঞ্জিত/ রঞ্জিৎ	=	রণজয়ী ব্যক্তি বা বীর। ... (রঞ্জিত—মনোরঞ্জনকারী)।
রজক	=	ধোপা, বস্ত্রপরিস্কারক।
রণক	=	'রাণা'-এর অপভ্রংশ।
রপ্তান	=	রপ্তানিয়া বা রপ্তানিকারক।
রক্ষিত [৩]	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে।
রণজিৎ	=	যুদ্ধজয়ী।
রঙ্গদার	=	কৌতুকপ্রিয়।
রণধাবক	=	রাজার সহিত সৈন্যবাহিনীর যোগাযোগকারী।
রণধাওয়া	=	'রণধাবক'-এর অপভ্রংশ।
রণসিংহ [৬১]		
রাও [৭০]		
রাজ [৮]	=	'রাজন'-এর অপভ্রংশ।
রাজা	=	দিল্লীর সম্রাটের নিকট হতে পাওয়া উপাধি।
রাণা [৩]	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে। ... কুলস্তম্ভদেবের 'রাণক' উপাধিই বর্তমানে 'রাণা' উপাধিতে পরিণত হয়েছে। ... সামন্তচক্রের অধিপতি [৮] ... [৫৮] ... [৭১]

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
রাহা	=	হিন্দি রাহী বা পথিক থেকে কিনা সংশয় আছে।
রায়	=	রাজন্। নবাবী আমলে রায়দিগকে সহস্র সৈন্যের অধিপতির পদমর্যাদা দেওয়া হত। রাজা, রাজপুতনায় 'রায়'—দাক্ষিণাত্যের 'রাও' এই একই অর্থে ব্যবহৃত। ... 'রাজন'-এর অপভ্রংশ [৮]। ... 'রাও শব্দ হতে। ... [৬৯] ... রায় সম্ভবত রাজ শব্দ থেকে আগত, যার দক্ষিণীরূপ রাও। রাজা বা রাজশব্দ (রায়) প্রসংগে স্মর্তব্য লাতিন Rex। Roy ইউরোপেও প্রচলিত। ... [৮২]
রাউত/[১২] রাউৎ	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে। 'রাজপুত'/'রাজপুত্র' শব্দ থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে। রাজপুত পদবীটি ওড়িশা থেকে সংক্রামিত বলে বিশ্বাস। ... সংস্কৃত রাজপুত্র থেকে প্রাকৃতে রাউত্ত, তা থেকে রাউত। শব্দটির অর্থ ত্রিবিধ—রাজপুত্র, ক্ষত্রিয় এবং অশ্বারোহী সৈন্য।... [১০২]
রাউনা [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
রাউল	=	অবাঙ্গালীর 'রাওয়াল' পদবীর সংগে হয়তো যুক্ত।
রাওল [৭০]		
রাজন [৮]	=	সামন্তচক্রের অধিপতি। ... [৬৯]
রানক [৭২/১০২]		
রাহুত [৩]	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে। ... সংস্কৃত 'রাজপুত্র' শব্দ হতে উদ্ভুত। এবং অভিজাত বংশের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত।
রাওয়াল [৭০]		
রাজ্যপাল [৮]	=	শাসন পরিষদের প্রধান।
রায়বেঁশে	=	লাঠিয়াল। ... (রায় বাঁশিয়া) রায় বাঁশধারী। নিম্নজাতীয় সৈনিক। (রায়বাঁশ=বাঁশের বড় লাঠি)।
রায় কোঙর/[৯৮]		
রায় কুমার		
রাজপণ্ডিত [৭]	=	উপাধি বিশেষ।
রায়চৌধুরী	=	চতুঃশক্তিধর রাজা।
রায় রায়ান	=	রাজার রাজা। বাঙালার নবাবের দেওয়ানী বিভাগের প্রধান

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
রায় রায়ান		হিন্দু কর্মচারীকে এই উপাধি দেওয়া হত। ব্রিটিশ আমলে ১৭৭২ পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। … [৬৯]
রায় সাহেব	=	ইংরেজরাজ প্রদত্ত উপাধি। … [৬৯]
রাজা বাহাদুর	=	ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি।
রায় বাহাদুর	=	তিন সহস্রের অধিপতির পদমর্যাদা দেওয়া হত। … ইংরেজ আমলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই উপাধি দেওয়া হত। … [৬৯]
রায় রাজ্যধর	=	চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সুলতান জালালুদ-দীন কর্তৃক তাঁর মহামন্ত্রী সেনাপতিকে সম্মানিত করার জন্য দেওয়া উপাধি।
রায় মুকুটমণি [৭]	=	উপাধি বিশেষ।
রুদ্র [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। … তেজস্বী … [৩৮]
রে [৮২]		
রেজ	=	'রাজন' থেকে।
লস্কর	=	(ফারসী—লশ্‌কের = পদাতিক সৈন্য) — লস্কর—সৈনিক বিভাগের যোগ্য ব্যক্তিদের উপাধি। … সৈন্য বা জাহাজের নাবিক। … [৭৪]
লাভ	=	ধনোপায়চিন্তা হেতু।
লামা	=	'লামা' শব্দের প্রকৃত অর্থ সন্ন্যাসীদের মঠাধ্যক্ষ, যদিও বর্তমানে বৌদ্ধ মতানুযায়ী তিব্বতের সমস্ত সন্ন্যাসী এবং যাজকদেরই এই উপাধি দেওয়া হয়।
লাহা	=	লাক্ষা ব্যবসায়ী। … [৮২]
লাকড়া [২৩]	=	জন্তুবাচক পদবী।
লাটুয়া	=	নট বা নাটুয়া অথবা লাট বা জমির নামকরণ থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
লাহিড়ী [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
লাঠিয়াল/ লেঠেল	=	যষ্ঠিধারী যোদ্ধা।
লিণ্ডা [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
শক্তি [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
শর্মা/[৩] শর্মা	=	ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে। ... পাশাপাশি রাজ্য থেকে [১২] ... [৩৫]
শর [৩]	=	বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
শা	=	শাহ বা অধিপতি। ··· 'সাধু' বা 'সাউ' থেকে।
শানা	=	শন ব্যবসায়ী।
শাস্ত্রী	=	পাণ্ডিত্যসূচক। ··· [৩৯]
শাহী	=	শাহী বাদশাহী কর্মে নিযুক্ত কিনা সংশয় আছে।
শার্দুল	=	ব্যাঘ্র সদৃশ প্রভাবশালী।
শাটিয়ার/ সাটিয়ার	=	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ শাটিয়ার/সাটিয়ার<শাটিয়ার বা শাটিয়াল<শ্রেষ্ঠিপাল<শ্রেষ্ঠিন।
শাঁসমল [৮]	=	'শাসনমল্ল'-এর অপভ্রংশ। ··· 'শাসমল্ল' হতে এসেছে কিনা সংশয় আছে। (শাস=শাসন করা) 'শাসমহল'ও হতে পারে।
শাসনমল্ল [৮]	=	শাসনকার্যে সাহায্যকারী।
শিব [৩৮]		
শিউলি	=	খেজুর, তাল, নারিকেল, প্রভৃতি গাছ থেকে রস আহরণকারী ও গুড় প্রস্তুতকারী।
শিকারী	=	মৃগয়াকারক।
শিহরি [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
শিকদার/ সিকদার	=	যাঁদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত তাঁরা মুসলমান অধিকারে 'শিকদার' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ··· শান্তিরক্ষক ··· [৮০]
শিমলাল/ শিম্বলাল	=	শিমলাল আশ্রমের বংশধরের উপাধি।
শিরোমণি	=	পাণ্ডিত্যসূচক।
শী	=	সম্ভবত 'শীল' বা 'শ্রী' থেকে। ··· শীল থেকে শী।
শীল	=	সচ্চরিত্র। ··· [৪৯]
শূর [৩]	=	অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে।
শূল [৩২]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
শেঠ [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
শৈব	=	শিবভক্ত।
শৌণ্ড	=	মত্ত, মাতাল।
ষন্নিগ্রহী/ ষনগিরি	=	উড়িষ্যার 'পানিগ্রাহী' পদবী স্থানভেদে বাঁকুড়ায় এসে হয়ে উঠেছে 'ষন্নিগ্রহী'। আবার কেউ কেউ লেখেন 'ষনগিরি'।
সহ [৩৭]		
সজ্জন	=	সাধু, সুজন।
সবিতা [৩০]		
সরেন [২৩]	=	প্রাণীবাচক পদবী।
সহায় [৫৬]		
সান্নিগ্রাহী	=	মনে হয় উৎকল থেকে আগত।
সমান্দার	=	এঁরা গ্রাম বা জেলার চাষ পরিদর্শন ও চাষীদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য সরকার বা জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ... [৫১]
সভাসুন্দর	=	পদবীটির অর্থ, যাঁহারা সভামণ্ডপ সুন্দর ও শোভন মণ্ডিত করিয়া থাকেন।
সমাজদার [৫১]		
সরকার	=	(ফারসী শর্‌কার) প্রভু, শাসনকর্তা, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী, আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষক। ... লেখক ... মোগলযুগের খেতাব ... [৪৭]
সরখেল	=	সেনাপতি।
সরদার/ সর্দ্দার	=	(ফারসী সর্‌দার) দলপতি, নায়ক। ... প্রধান ব্যক্তি। ... যিনি শিরদাতা নেতা তিনিই সরদার। (দেশের জন্য, দশের জন্য, ধর্মের জন্য যিনি সর্বাগ্রে শিরদানে অগ্রসর হন, তিনিই সর্বজনমান্য এই সরদার)। ... [৪৯] ... ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিকে চলিয়া আসিতেছে।
সন্ধিবিগ্রহিক	=	যুদ্ধ ও শান্তি এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী।
সমাজপতি	=	সমাজের নেতা।
সর্ব্বাধিকারী	=	প্রধান মন্ত্রিপদের পরিচায়ক (নবাবদত্ত)। ... [২২]
সা	=	'সাহু'-র অপভ্রংশ। ... [৮১]

পদবী	উৎপত্তির সূত্র
সাঁই[৩৫]	= 'স্বামী'-এর অপভ্রংশ। … [৮১]
সাউ/ সাহু	= 'সাধু'-র অপভ্রংশ। … [সাহু [৮১]]
সাটী [২৪]	= 'গাঁঞি'-এর নামে।
সাথী	= সঙ্গী, সহচর।
সাধু	= সংস্কৃত শব্দ, অর্থ বণিক। … [৮১]
সানা	= সেনা, সৈন্য, যোদ্ধা।
সানি[১২]	= পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
সাহা	= 'সাহু'-র অপভ্রংশ। … [৩৭] … [৮১] … [৮২] … 'সাধু'-র অপভ্রংশ। [সাধু শব্দের একটি অর্থ বণিক। সাধু বাংলায় পদবী। সাধু ওড়িষ্যায় গিয়ে সাউ হয়েছে।]
স্বামী [৩৫]	
সাগর	= সমুদ্রচারী (সগরবংশজাত ?)।
সাঁপুই	= সাক্ষী সাবুদের 'সাবুদ' থেকে এসেছে।
সাফই/ সাফাই	= (আরবী—সাফাই) অপরাধমুক্ত, নির্দ্দোষ, কুলীন।
সাঁফুই	= পরিচ্ছন্ন, খাঁটি বা নির্দ্দোষ।
সাবুই	= সাক্ষী সাবুদের 'সাবুদ' থেকে এসেছে।
সাঁতরা [৮]	= 'সামন্তরাজ'/'সামন্তরায়'-এর অপভ্রংশ। … [৪৯]
সান্ন্যাল [৩২]	= 'গাঁঞি'-এর নামে।
সামন্ত [৮]	= সামন্তচক্রের অধিপতি। … [৪২]
সাহানা	= মুর্শিদকুলী খাঁর সময় সরকারী কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উপাধি। … সিন্ধুপ্রদেশের 'সাহানী' অথবা 'সাহানা' রাগিনী থেকে এসেছে কিনা সংশয় আছে।
সাহানি [১২]	= পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
সাধুখাঁ	= জ্ঞানী, সজ্জন। … সাধু অর্থাৎ সওদাগরতার সঙ্গে খাঁ যুক্ত হয়ে।
সাইদার[৫]	= সর্দার।
সাঁওতাল [১৯]	= 'সামতাল'-এর অপভ্রংশ। জাতির নামে পদবী। … 'সাঁওতা' হতে সাঁওতাল। প্রাচীন অঙ্গদেশেই সাঁওতালদের আদি

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
সাঁওতাল		বাসস্থান ছিল। পরে তারা যখন মেদিনীপুর জেলার ‘সাঁওতা’ পরগনায় এসে বসবাস শুরু করে তখন তাদের নাম হয় সাঁওতাল।
সার্বভৌম	=	পাণ্ডিত্যসূচক।
সামন্তরাজ/[৮] সামন্তরায়	=	সামন্তচক্রের অধিপতি।
সাকরমল্লিক [২২]	=	হুসেনশাহের অধীনে হিন্দু প্রধান অমাত্যদিগকে দেওয়া উপাধি।
সামন্ত ঠাকুর [৪২]		
সিমলাই [৩২]	=	‘গাঁঞি’-এর নামে।
সূপকার	=	রন্ধনকারী।
সুবাদার	=	প্রদেশের শাসনকর্তা, দেশীয় সৈন্যগণের নেতা।
সূত্রধর	=	সুতো ধরে মাপজোখ করে কাজ করতে হয় বলেই সামাজিক নাম সূত্রধর। ‘সূত্রধর’ কথাটির মধ্যে তাঁদের পেশাগত চরিত্রটি একান্তই ফুটে উঠেছে।
সেন [১]	=	সেনাপতি বলে। … ‘সেনাপতি’-র অপভ্রংশ। … [৩৮]
সেনা	=	‘সেনানায়ক’-এর অপভ্রংশ।
সেনী	=	‘সেনাপতি’-র অপভ্রংশ।
সেকরা	=	সোনারূপার গহনা নির্মাণকারী।
সেনগুপ্ত [৬০]		
সেনাপতি	=	সৈন্যাধ্যক্ষ। … [৪৯]
সেনানায়ক	=	একশত সৈন্যের অধিপতি।
সেহানবীশ	=	মোগলযুগে সরকারী চাকরির পদ।
সোম [৩]	=	উপাস্য দেবতার নামানুসারে। … চন্দ্র অর্থে অথবা ঋগ্বেদীয় বা পৌরাণিক দেবনাম নামের সঙ্গে যুক্ত করার রীতি থেকে কিনা সংশয় আছে।
সোতাপাগধরা	=	কোচবিহারের রাজার রাজদণ্ড যারা বহন করতেন এবং রাজা সিংহাসনে বসলে রাজদণ্ড ধারণ করতেন, তাঁদের সোতা-পাগধরা উপাধি দেওয়া হতো।

পদবী		উৎপত্তির সূত্র
সিং [১২]	=	পাশাপাশি রাজ্য থেকে।
সিনহা [৮২]		
সিন্ধল [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
সিংহ [১]	=	সিংহ প্রভাব হেতু। ··· শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সৈনিক বিভাগের কর্মচারীদেরও এই উপাধি দেওয়া হত। ··· মহাপ্রতাপশালী। ··· ৩৩ ··· ৮২
সিয়ারিক [২৪]	=	'গাঁঞি'-এর নামে।
সিংহ চৌধুরী/ [১১]	=	বাঁকুড়া জেলায় সিমলাপালের সামন্তরাজ শ্রীপতি মহাপাত্রের বংশপদবী।
সিংহ হিকিম/		
সিংহ বড়ঠাকুর/		
সিংহ বাবু/		
সিংহ মহাপাত্র		
স্বর্ণকার	=	যে অলংকারাদি গড়ে।
হরকরা	=	পত্রাদি বাহক, পিয়ন।
হস্তীশুর	=	হস্তীবাহিনীর সৈন্যগণ।
হাটি/ হাঁইত	=	'হস্তীশুর'-এর অপভ্রংশ। ··· [৫২]
হাতি	=	'হস্তীশুর'-এর অপভ্রংশ। ··· দীর্ঘদেহী বা বলিষ্ঠ। ··· জন্তুবাচক পদবী [২১]। ··· আসলে পদবীটা হাতি নয়, হাটি। অনেক আগে বাণিজ্যকেন্দ্রের অধিকর্তাকে বলা হতো এবং রাষ্ট্রীয় উপাধি দেওয়া হতো হট্টারিক। সেই হট্টারিকই মুখে মুখে পরিণত হলো হাটিতে।
হাকিম	=	বিচারক।
হাজরা হাজারী	=	সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক। ··· (হাজরা=মনসবধারী উপাধি, 'হাজারীর'-র অপভ্রংশ)। ··· মোগলযুগের খেতাব। ··· (হাজরা=শাব্দিক মিল বশত হাজারীকে হাজিরা শব্দের সংগে মিলিয়ে ফেলে হাজরা শব্দের উৎপত্তি)। এক সহস্র সৈন্যের অধিপতি।
হাজারিকা	=	'হাজারী'-র অপভ্রংশ।

৪১ ঙ-বিভাগ

পদবী	উৎপত্তির সূত্র
হালদার	= ‘হাবিলদার’ বা ‘হাওলাদার’ শব্দজ ; সৈন্যাধ্যক্ষ। সহকারী হিসাব রক্ষক।… ৪৪ … ৭৩
হাওলদার [৭৩]	
হালুইকর	= মিঠাইওয়ালা।
হিন্দুমান [৬৫]	
হুই	= ‘হুই’ পদবীটি ‘ভূতি’ শব্দ থেকে এসেছে। অর্থাৎ ভবভূতি, বিভূতি, দেবভূতি জাতীয় নামের শেষাংশ ভূতি দেশজ চেহারা নিয়ে।
হুকুমদার	= আদেশকারী।
হেমব্রম [২৩]	= উদ্ভিদবাচক পদবী।
হোতা [৪]	= যিনি যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করতেন তাঁকে হোতা বলা হত। … সংস্কৃত হোত্রী থেকে হোতা।
হোম	= ‘সোম’ পদবীর রূপান্তর অথবা হোত্রীর মত যজ্ঞার্থে হোম-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত—এই দ্বিবিধ অনুমান করা হয়।
ক্ষত্রপ	= প্রাচীন পারসিক শব্দ ‘ক্ষত্রপাভন’ যার অর্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তা।
ক্ষুরি	= যাঁরা ক্ষুরের দ্বারা বেদোক্ত সংস্কার কর্ম করেন।
ক্ষেম [৩]	= বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে।
ক্ষেত্রপাল [৮]	= … জমির শস্যরক্ষাকারী।
ক্ষেত্রকায়স্থ	= জমি জরিপ করে চিঠা লেখা কাজে রত।

(১) পৌরাণিক আখ্যায়—চিত্রগুপ্ত (কায়স্থ) বংশীয় রাজা ধর্মযজ্ঞের এগারজন পুত্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য নৈমিষারণ্যে আটজন ঋষির আশ্রমে গমন করেন। যিনি যে ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন, তিনি সেই ঋষির গোত্র পেলেন ও গুণ ও কর্মের জন্য নিম্নোক্ত পৃথক পৃথক উপাধি লাভ করলেন ঃ—

পুত্রের নাম	ঋষির নাম	গুণ/কর্ম	উপাধি
মতিমন্ত	সৌকালীন আশ্রমে	যশের কারণে	ঘোষ
দাশরথী	গৌতম আশ্রমে	ধনরত্নের কারণে	বসু
অতিক্রান্ত	বিশ্বামিত্র আশ্রমে	মন্ত্রণাকুশলতার কারণে	মিত্র
গুহ্যক	কাশ্যপ আশ্রমে	গুহাতে বাস হেতু	গুহ
দুর্ধর্ষ		সেবায়েত বলে	দাস
দুর্বাক্য	মৌদ্গল্য আশ্রমে	দেবভক্ত বলে	দেব
দুর্বাসা		দাতা বলে	দত্ত
কুথু	ভরদ্বাজ আশ্রমে	করমিত্র বলে	কর
শশাঙ্ক		পালনপ্রিয় বলে	পালিত
পৌলব	বাসুকি আশ্রমে	সেনাপতি বলে	সেন
সহস্রাক্ষ	মুসোল আশ্রমে	সিংহপ্রভাব হেতু	সিংহ

(২) আচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃতি, তপঃ ও দান এই নয়টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণের মূল 'উপাধ্যায়' উপাধির প্রথমে গঙ্গ, চট্টো, বন্দ্য, মুখ নামের যিনি যে গ্রামে বাস বরতেন সেই গ্রামের নাম যুক্ত হয়ে গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় উপাধিতে পরিচিত হন।

[গঙ্গ (বর্ধমান জেলায় বাঁকানদের নিকট)
চট্টো (বর্ধমান জেলায় চাট্তি)
বন্দ্য (বীরভূমের অন্তর্গত বন্দিঘাট)
মুখ (বাঁকুড়া জেলায় অম্বিকা পরগনায় মুকুটী)]

(৩) গুপ্তাধিপত্য বিস্তারের বহুপূর্ব হতেই পশ্চিম ভারত থেকে এ দেশে কায়স্থগণের আগমন হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের অধিপতি, ধর্মাচার্যগণের উপাধির অনুকরণে ও তাঁদের উপাস্য দেবতাদের নামে আর নিজ নিজ বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে উক্ত বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

[অধিপতিগণের উপাধিতে ঃ (গুপ্ত, বর্মা, বর্ধন, রাণা, রাহুত, শূর)।

ধর্মাচার্যগণের উপাধিতে : (অর্ণব, কীর্তি, দণ্ডী, নাথ, পাল, বন্ধু, ভদ্র, রক্ষিত, শর্ম্মা)। উপাস্য দেবতাদের নামে : (আদিত্য, ইন্দ্র, গণ, চন্দ্র, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, রুদ্র, সোম)। বীর্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে : (আশ, আইচ, গুণ, তেজ, দাম, ধনু, ধর, নাদ, পীল, বল, বান, মান, যশ, শর, শক্তি, ক্ষেম)]।

(৪) বৈদিক ঋষিরা নানাবিধ যজ্ঞ করতেন। যিনি যজমান অর্থাৎ গৃহস্থের জন্য যাগ বা যজ্ঞ করতেন তাঁকে 'যাজ্ঞিক', 'যাজক' বা 'ঋত্বিক' বলা হত। (ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করতেন বলে যাজ্ঞিকের সাধারণ নাম ঋত্বিক)। যজ্ঞ অনুসারে নানা নামের ঋত্বিক ছিল। যিনি দেবতাদের আহ্বান করতেন তাঁকে হোতা ; আগুনে যিনি আহুতি দিতেন তাঁকে অধ্বর্য্য ; যিনি সামগান করতেন তাঁকে উদ্গাতা ; যিনি যজ্ঞের সমস্ত কর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁকে ব্রহ্মা ; পশু যাগে ছয় জন ঋত্বিকের একজনকে 'প্রতি' বলা হত। আর বৈদিক গৃহস্থ অগ্ন্যাধান যজ্ঞ বা হোমে অগ্ন্যাহুতি দিতেন বলে তাঁদিগকে 'অগ্নিহোত্রী' বলা হত।

(৫) দশ বিশ গণ্ডা জেলে মালো জুটিয়ে ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা আর পঞ্চাশ ষাটটি জাল নিয়ে যে সকলের হয়ে সর্দারি করে দক্ষিণে (সমুদ্রযাত্রা) নিয়ে যেত মাছ ধরতে তাকে 'সাইদার' বলা হত।

(৬) ভারতরত্ন : এই খেতাব দেওয়া হয় কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ এবং উচ্চতম পর্যায়ের জনহিতকর কাজের স্বীকৃতির জন্য।

(৬) পদ্মবিভূষণ : সরকারী কর্মচারীসহ যে কেউ যে কোন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মৌলিক কৃতিত্বের জন্য এই খেতাব পান।

(৬) পদ্মভূষণ : সরকারী কর্মচারীসহ যে কেউ যে কোন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিক কৃতিত্বের জন্য এই খেতাব পান।

(৬) পদ্মশ্রী : সরকারী কর্মচারীসহ যে কেউ যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য এই খেতাব পান।

(৭) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সুলতান জলালু-দ-দীনের সময় বৃহস্পতি মিশ্র নামে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর মনীষা সুলতানের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। এবং তাঁর মন্ত্রণায় একাধিক গৌড়েশ্বর উপকৃত হয়েছিলেন। তাই তাঁর উপর পরপর 'কবিচক্রবর্ত্তী—রাজপণ্ডিত—পণ্ডিত-সার্ব্বভৌম—কবিপণ্ডিত চূড়ামণি—মহাচার্য্য—রায়মুকুটমণি' উপাধিগুলি বর্ষিত হয়েছিল।

(৮) আর্যদের পারিবারিক জীবনে কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম হত। গ্রামের অধ্যক্ষকে বলা হত গ্রামণী বা দেশমুখ্য। বিশটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত একটি 'বিশ' বা 'জন'। এই বিশ বা জনের অধিপতিকে বিশপতি বা জনপতি বলা হত। 'বিশপতি বা জনপতি'-র অপভ্রংশই 'বিশই' বা 'জানা'রূপে পদবীতে পরিণত হয়েছে। একটি মণ্ডলের অধিপতিকে 'মণ্ডলপতি' ও 'মাণ্ডলিক' বলা হত। বর্তমানে ইহা 'মণ্ডল' পদবীতে পরিণত হয়েছে। চৌদ্দটি মণ্ডল নিয়ে একটি সামন্তচক্র গঠিত হত। এই সামন্তচক্রের অধিপতিকে বলা হত 'সামন্ত'। এই 'সামন্ত' শব্দই বর্তমানে পদবীতে পরিণত। কয়েকটি সামন্তচক্রের অধিপতিকে সামন্তরাজ বা সামন্তরায় বলা হত। 'সামন্তরায়'-এর অপভ্রংশ 'সাঁতরা' পদবীতে পরিণত হয়েছে। কতকগুলি সামন্তচক্রের অধিপতিকে 'রাজন' বা 'রাণা' বলা হত। ইহা এখন 'রাণা', 'রাজ' ও 'রায়'রূপে পদবীতে পরিণত হয়েছে। যজ্ঞ বা দিগ্বিজয় দ্বারা 'রাজা', 'মহারাণা' বা 'একরাট' হতেন। এই 'মহারাণা' শব্দের অপভ্রংশই 'মান্না' পদবীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক মহারাজার রাজসভায় একটি মন্ত্রিসভা, একটি বিচার-পরিষদ এবং একটি সৈন্যবাহিনী ছিল। মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রীকে 'মহাপাত্র' ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে 'পাত্র' বলা হত। এই দুটি পদই এখন পদবীতে দেখা যায়। বিচার পরিষদের প্রধানকে 'মণ্ডলপতি', 'মণ্ডলেশ্বর' বা 'মহামাণ্ডলিক' বলা হত। অন্যান্য যাঁরা বিচারে সাহায্য করতেন তাঁদের 'দণ্ডকার' ও 'দণ্ডপতি' বলা হত। 'মণ্ডলেশ্বর' বর্তমানে 'মণ্ডল'রূপে ও 'দণ্ডকার', 'দণ্ডপতি' বা 'দিণ্ডা' পদবীতে পরিণত হয়েছে। বিচার পরিষদের একজন ধারক থাকতেন তিনি বিচারের ভুলত্রুটি সংশোধন করে মণ্ডলেশ্বরের বিচারে সাহায্য করতেন। এই 'ধারক'-এর অপভ্রংশ 'ধর', 'ধারা'/'ধাড়া' পদবীতে পরিণত হয়েছে। শাসন পরিষদের প্রধানকে 'রাজ্যপাল' বলা হত। তাঁর অধীনে 'নগরপাল', 'ক্ষেত্রপাল', 'শাসনমল্ল', 'দৌবারিক', 'প্রতিহার' ও 'পাইক' কাজ করতেন। নগরপাল—'পাল' (রক্ষক), ক্ষেত্রপাল—'খাটুয়া', শাসনমল্ল—'শাঁসমল', প্রতিহার (সম্পদরক্ষাকারী)—'পড়েল' ও 'দৌবারিক' (দ্বার-রক্ষাকারী ও রাজসভায় নিমন্ত্রণকারী)—'দুয়ারী', 'দোয়ারী' প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দগুলি পদবীরূপে পরিণত হয়েছে।

(৯) 'কৌল' কথাটি 'কুল' থেকে উদ্ভূত। উত্তরভারতে 'কৌল' কথাটির উচ্চারণ 'কাউল'। ১০-১১ শতাব্দীতে কাশ্মীরে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত তান্ত্রিক কৌলশাস্ত্রর খুব প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে। যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৌলাচার মত মানতেন তাঁরা নিজেদের 'কৌল' অর্থাৎ 'কাউল' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

(১০) পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর এক পূর্বপুরুষ দিল্লীতে এক 'খাল' বা

'নাহার' (ফার্সীশব্দ) এর কাছে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে 'নাহারু' বলে ডাকতেন। ক্রমে তাহাই হয়ে যায় 'নেহেরু'।

(১১) সিমলাপাল (বাঁকুড়া) রাজবংশের কুরচিনামা থেকে জানা যায় আনুমানিক ৮৭১ সালে বীরহামচন্দ্রপুরের শ্রীপতি মহাপাত্র (উড়িষ্যার রাজার সেনাপতি) কোন এক কারণে উড়িষ্যা থেকে বাংলায় আসেন। তিনি একা আসেননি। সঙ্গে দলবলও নিয়ে এসেছিলেন। সদলবলে এঁরা দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গল মহলে বসতি স্থাপন করেন। পরে তিনি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার সামন্ত হিসাবে সিমলাপালে রাজ্য স্থাপন করেন। রাজার বড় ছেলে যিনি রাজা বা জমিদার হতেন তাঁর পদবী 'সিংহ চৌধুরী'। মেজ ছেলে 'সিংহ হাকিম'। ছোট ছেলে 'সিংহ বড়ঠাকুর'। এর পরের ছেলে থাকলে সবাই 'সিংহ বাবু'। এখন সে রকম রাজাও নেই, তাঁর রাজ্যও নেই। কিন্তু পদবী ঠিক ধারা বজায় রেখে বয়ে চলছে। মনে হয় শ্রীপতি মহাপাত্র কিংবা তাঁর উত্তরপুরুষেরা 'মহাপাত্র' পদবীর আগে জুড়ে দিয়েছিলেন 'সিংহ' শব্দটি। হয়তো বা শক্তি বোঝাবার জন্যই।

(১২) বাঙলায় প্রচলিত উক্ত পদবীগুলি বাঙলার নিজস্ব পদবী নয়, এ পদবীগুলি পাশাপাশি রাজ্য থেকে এসেছে :—

উড়িষ্যা থেকে :— পাণ্ডা, রথ, মহান্তি, তলাপাত্র, মহাপাত্র, নায়ক, ভক্ত।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে :—মিশ্র, ঝা, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, খাটুয়া, শেঠ, গিরিধারী।

আসাম থেকে :— বড়ুয়া, দলুই শর্মা।

গুজরাট ও রাজস্থান থেকে :—রাউত, নাহার, সানি, সাহানি।

পাঞ্জাব থেকে :— সিং, বাজাজ।

(১৩) কেরলের 'কাওড়া'-র আদিবাসী হওয়ায় স্থানের নামে সম্প্রদায়ের নাম হয় 'কাওরা'—ইহাই পদবীতে প্রচলিত হয়।

(১৪) কয়েকটি পরগণা নিয়ে একটি চাকলা হত। শাহজাহনের সময় দেশ চাকলায় বিভক্ত হয়।

(১৫) পাঞ্জাবের 'ডেমারী'-র আদিবাসী হওয়ায় স্থানের নামের অপভ্রংশে জাতির নাম হয় 'ডোম'। আর ইহাই পদবীতে প্রচলিত হয়।

(১৬) পাঞ্জাবের 'বাওড়া'-র আদি অধিবাসী হওয়ায় স্থানের নামের অপভ্রংশে জাতির নাম হয় 'বাউরী'। আর ইহাই পদবীতে প্রচলিত হয়।

(১৭) প্রাচীন ইরানীয় মুচ,—প্রাচীন পারসীক Mocak 'মোচক' শব্দের অর্থ

হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার জুতা, প্রাচীন ভারতে এই শব্দ গৃহীত হয়; এবং যে 'মোচক' প্রস্তুত করে সে 'মোচিক' নামে পরিজ্ঞাত হয়; এই মোচিক হতে চর্মকার অর্থে আধুনিক 'মোচী', 'মুচি'।

(১৮) পাঞ্জাবের 'মন্ডী'-র আদি অধিবাসী হওয়ায় স্থানের নামের অপভ্রংশে জাতির নাম হয় 'মুন্ডা'। আর ইহাই পদবীতে প্রচলিত হয়।

(১৯) গুজরাটের রাণের 'সামতালপুর'-এর আদি অধিবাসী হওয়ায় স্থানের নামের অপভ্রংশে জাতির নাম হয় 'সাঁওতাল'। আর ইহাই পদবীতে প্রচলিত হয়।

(২০) প্রতি জাতির মধ্যে একটি পেশা নির্দিষ্ট ছিল। জাতিগত পেশা মানুষকে চিহ্নিত করত বা এখনও করে সেই নির্দিষ্ট জাতির লোক হিসেবে। এই পেশাগত নামই পদবীতে রূপান্তরিত।

(২১) হিন্দু সভ্যতার কাছে নতিস্বীকার করে বহু আদিবাসী হিন্দু সমাজে স্থান পাওয়ায় আচার ব্যবহার রীতিনীতির পরিবর্তনের পথ ধরে এদের মধ্যে কেউ কেউ নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নীত হয় উন্নত জাতিতে। কিন্তু তাদের অতীতে জীবজন্তু ও বস্তুবাচক পদবীগুলি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

(২২) হিন্দু কর্ম্মচারীর উপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল হুসেন শাহের, রূপ ও সনাতনকেও তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন, ক্রমে এঁরা প্রধান অমাত্য হলেন, সুলতান তাঁদের উপাধি দিলেন 'সাকরমল্লিক' ও দবীরখাস [সাকরমল্লিক=সর্ব্বাধিকারী বা চীফ্ সেক্রেটারী ও দবীরখাস=প্রাইভেট সেক্রেটারী]।

(২৩) আদিবাসী সমাজের মধ্যে গোত্রের (CLAN) খুব প্রচলন। এই গোত্রের নাম হয়ে থাকে জীবজন্তু, গাছপালার কিংবা কোন জড় পদার্থের নাম থেকে। গোত্রের নামকে ওঁরা পদবী হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যথা :—

এক্কা (কচ্ছপ) প্রাণীবাচক পদবী
কচ্ছপ (কচ্ছপ) প্রাণীবাচক পদবী
কাচুয়া (কচ্ছপ) প্রাণীবাচক পদবী
কিস্কু (মাছরাঙ্গা) প্রাণীবাচক পদবী
গিধ (শকুন) প্রাণীবাচক পদবী
ডুংডুং (মাছ) প্রাণীবাচক পদবী
ধান (ধান) বস্তুবাচক পদবী
নাগ (সাপ) জীববাচক পদবী
লাকড়া (বাঘ) জন্তুবাচক পদবী
কুজুর (কুচগাছ) উদ্ভিদবাচক পদবী

মিনজ (একরকম মাছ) প্রাণীবাচক পদবী
জজো (তেঁতুল) বস্তুবাচক পদবী
টপ্পো (একরকম পাখী) প্রাণীবাচক পদবী
টিগ্গা (বানর) প্রাণীবাচক পদবী
কিসপোট্টা (শুকরের নাড়িভুঁড়ি) বস্তুবাচক পদবী
কেরকেটা (একরকম পাখী) প্রাণীবাচক পদবী
খালখো (একরকম মাছ) প্রাণীবাচক পদবী
বাখলা (গাছের ছাল) বস্তুবাচক পদবী
মাণ্ডি (একরকম তৃণ) উদ্ভিদবাচক পদবী

কোয়া (কাক) প্রাণীবাচক পদবী
খাঁ-খাঁ (কাক) প্রাণীবাচক পদবী
মুর্মু (সম্বর হরিণ) প্রাণীবাচক পদবী
বারওয়া (বাঘ) জন্তুবাচক পদবী
বাঘওয়ার (বাঘ) জন্তুবাচক পদবী
বেক (লবণ) বস্তুবাচক পদবী
বেসরা (গোসাপ) প্রাণীবাচক পদবী
ধানওয়ার (ধান) বস্তুবাচক পদবী
বারা (বটগাছ) উদ্ভিদবাচক পদবী
বাস্কে (বাসি) বস্তুবাচক পদবী
রাউনা (বাজপাখী) প্রাণীবাচক পদবী
হেমব্রম (বনজগুল্ম) উদ্ভিদবাচক পদবী
লিন্ডা (কেঁচো) প্রাণীবাচক পদবী
সরেন (একরকম পাখী) প্রাণীবাচক পদবী

(২৪) বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর—৯৯৯ শকাব্দে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করবার মানসে কান্যকুব্জ হতে বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ পাঁচজন ব্রাহ্মণ ডেকেছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের বারটি পুত্র সন্তান হয়েছিল, তদনুযায়ী তাঁদের নন্দী, কুন্দ, গাংগলী, পুংসিক, ঘণ্টা, সিয়ারিক, সাটী, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী, সিম্ধল—এই বারটি 'গাঁঞি' নির্দ্ধারিত হল। বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণ সাবর্ণ গোত্রের এই বারটি 'গাঁঞি' নির্দ্দিষ্ট আছে। (সত্যদর্শন) … অন্যমতে বেদগর্ভের এগারটি পুত্র, তদনুযায়ী তাঁদের গাঙ্গুলী, ঘণ্টেশ্বরী, পালী, বালী, কুন্দনলাল, নন্দিগ্রামী, সিম্ধল, সাণ্ডেশ্বরী, দায়ী, সিয়ারী, নায়ারি—এই এগারটি গাঁঞি (বাঙ্গালী জাতি পরিচয়)।

(২৫) পটে আঁকা দুর্গামূর্তি বড়ঠাকরুন, মেজঠাকরুন ও ছোট ঠাকরুনের মূর্তিগুলিকে মল্লরাজাদের মৃন্ময়ী মন্দিরে আনা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। জিতাষ্টমী পুজোর রাত কেটে গেলেই ভোর বেলায় কামান দাগা সুরু হয় প্রথমবার। তারপর এক একজন ঠাকরুন আসেন আর গর্জে ওঠে কামানের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। বিষ্ণুপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে তাঁরবক গ্রামের মাডড় জাতি এই কামান দাগে বংশানুক্রমিক। 'মহাদণ্ড' কথাটির অপভ্রংশে 'মাডড়' কথাটি এসেছে। পুজো করেন মহাপাত্ররা—সবই মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি।

(২৬) লরেল এক ধরণের গুল্মজাতীয় গাছ। প্রাচীন গ্রীসে লরেল-পল্লবকে গণ্য করা হতো একান্ত পবিত্র ও মঙ্গলসূচক। যুদ্ধে বিজয়ী বীর বা বিজয়ী সেনেটদের মাথায় তখন পরানো হতো লরেলের শিরোভূষণ। লরেলের শিরোপা দিয়ে সম্মান জানানোর এই প্রথাটি সেকেলের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল। ইংরাজি ব্যাচেলার কথাটিও এসেছে 'ব্যাচ্চা লরেয়ুস' (লরেল ফল) নামের লাতিন শব্দ থেকে। পরীক্ষায় যারা সফল হয়েছে তেমন ছাত্রদের অতীতে ফল সহ লরেল ডালের শিরোপা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তার থেকে এলো বি. এ. (ব্যাচেলার অফ আর্টস) বি. এস. সি. ইত্যাদি খেতাব। সেকালের চার্চের আওতায় পাদরী সাহেবদের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্য্য পালনের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হতো। সে সময় বিয়ে করার

নিয়ম ছিল না। তাই পরবর্তীকালে ব্যাচেলার কথাটির মানে দাঁড়ালো 'অবিবাহিত পুরুষ'।

(২৭) দিনের কারণ যিনি সেই সূর্য্যদেবের কীর্ত্তি অর্থাৎ কার্য্যকলাপ বা করণীয় কর্ম যাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয় তাঁকে দিবাকীর্ত্তি কহে (সত্যদর্শন)

(২৮) মহাদেবের কপালে চন্দ্রদেব আছেন বলে তাঁর এক নাম 'চন্দ্রিল' বা 'চন্দ্রশেখর'। বিবাহের গৌরবচনে শিবের নাভি হতে নাপিতের উৎপত্তি বলে কিম্বদন্তী আছে। আবার তাঁদের মধ্যে শিব গোত্রও আছে। সুতরাং শিবের সন্তানকেও 'চন্দ্রিল' বলা যেতে পারে (সত্যদর্শন)

(২৯) বড় বড় জালায় করে অরিষ্ট, আসব, ঘৃত তৈলাদি এবং বটিকাদি, ধাতু প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের পাক, জারণ, মারণাদি কার্য্যে পারদর্শিতা হেতুই তাঁদের 'ভাণ্ডপুট' বলা হয় এবং 'চন্দ্রবৈদ্য'ও বলা হয়ে থাকে। চন্দ্রদেবের একটি নাম 'সোম', আবার 'সোমবৈদ্য'ও আছে। তাহলে 'চন্দ্রবৈদ্য' ও 'সোমবৈদ্য' একার্থবোধক শব্দ। 'বৈদ্য' অর্থে চিকিৎসক, ইহা কোন বর্ণ বা জাতিবাচক শব্দ নহে। এখন যেমন যে কোন বর্ণ বা জাতিই ডাক্তার হতে পারেন, তখন তেমন চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রকেই 'বৈদ্য' বলা হত। (সত্যদর্শন)

(৩০) সূর্য্যদেব, ঈশ্বর, একজন মুনি বিশেষ। এই মুনিই অর্থাৎ সবিতা ঋষিই সামবেদের প্রকাশক। অমৈথুন সৃষ্টি রচনার পরে মানবের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও নৈতিক পথে প্রবৃত্ত হওয়া নিয়ে পরমাত্মা নিজের জ্ঞান (বেদ) চার ঋষি কর্তৃক প্রকাশ করেন। অগ্নি ঋষি হতে ঋগ্বেদ, সবিতা ঋষি হতে সামবেদ, বায়ু ঋষি হতে যজুর্ব্বেদ, অঙ্গিরা ঋষি হতে অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত হয়।...সর্ব্বভূতের প্রসবকর্তা অর্থাৎ উৎপাদক। সূর্য্যচেতন, অচেতন সর্ব্বভূতের সর্ব্বভাবের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ তা হতেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। সবন অর্থাৎ উৎপাদন, পাবন অর্থাৎ সমুদয় পবিত্র করেন বলে তিনি সবিতা শব্দে অভিহিত হন। (সত্যদর্শন)

(৩১) সম্ভবত মাহ্যম বা মজ্ঝিম বলতে মধ্যস্থ ব্যক্তিকে বোঝাতো। তা থেকেই নদী পারাপারকারী নৌকোর মাঝি, এবং দুই রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যস্থ ব্যক্তি বা প্রধানকে মাঝি বলা হত।

(৩২) আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূর ছাপান্নজন ব্রাহ্মণকে ভিন্ন ভিন্ন ছাপান্নটি গ্রাম বাসার্থে দান করেন। যিনি যে গ্রামে বাস করেন তিনি ও তদ্বংশীয়েরা সেই গ্রামের নামানুসারে পরিচিত হন। সেই গ্রামই তাঁদের গ্রামীন বা গাঞি (গাঁই) হয়।

আমাদের চতুষ্পার্শে যে সংখ্যায় বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় দেখা মেলে, সেই

অনুপাতে ছাপান্নটি (মতান্তরে উনষাট) রাঢ়ী পদবীর দেখা মিলে না। সুতরাং অনুমান করা যায় যে এই উনষাট গাঁই পদবী অন্য পদবীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে আশ্রয় নিয়েছে। 'গাঁই'-এর নামগুলি যে আদি পদবী তার প্রমাণ : কিছু কিছু গাঞি নাম এখনো পদবী হিসেবে প্রচলিত রয়ে গেছে : যথা—বটব্যাল, কুশারী, দীর্ঘাঙ্গী, গড়গাড়ি, পালধি, সিমলাই, ভট্টশালী, কাঞ্জিলাল, বাপুলী, পুতিতুন্ড। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও বাকচি, লাহিড়ি, মৈত্র, ভাদুড়ী, সান্ন্যাল পদবীগুলি সুপরিচিত। কিন্তু এঁদেরও অন্যান্য গাঞি পদবী বর্তমানে প্রায় অদৃশ্য। সেগুলির মধ্যে আছে চম্পটি, শিহরি, মৎস্যাসি, তোড়ক, খড়খড়ি, ঝম্পটি, গোচন্ড, কাচড়ী, শলে, বলোৎকটা ইত্যাদি একশোটি পদবী। বাকচি, লাহিড়ি, ভাদুড়ি, মৈত্র প্রভৃতি গাঞি নাম যখন পদবী হিসেবে প্রচলিত তখন বাকী গাঞি নামগুলিও যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আদি পদবী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে আতথী, বিশী ইত্যাদি গাঞি নাম যখন পদবী হিসেবে বহাল তবিয়তে রয়েছে। তা হলে অনুমান করতে হয় যে অন্যান্য আদি পদবীগুলি পরিচিত পদবীর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ছাপান্ন বা উনষাটটি এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একশোটি আদি পদবী, যার অনেকগুলিই দেশজ শব্দ, তা লুপ্ত হয়ে গিয়ে ভাষাগত কৌলিন্য প্রাপ্ত মাত্র কয়েকটি পদবী টিকে রইল কেন ?

প্রসঙ্গক্রমে পাঠকের কৌতুহল নিরসনের জন্য ছাপান্ন বা উনষাটটি রাঢ়ী এবং একশোটির (?) মধ্যে অষ্টানব্বইটি বারেন্দ্র গাঞি-এর নাম দেওয়া হল। যথা :—

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ

অম্বুলি (আমরুলী)
আকাশ
কয়রাল (কড়্যাল/কাঁড়িয়াল)
কাঞ্জারি (কাঞ্জ্যাড়ী)
কাঞ্জিলাল
কুন্দ (কুন্দলাল)
কুলভি
কুশারি
কুলকুলি
কুসুমকুলী
কেশরকুনী (কেশরকোনী)
কোয়ারী
গড়গড়ী
গাঙ্গুলী (গাঙ্গোলী)
গুড় (গুড়ী)
ঘণ্টেশ্বরী
ঘোষলী
ঘোষাল
চট্ট (চাটুতি)
চৌৎখন্ডী (চতুর্থী)
ডিন্ডিসায়ী (ডিংসাই)
তৈলবাটী (তৈলহাটী)
দায়ী
দীঘল
দীর্ঘাঙ্গী (দীঘড়ী)
নন্দী (নন্দীয়াল)
নায়ারী (নায়ী/নাঞাড়ী)
পর্কটী (পর্কটী/পাকড়ী)
পলসায়ী (পলসাঞি)
পালী (পালিয়াল)
পালধী (পালধীয়)
পারিহাল (পারি)
পিপ্পলাই
পীতমুন্ড (পীতমুন্ডী)
পুতিতুন্ড
পূর্বগ্রাম
পুংসিক

পোষলী
পোড়ারি
বটব্যাল (বড়াল)
বন্দঘটী (বাঁড়ুরী)
বসুয়ারী
বালী
বাপুলি
ভট্টশালী
ভূরিগ্রামী
মাহিন্ত্যা (মহন্তী)
মাসচটক (মাস)
মুখৈটী (মুক)
মূলগ্রামী
রায়ী
শিশবলাল (শিশবুলী/শিমলাল)
সাণ্ডেশ্বরী
সাহরিক (সাহুড়ী/সাহুড়িয়ান)
সিদ্ধল
সিয়ারী (শিয়াড়/সিহারী)
সিমলায়ী (সিমলা/সিমলাই)
সৈয়ু (সেউ)
হড়

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

অশ্রুকোটি স্থলে ঘোষকচ্ছ
অক্ষগ্রামী
আতুথী (আতথী)
উন্ধুড়ি (উখড়ি) উন্ধুড়ি-স্থলে উকুড়ি
উচ্ছরখি (ওশ্রুখী)
কপালী (কলাপী) কপালী-স্থলে তুত্তরি
করঞ্জ
কটিগ্রামী স্থলে কটগ্রামী
কাছটি (কাঁচড়ী)
কামেন্দ্র স্থলে কালিন্দী
কালিন্দী
কামকালী
কালিহয়
কালীগ্রামী
কিরল (কিরিণী) কিরল-স্থলে কিরণ
কুক্কুটী (কুর্কটী)
কুড়মুড়ি স্থলে করম্ভ
কেতুগ্রামী
খণ্ডবটী
গঙ্গাগ্রামী স্থলে ভদ্রগামী
গোচ্ছাসি (গোচণ্ডী)—
গোচ্ছাসি স্থলে গোৎসাম
গোগ্রামী
গোস্বালশিব (গোসালাক্ষী)
চকগ্রামী
চতুরাবন্দী
চম্প
চম্পটী
জামরুখী
ঝামাল/ঝম্পটি
টুটুরি স্থলে পুন্দরি
তানুরি (তালড়ী)-
তানুড়ি স্থলে তালুড়ি
তাতোয়ার স্থলে তালোয়ার
তাড়োয়ালবিশী (তড়াল)
তড়োয়ালবিশীস্থলে তটগ্রামী
তোটক (তোড়ক)
দধি
দধিয়াল
দেউলি (দেবলী)
ধুন্ধুড়ি (ধুকড়ি) ধুন্ধুড়ি-স্থলে ধুকুড়ি
ধোসালি স্থলে বিশালা
নইগ্রামী (নৈগ্রামী)
নন্দনাবাসী
নন্দীগ্রামী
নিকড়ি (নিখটী)
নিখটি (নিঘটী)
নিদ্রালী
নেধুড়ি স্থলে কলাপ
পঞ্চবটী
পাকড়ী (পাঁপুড়ী) পাকড়ী-স্থলে পাঁপড়ী
পিপ্পলী
পুতি
পুষান (পুসলা) পুষান-স্থলে পুড়ান
পৌণ্ড্রকালী (পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী)
বৎসগ্রামী
বলিহারী (রাণিহারী)
বাল
বালয়ষ্টি (বালয়ষ্টিক)
বীজকুঞ্জ
বেলুড়ি
বেলগ্রামী
বোঢ়গ্রামী (বোড়গ্রামী)
ভট্টশালী

ভাদড়	রাই	সরিয়াল (সাড়িয়াল)—
ভাদুড়ী	রুদ্রবাগছি	সরিয়াল স্থলে কাঞ্চগ্রামী
ভাড়িয়াল	লক্ষ	সহগ্রামী স্থলে সুস্থ গ্রামী
ভীমকালী	লাহোড় (লাহিড়ী)	সাধুবাগছি
মটগ্রামী	লাড়ুলি	সান্যাল (সঞ্জামিনী)
মৎস্যাশী	শরগ্রামী স্থলে ছবিগ্রামী	সাহরি স্থলে শিব
মধ্যগ্রামী স্থলে পারিশ	শাকটি	সিমলী স্থলে শীতলী
মেদাড় স্থলে লেদাড়	শিম্বিবহাল (সিংবহাল)	সিহরী (শিহরী)
মোয়ালি (মৌহানি)	শীতলী স্থলে পুষ্পহাটী	সিংদিয়াড় স্থলে সিংহদিদলক
মোধাগ্রামী (মধুগ্রামী)	শৃঙ্গী (সৃঙ্গী)	সুবর্ণ
মৈত্র	শৃঙ্গ খোর্জার (খর্জ্জরী)	সেতু স্থলে সেতক
যশোগ্রামী স্থলে যগ্রামী	শ্রুতবটী (স্রোতবটী)	ক্ষেত্রগ্রামী
রত্নাবলী	সমুদ্র	

(ক) রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের উল্লেখিত গাঞি সমূহ ছাড়াও দগ্ধবাটিক/পোড়াবাড়ী, ভূরি/ভূরিশ্রেষ্টিক, মূলী গাঞিগুলিরও উল্লেখ দেখা যায়। ক্ষিতিশূর কর্তৃক দেওয়া গ্রামের নাম ছাপান্নখানির সংগে বাচস্পতি মিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের উনষাটটি সন্তান স্বীকার করে উনষাটটি গাঞি নির্দেশ করেছেন। উভয় মতের সমন্বয়েই উক্ত তালিকা।

(খ) তিনটি মতের সমন্বয় ঘটছে "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ" সমাজের "গাঞি"-এর উক্ত তালিকায়। প্রথম মতের সংগেই কোন কোন "গাঞি"-এর দ্বিতীয় মত বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে। তৃতীয় মত "স্থল"-এর দ্বারা প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় মতেই পাওয়া যায় উক্ত শরগ্রামী, চকগ্রামী, অশ্রুকোটি, চম্প, সিমলী, ধোসালি, সাহরি, কালিন্দী, চতুরাবন্দী, লাড়ুলি, ঝামাল/ঝাম্পটি, শাকটি, তাতোয়ার, সেতু, নেধুড়ি, কেতুগ্রামী, যশোগ্রামী, গাঞিগুলির পরিবর্তে নূতন বিষোৎকটা, বলগ্রামী পারিস্বামী, আথর্বর্জি, বিশাখা (বিশী), থুড়থুড়ি তাড়োয়াল, জম্বু, বিশ্বগ্রামী, বেতগ্রামী, শীতল, কটগ্রামী ঘোষগ্রামী, তন্দ্রকেলী, নাগাশুর, শিবতটা, বৈশালী, লাউল, ঝাঞো, বৃহতী, বলোৎকটা, ভদ্রামী, বাড়গ্রামী আলস্য, সেতগ্রামী, পুণ্ড্রবর্ধনী, গাঞিগুলির সংযোজনের নির্দেশ।

(৩৩) মূল সংস্কৃত থেকে অপভ্রংশ ঘটিয়ে দুমড়ে মুচড়ে কত শব্দকেই তো আমরা বাংলা শব্দ বানিয়ে নিয়েছি ; অথচ বাঙ্গালীর পদবী দেখলেই অবাক হই কেন ? সেগুলিও তো দেশজ শব্দ বা সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ। আবার যেগুলিকে সংস্কৃত

বলে ভাবি, তারও অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা থেকে গৃহীত। জনৈক ভাষাতাত্ত্বিকের ধারনা সিংহ শব্দটি 'ভোটচীনী' শব্দ থেকে এসে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ আফরিকান কোন কোন ভাষায় সিংহের প্রতিশব্দ 'সিম্বা'। বিশ্বাস করা কঠিন যে আফরিকার গহন অরণ্যেও সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অথবা ভোটচীনী ভাষার। বরং মনে করা চলে আফরিকার সিম্বা কোন সুদূর অতীতে ভারতীয় সিংহ হয়ে গিয়েছিল এবং সংস্কৃত ভাষা তাকে সাদরে গ্রহণ করে সিংহাসনে বসিয়েছিল। সিংহ পদবীর প্রতি মধ্যযুগীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের আকর্ষণ সর্বজ্ঞাত, কিন্তু বিদেশীদের সিংহপ্রীতিও কম নয়। লিও টলষ্টয়রা তাকে নাম হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। লিও থেকেই লায়ন।...সোয়াশো বা দেড়শো বছর আগে কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয় (গুজরাতী) দের কাছ থেকে কেনিয়ার অধিবাসীগণ সংস্কৃত 'সিংহ' শব্দটি গ্রহণ করেন তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণে 'সিম্বা-রূপে'।

(৩৪) জীবজন্তুর নাম থেকে পদবী সৃষ্টি হওয়ার কথায় মনে পড়ে মৌর্য সম্রাট অশোককে। ট্রাইবাল বংশোদ্ভূত এই দেবনাম পিয়াদসী অশোককে বলা হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বলতেও অবশ্য মৌর্য পদবী বোঝায় না। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন সম্রাট অশোক বা তার গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের 'ময়ূরজ' বা 'ময়ূরজাত' মনে করতেন। অর্থাৎ 'ময়ূর' ছিল তাঁদের টোটেম। মতান্তরে সম্রাট অশোক নাকি ময়ূরের মাংস খেতেন। সে-কারণেও মৌর্য নামকরণ হতে পারে। এখনো ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 'মৌর্য' পদবীর দেখা মেলে।

(৩৫) পদবীর সন্ধানে ইতিহাস খুঁজে 'বিষ্ণুশর্মা' বা 'কৃষ্ণস্বামী' জাতীয় নাম পাই। এই 'শর্মা' ও 'স্বামী' কিভাবে পদবীতে রূপান্তরিত হয়েছে তা অজ্ঞাত। এই 'স্বামী'-র বৈষ্ণব রূপান্তর 'গোস্বামী' এবং 'স্বামী'-র অপভ্রংশ থেকেই সাঁই পদবী। যেমন 'গোস্বামী' থেকে গোঁসাই। 'গোঁসাই' পূর্ববঙ্গের আরো পূবে গিয়ে হয়েছেন 'গোহাঁই' ও 'বড় গোহাঁই'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-যুগে ব্রাহ্মণও দাস হতেন, অব্রাহ্মণও হতেন গোঁসাই। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার পর বর্ণাশ্রম যখন ফিরে আসে তখন অব্রাহ্মণ 'গোঁসাই'-রা আর ঐ পরিচয়কে পদবীত্ব দেননি।

(৩৬) 'বিষ্ণুশর্মা' বা 'কৃষ্ণস্বামী' জাতীয় নামের শেষাংশ থেকেই পদবী দুটির উৎপত্তি কিনা, গবেষণাসাপেক্ষ। তবে 'চন্দ্রবর্মা' জাতীয় নাম থেকে 'বর্মা' বা 'বর্মন' ক্ষত্রিয় পদবী, যার উত্তর ভারতীয় বর্তমান রূপ 'ভার্মা'।

(৩৭) ভারতের অন্যত্র প্রাপ্ত বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু মুদ্রা ও শিলালেখেও কিছু নাম পাওয়া যায়, যার শেষাংশ একমাত্র বাঙালীর পদবীর সঙ্গে অভিন্ন। সুদূর সৌরাষ্ট্রে পাওয়া মুদ্রাগুলি থেকে জেমস প্রিন্সেস ব্রাহ্মী হরফের পাঠোদ্ধার

করতে গিয়ে যে নামগুলি পেয়েছিলেন, তারমধ্যে আছে বিজয়মিত (বিজয় মিত্র) রুদ্রসহ, বিশ্বসহ, অগ্নিদাম, বীরদাম ইত্যাদি। এই 'সহ' বা তার পরবর্তী সংশোধিত 'পাঠসহী' থেকেই কি 'সাহা' পদবী ? 'দাম' পদবীর বর্তমান অপভ্রংশ 'দাঁ'।

(৩৮) এক সময়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পায়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মই সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধের নির্বাণোত্তর প্রায় এক হাজার বছর ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এ-সময় অধিকাংশ ব্রাহ্মণও বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ততঃ অধিকাংশই বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে পরে বৌদ্ধ জৈন ধর্ম লুপ্ত হলেও সম্ভবত তার অন্তঃসলিলা প্রভাবের ফলে পুরাতন যুগের নামকরণের প্রথা অপরিবর্তিত থেকে যায়। পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে নামের অন্তিম অংশ একই রাখার প্রবণতা শুধু সেকালেই নয় একালেও ছিল। নাথ-প্রসাদ-প্রসন্ন-কুমার-চন্দ্র শব্দগুলি এখনও বাঙালীর নামের মধ্যমাংশ। পদবীবর্জিত উদয় শঙ্কর নামের শেষাংশ যেভাবে বিশেষত্ব অর্জন করেছে, মধ্যযুগেও সেই ভাবেই কোন গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষের নামের শেষাংশকে পুরুষানুক্রমে ধরে রাখার চেষ্টা থেকে অধিকাংশ পদবীর সৃষ্টি। অতি প্রাচীনদের মধ্যে তাদের উৎস সন্ধান করা অর্থহীন। অন্তনাম থেকে গড়ে ওঠা পদবীর মধ্যে যেগুলির নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাসে' উল্লেখ আছে, সেগুলি হল : দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দী, বর্মন, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম (দাঁ), ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমস্ত সংস্কৃত শব্দের পদবীই নামের অন্তিমাংশ থেকে গড়ে উঠেছে।

অষ্টম শতাব্দীতেও এই পদবীগুলি কোন জাতি বিশেষের সম্পত্তি ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই নামের দুইটি অংশ যুক্তভাবে লেখার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা রীতি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অন্তিমাংশ গুরুত্ব পেতে শুরু করে এবং পরিবার বা বংশের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক কালেও দেখা গেছে শিবনাথ ঘোষ বা কালিপ্রসাদ সেন ইংরেজদের ত্রি-মাত্রিক নামের অনুসরণে (জর্জ বার্নার্ড শ বা জি. বি. এস) নিজেদেরও এস. এন. ঘোষ বা কে. পি. সেন বানিয়ে তোলেন। এবং সেইজন্যই 'শিবনাথ' হয়ে যান 'শিব নাথ' এবং 'কালিকাপ্রসাদ' হন 'কালিকা প্রসাদ' অর্থাৎ নাথ-চন্দ্র-প্রসাদ-প্রসন্ন-কুমার ইত্যাদি মধ্যমাংশ ইংরেজদের নামের প্রভাবে বিযুক্তভাবে লেখা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভাষাচেতনার ফলে তা পুনরায় যুক্তভাবে লেখা প্রবর্তিত হয়েছে, যদিও মধ্যমাংশ লুপ্ত করে দেওয়ার দিকেই অতি আধুনিক ঝোঁক।

(৩৯) উত্তরভারতে ব্রাহ্মণদের আদি পদবীর সন্ধানে গেলে দেখা যাবে 'শর্মা' ও

'স্বামী' অনেক ক্ষেত্রেই বিদায় নিয়ে শিক্ষাগত উপাধি তার স্থান দখল করে নিয়েছে। অর্থাৎ একালে নামের শেষে বি. এ, এম.-এ, লেখার মত তারা বেদপাঠের বিজ্ঞাপন দিতেন। পণ্ডিত, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী ও শাস্ত্রী উপাধিগুলি ছিল ডিগ্রি ডিপ্লোমার সমতুল্য। আরেকটি উপাধি ছিল উপাধ্যায়। সম্ভবত ছোটখাটো টোলের শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত, উচ্চ শিক্ষার যাঁরা অধ্যাপনা করতেন তাঁরা ছিলেন উপাধ্যায়। একটি বেদ যিনি পাঠ করেছেন তিনি ছিলেন পণ্ডিত, দুটি বেদ পাঠে দ্বিবেদী, তিনটি বেদ পাঠে ত্রিবেদী, চারটি বেদপাঠে চতুর্বেদী। কিন্তু বংশ পরম্পরায় এগুলি যে পদবী হয়ে গেল তার অর্থ কিন্তু এমন নয় যে পুরুষানুক্রমে তাঁরা সকলেই বেদ বিশারদ ছিলেন। পূর্বপুরুষের কোন একজনের পাণ্ডিত্যকে পদবীতে ধারণ করলেও পরবর্তীকালে তার বংশধরেরা যে একেবারে অশিক্ষিত হতে পারে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেও পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, পণ্ডিত বা দ্বিবেদী পদবী হয়ে যাওয়ার পর সেই বংশের সন্তান হয়তো চারখানা বেদেই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পদবীটির দ্বিবেদী থেকে চতুর্বেদীতে রূপান্তর ঘটেছিল কিনা তা জানা সম্ভব নয়। তবে আর্যাবর্ত থেকে ক্রমশ এই পদবীগুলি যতই ব্রাত্য পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়েছে ততই তা অপভ্রংশ হয়ে দেশজ রূপ নিয়েছে। বিহারে তাই পণ্ডিত হয়ে গেলেন পাণ্ডে, দ্বিবেদী দুবে, ত্রিবেদী হলেন তেওয়ারী, চতুর্বেদী হলেন চৌবে। আর উপাধ্যায় হলেন ওঝা বা ঝা। এই ওঝা আমাদের বাংলা দেশেও পদবী হিসেবে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার নামেই তার প্রমাণ। এই 'ওঝা' আবার সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু 'ঝা'।

(৪০) **লৌকিক শব্দকোষ মতে :—**

ভট্টাচার্য =বিভিন্ন বংশের পরিচয় দাতা ছিলেন ভট্ট। আদি পদবী ভট্ট, তার সঙ্গে আচার্য করে ভট্টাচার্য।

বাড়ব/বাড়বি/ ='বন্দোপাধ্যায়'-এর আদি গাঞি নাম অর্থাৎ পদবী বাড়ব, বাড়োরি/বড়ুয়া বাড়ব থেকে বাড়বি, তা থেকেই সম্ভবত বাড়োরি এবং বড়ুয়া।

চট্টোপাধ্যায় =আদি পদবী চাটুতি।

গঙ্গোপাধ্যায় =আদি পদবী গাঙ্গুর।

মনু সংহিতা মতে :—

আচার্য =যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে কল্প (যজ্ঞ বিদ্যা) ও রহস্য উপনিষেধের সহিত বেদশাস্ত্র অধ্যায়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে আচার্য বলেন।

উপাধ্যায়=যিনি জীবিকার জন্য বেদের একাংশ মাত্র কিংবা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হয়।

(৪১) সংস্কৃত 'উপাধ্যায়' বিহারে ও বঙ্গদেশে ওঝা হয়ে দাঁড়ায়। দেশজ উচ্চারণের ফলে ঃ—

বাড়ুজ্যে='বড়ু' বা 'বাড়ব'-এর সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে বাড়ুওঝা, তা-থেকে বাড়ুজ্যে।

মুখুজ্যে='মুখুটি'-র সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে মুখুওঝা, তা-থেকে মুখুজ্যে।

চাটুজ্যে='চট্ট' বা 'চাটুতি'-র সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে চাটুওঝা', তা-থেকে চাটুজ্যে।

(৪২) গুপ্তোত্তর যুগে যে-সব রাজকর্মচারী ভূমিদান পেত তাঁরা 'সামান্ত ঠাকুর' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতো। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত উপাধি ছিল 'সামন্ত'। এর আদি অর্থ ছিল প্রতিবেশী, পরে পরিবর্তিত হয়ে অধস্তন শাসক হয়ে দাঁড়ায়।

(৪৩) চৌথহারী বা চৌথ আদায়কারী শাসক বা রাজপ্রতিভূ বোঝায় এই পদবীটিতে। হারী বা হরণ শব্দের মূল অর্থ আদায় করা। সুতরাং চৌথহারী শব্দটির উচ্চারণ বিকৃতি থেকেও চৌধুরী পদবীর উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। চৌথ বা এক-চতুর্থাংশ কর আদায়ের রীতি মহারাষ্ট্রীয় উদ্ভাবন নয়, এটি অতি প্রাচীন রীতি। প্রাক মোগল যুগে রাজা বা সম্রাট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণদের অগ্রহার ভূমি দান করতেন। অর্থাৎ দান গ্রহিতা আগ্রহারিক বা অগ্রহারী নিযুক্ত হতেন। প্রদত্ত ভূমির উপসত্ব ভোগ করা বা তার উৎপন্ন শস্য থেকে সর্বাগ্রে রাজস্ব বা কর আদায় করার অধিকার দেওয়া হত আগ্রহারিকদের। তাঁদের দায়িত্ব ছিল সেই অর্থে মন্দির বা বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপ, জৈন তীর্থকেন্দ্র ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, পূজা অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্ব্বাহ, শান্তিরক্ষা শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পেয়ে এই পদবীটি হয়ে দাঁড়ায় রাজস্ব আদায়ের অর্থাৎ চৌথ আদায়কারীর পদ। চৌথহারী থেকেই এভাবে হিন্দী 'চৌধরী' পদবী। তা-থেকে বাংলা 'চৌধুরী'। তবে অনুমান মাত্র।

(৪৪) 'হালদার' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। সরলার্থে এটিকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ ব্রাহ্মণ পদবী ত্যাগ করে এই পদবী গ্রহণের পিছনে নিশ্চয় তৎকালীন কোন মর্যাদাবোধ ছিল। সুতরাং লাঙ্গল বা নৌকোর হালের সঙ্গে হালদারের কোন যোগসূত্র নেই।

(৪৫) ইংরেজ সরকারের দেওয়া খেতাব। এগুলির জন্য সেকালে অনেকেই

প্রলুব্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উপাধিগুলি নামের প্রথমেই ব্যবহার করতেন, পদবীতে পরিণত করেননি।

(৪৬) মনে হয় বিশ্বাবসু, পৃথিবসু জাতীয় নাম থেকেই এসেছে। তবে গ্রামের নাম থেকেও এই পদবীটি এসে থাকতে পারে। মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের নাম ছিল 'বসু', বর্তমানে নাম 'বসুয়া' এবং এই গাঞি নাম থেকেই ব্রাহ্মণদের গাঞি নাম বা পদবী 'বসুয়ারী'।

(৪৭) মোগল আমলের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। একালেও দেখা যাবে হিন্দীভাষীরা সরকারী আমলাদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'সরকার' বলে সম্বোধন করেন।

(৪৮) যদুনাথ সরকারের একটি মন্তব্য : আমার পরিচিত জনৈক বাঙালী লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভাদুড়ী বংশ চম্বল নদীর দক্ষিণে (আগ্রা ও গোয়ালিয়ারের মাঝামাঝি) ভাদাত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল এবং তাঁহাদের আদি পুরুষ সেখানে সামন্ত ছিলেন। তিনি যদি দিল্লীর বাদশাহদের ইতিহাস পড়িতেন, তবে অতি সহজেই জানিতে পারিতেন যে ভাদত্তরীয়া একটি ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ, ব্রাহ্মণ নহে। তাঁহাদের অনেকে বাদশাহদের মনসবদার ছিলেন। ভাদুড়ী পদবীর উৎস অবশ্য বলা হয় ভাদড় গ্রাম। প্রথমে উল্লেখিত দাবীটি ছিল নিসন্দেহে ব্যক্তিগত।

(৪৯) বহু অভিজাতসূচক পদবী আছে। ডঃ কামিনীকুমার রায়ের লৌকিক শব্দকোষ হতে এই ধরনের পদবী : অধিকারী, আঢ্য, কীর্তি, কোঙার, ভদ্র, যশ, শীল, সর্দার, সাঁতরা, সেনাপতি, দিকপতি ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে যশ, ভদ্র, কীর্তি নামের শেষাংশ থেকে এসেছে, যদিও পরে তা অভিজাতসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যশ একটি বাঙালী পদবী, এর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় যোশীর কোন সম্পর্ক নেই। যে ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন যোশী। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে পাওয়া যায় ললিতযশ, বিষ্ণুযশ, অনন্তযশ নামগুলি। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে মহাযশ বা মহাযশা বংশ।

(৫০) খড়্গ থেকেই হয়তো খাঁড়া। জাতখড়্গ, দেবখড়্গ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায় বাংলার ইতিহাসে। আবার বৃত্তিবাচক রাজকর্মচারীদের পদ 'খন্তরক্ষক' পদ থেকে খাঁড়া এসে থাকতে পারে। খন্ত ছিল ভুক্তির অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঞ্চল। মৌজা তুল্য।

(৫১) সমাজদার ও সমাদ্দার কিন্তু একই পদবী। এটি সমাজপতি বা মণ্ডলের সমর্থক।

(৫২) 'হাটি' পদবীর ইংরেজী বানান দেখে অনেকে এটিকে হাতি মনে

করেন। ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় পদবাচক উপাধি পাওয়া যায় হট্টারিক। পরম হট্টারিক। বাণিজ্যকেন্দ্রের অধিকর্তা। শ্রীঅতুল সুর বলিছেন, আর্যভাষী আদি আলপাইন গোষ্ঠীর যাঁরা বাণিজ্য করতে এসেছিল তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিত হট্ট। তা থেকে আমাদের হাট-বাজার।......কয়েকটি গ্রাম-নামের শেষেও হাটি শব্দটি আছে। যথা পত্রহাটি, ভাণ্ডারহাটি, আদারহাটি ইত্যাদি, ইতিহাসে দুজন বিদুষী মহিলার নাম পাওয়া যায়। একজন হটি বিদ্যালঙ্কার, অন্যজন হটু বিদ্যালঙ্কার। এই দুই মহিলার হটি ও হটু নামের মধ্যে হাটি পদবীর স্মৃতি-চিহ্ন থাকা সম্ভব।

(৫৩) আলাপী শব্দ থেকে। রাজারা তৎকালে মহিলা গাল্পিকও নিয়োগ করতেন, যাদের নাম ছিল 'আলাপনী' গল্প বলার বৃত্তি থেকে অথবা অর্থবানের আড্ডায় বেতন-ভুক সঙ্গী 'আলাপী' থেকে 'আলু' পদবী।

(৫৪) কোন সীমানা অঞ্চলের রক্ষক বা অধিকর্তা। দিক বলতে অঞ্চল বা প্রদেশকে বোঝায়। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত (নারায়ণ) এই দশজন হলেন দশ দিকের দিকপতি বা দিকপাল।

(৫৫) প্রামাণিক পদবীর মধ্যেই প্রমাণপত্র উপস্থিত। অর্থাৎ সাক্ষী। বিবাহ থেকে সুরু করে যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামাজিক সাক্ষ্য রাখা হত, কারণ লেখালেখির ব্যাপারটা ছিল সীমিত। আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পুরোহিত ও প্রামাণিক থেকে নিমন্ত্রিত ইতরজন অবধি সকলেই সাক্ষী।

(৫৬) নীচুতলার লোকদের গ্রাম শিরোমণিরা একালেও 'দাস' পদবী দান করেন। কিন্তু এই দাস শব্দটি ভৃত্যবাচক হয়ে উঠলো কি ভাবে? প্রাগার্য 'দাস'-রা নিজেদের দাস নামেই হয়তো পরিচয় দিতো। ঋগ্বেদে দিবোদাস নাম পাওয়া যায়। তৎকালে আরেকটি নাম সু-দাস অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠী হয়তো নিজেদের দেবতার দাস হিসেবে পরিচয় দিতো। কিন্তু আর্যভাষীরা তাদের আজ্ঞাবহতে পরিণত করেছিল বলেই দাস শব্দটিরই অর্থ হয় ভৃত্য বা ক্রীতদাসোপম। ঠিক এই ধরণের একটি দৃষ্টান্ত হল স্লেভ শব্দটি। হিট্টাইটরা স্লাভদের যুদ্ধে বন্দী করে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করে, ফলে স্লেভ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ক্রীতদাস। বিনয় বশত নিজকে আমি আপনার দাস থেকেও তাদের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের 'দাস' শব্দ অন্য ব্যঞ্জনা লাভ করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মালাই ভাষায় এই জাতীয় বিনয় দেখানো হয় 'সায়া' শব্দে যা এসেছে 'সহায়' শব্দ থেকে। অর্থাৎ আমি আপনার সহায়। বাঙালীর পদবীর হাটেও সহায় এবং বন্ধু অপ্রাপ্য নয়।

(৫৭) পায়রা শব্দটি কিন্তু কবুতর নয়। এটির ভিন্নরূপ পয়রা ও পরড়্যা। একদা অনেকেই হয়তো কোলকাতায় অলিতে-গলিতে পয়রা গুড়ের ডাক শুনেছেন। শীতের প্রথমেই তার বড়ই কদর। খেজুর গাছের রস থেকে গুড় বানাতে হলে, গাছটির গুঁড়ি খানিকটা কেটে কলসী ঝুলিয়ে দিতে হয়তো অনেকেই দেখেছেন। রীতি হল তিন দিন পর পর কাটা যাবে ও রস গ্রহণ চলবে। তারপর তিনদিন বিশ্রাম। এই বিশ্রামের পর প্রথম যে দিন আবার কাটা হয়, তার রস থেকেই পয়রা গুড় তৈরী হয়। অর্থাৎ 'পহেলা' বা 'পয়লা' শব্দ থেকেই 'পয়রা' পরে 'পয়ড়্যা' বা 'পায়রা'।

(৫৮) 'রাণা' তো রাজপুত ইতিহাসে সুবিখ্যাত। একদা জাতীয়তায় তাঁদের কাহিনী আমাদের উদ্দীপনা জাগাতো। কিন্তু এটি তাঁদের পদবী ছিল না, নামের আগে বীর বা রাজা অর্থে ব্যবহৃত হত। নেপালে ব্যবহৃত হয় নামের শেষে। প্রায় পদবীই। কিন্তু বাঙ্গালীর 'রাণা' রাঢ়ের স্থাননাম রায়না থেকেই এসে থাকতে পারে। একটি অবাঙালী পদবীও আছে 'রায়না'। রাণা ৫ম-৭ম শতাব্দীর 'রাণক' অধস্তন রাজপদ থেকেও এসে থাকতে পারে।

(৫৯) গোত্র প্রবর্তকের বা প্রবরের নাম থেকেও বহু পদবীর সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের অন্যত্র তার প্রচলনও আছে। যথা : কাশ্যপ, বাৎস্য, দেবল, চ্যবন, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কৌশিক, গর্গ প্রভৃতি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাঙালীর কোন কোন দেশজ পদবী এই সব গোত্র নামেরই অপভ্রংশ। অব্রাহ্মণদের মধ্যে তার প্রচলনের কারণ গোত্র সব জাতির মধ্যেই আছে।

প্রসঙ্গক্রমে পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য সাঁইত্রিশটি গোত্র ও উনসত্তরটি প্রবরের নাম দেওয়া হলো। যথা :—

গোত্র	কাঞ্চন	জৈমিনি	ভরদ্বাজ
	কাশ্যপ	পরাশর	মৌদ্গল্য
অত্রি	কাত্যায়ন	বশিষ্ঠ	শক্তিত্র
অব্য	কাণ্বায়ন	বাৎস্য	শাণ্ডিল্য
অগস্ত্য	কৌণ্ডিল্য	বাসুকি	শুনক
অনাবৃকাক্ষ	কৌশিক	বিষ্ণু	সাঙ্কৃতি
আত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়	বিশ্বামিত্র	সাবর্ণ
আঙ্গিরস	গর্গ	বৈয়াঘ্যপদ্য	সৌকালিন
আলম্বায়ন	গৌতম	বৃদ্ধি	সৌপায়ন
কাণ্ব	জমদগ্নি	বৃহস্পতি	

প্রবর	উর্ব্য	জামদগ্ন্য	ভরদ্বাজ
	কপিল	জৈমিনি	ভার্গব
অত্রি	কাণ্ব	দধীচি	ভৃগু
অব্য	কাশ্যপ	দেবল	মারীচি
অগস্ত্য	কাণ্বায়ন	দেবরাজ	মাণ্ডব্য
অনন্ত্য	কুরু	নৈধ্রুব	শক্তি
অপ্সার	কৌৎস	পরাশর	শাণ্ডিল্য
অব্যাহ	কৌণ্ডিল্য	পার্ব্বন	শাতাতপ
অরোত্রি	কৌরব	বলি	শাকটায়ন
অশ্বত্থ	কৌশিক	বশিষ্ট	শালঙ্কায়ন
অসিত	কৌশুভ	বশিষ্ঠ	শুনক
অক্ষোভ্য	কৌষিক	বাসুকি	শৌনক
অজামীঢ়	গাগ্য	বার্হস্পত্য	সাংখ্য
আত্রেয়	গার্গ্য	বিষ্ণু	সাঙ্কৃতি
আঙ্গিরস	গৌতম	বিশ্বামিত্র	সারস্বত
আপ্লুবৎ	গৃৎসমদ	বৃদ্ধি	স্তিমিক
আলম্বায়ন	চ্যবন	বৃদ্ধাঙ্গির	সৌকালিন
উতথ্য	জমদগ্নি	বৃহস্পতি	

(৬০) দাশগুপ্ত বা সেনগুপ্ত—ইতিহাস বলে, এই যুগ্ম পদবীর প্রস্তুতিকরণ ও প্রচলন রীতিমত আধুনিক। এমন কি 'দাশ' বানানটিও। বহুবিধ প্রয়োগের কথা বাদ দিলে 'দাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ভৃত্য', 'দাশ' শব্দের সরলার্থ ধীবর। সুতরাং ধরে নিতে হবে শব্দার্থের সংগে পদবীর সম্পর্ক নেই। 'দাস' পদবীধারীরা ভৃত্য নয়, 'দাশ' পদবীও ধীবরত্ব প্রকাশ করে না।

(৬১) নদীয়ারাজেরা এঁদের মেদিনীপুর থেকে নদীয়ায় নিয়ে আসেন এবং 'রণসিংহ' পদবী দেন।

(৬২) অগ্রদ্বীপ (বর্ধমান জেলা) গ্রামে মহাপ্রভুর পার্ষদ 'গোবিন্দ ঘোষ'-এর পদবী হয় 'ঘোষ ঠাকুর'। অগ্রদ্বীপের বৈষ্ণবেরা অনেকে 'ঘোষ ঠাকুর' পদবী ব্যবহার করেন।

(৬৩) মহাপ্রভু প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্মের লৌকিক উপশাখা লোকায়ত ধর্ম 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের গুরুর বংশানুক্রমিক উপাধি 'দেবপাল মোহান্ত'।

(৬৪) নব বৈষ্ণব ধর্মের লৌকিক উপশাখা 'বলাহাড়ী' বা 'বলরামী' সম্প্রদায়ের অনেকের 'বলরামী' পদবী।

(৬৫) নব বৈষ্ণব ধর্মের লৌকিক উপশাখা 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ভুক্ত কাজী মৌলা বক্স নিজের নামের পদবী হিসাবে 'হিন্দুমান' ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান-এর মিলিত পদবী। অবশ্য, আর কোনও পরিবার এই পদবী ব্যবহার করেন নি।

(৬৬) ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ইংরাজী ১৮৮৭ সালে প্রাচ্যশিক্ষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণকে সম্মানিত করিবার জন্য এই উপাধি দানের প্রবর্তন করা হয়।

(৬৭) নবাবী আমলে ভূমি ও রাজস্বকার্যে নিযুক্ত হলে এই উপাধি পেতেন।

(৬৮) 'কুণ্ড' শব্দটির মূল দ্রাবিড় ভাষায় নিহিত। 'কুণ্ডা' কথাটিও, সামান্য পরিবর্তিতরূপে, একই উৎস থেকে উদ্ভূত। আধুনিক বাংলায় (কুণ্ড কথাটির প্রচলিত অর্থ কিন্তু গর্ত) 'কুণ্ডু' কথাটি এই দলগত হলেও বাঙালী সমাজের একাংশের কুলগত পদবী হিসাবেই বেশী পরিচিত।

(৬৯) সংস্কৃত 'রাজন' শব্দ থেকে উদ্ভূত 'রায়'। মুসলমান আমলের রায়রায়ান বা ব্রিটিশ আমলের রায়সাহেব ও রায়বাহাদুর উপাধি অনেকের কাছে সম্মানার্হ ছিল।

(৭০) সরকারী খেতাব। রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়া হত। কোন কোন স্থলে নরপতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৭১) সংস্কৃত 'রাজা' থেকে 'রাণা' এসেছে। কিন্তু উত্তর ভারত বা পূর্ব ভারতের রাণারা সাধারণ লোক। কোন কালে এদের সঙ্গে রাজা বা রাজক্ষমতার যোগ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

(৭২) সংস্কৃত 'রাজন্যক' থেকে 'রাণক' শব্দের উৎপত্তি। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'রাণক' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। রামশরণ শর্মা 'ভারতের সামন্ততন্ত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, এরা রাজাকে সামরিক ব্যাপারে সাহায্য করত। রাজার সামন্তদের মধ্যে রাণকের স্থান ছিল খুব উচুতে। অনুদানপত্রে রাণীর পরেই এদের স্থান দেওয়া হয়েছে। 'রাণক' উপাধি শুরুতে রাজপরিবারের সদস্যদের দেওয়া হত, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদেরও এই উপাধি দেওয়া হয়।

(৭৩) হালদার শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে। (১) হাল অর্থাৎ লাঙ্গল চালক অর্থাৎ চাষী। (২) হাল অর্থাৎ নৌকার কর্ণচালক অর্থাৎ কাণ্ডারী বা মাঝি এবং (৩) হালদার অর্থাৎ বিশেষ কোন কাজ বা দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আরবী

শব্দ হাব্‌লদার থেকেও শব্দটা আসা সম্ভব। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে হাওলদার বলা হত। এখনও সামরিক ও পুলিশ বিভাগে শব্দটির প্রচলন আছে।

(৭৪) নদীনালা খাড়ি-সমুদ্রের দেশে ব্যাপক সহাবস্থান থেকে এটা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এদের পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল নৌচালনা। এদের কেউ যাত্রা করতেন শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে নৌযানের চালক হিসাবে, কেউ বা কাছাকাছি নদীনালা খাড়ি-সমুদ্রে মাছ ধরতেন বা খেয়া মাঝির কাজ করতেন।

(৭৫) রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পদবী সবই গ্রামঘটিত নয়। অধিকাংশ 'গাঞি' নামই গ্রামের সংগে সম্পর্ক-বিরহিত। যথার্থ গাঁই-পদবী হল চম্পটি, চোতখণ্ডী, কেশরকুনি।

(৭৬) এই পদবীর মধ্যে নিহিত আছে একটি লুপ্ত গ্রামনাম 'পাকড়াস' (>পর্কটাবাস ; বৈদিক প্লক্ষ=অবৈদিক 'পর্কট', 'পর্কটী')।

(৭৭) গাঙ্গুলি এসেছে 'গঙ্গাকুলিক' থেকে, যাঁরা গঙ্গার ধারে বাস করতেন। এটা স্থান-সম্পর্কিত নাম বটে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থাননাম নয়।

(৭৮) এগুলি গ্রামনাম থেকে আসেনি। যে ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত রাজসভায় হাতির ঘেরায় সোনার ঘড়ায় করে ঢালা জলের অভিষেক দ্বারা সংবর্ধিত হতেন তিনি 'গজঘটা-বন্দ্যঘটীয়' বলে বিখ্যাত হতেন। এই বাক্যাংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'বন্দিঘাটি'। এটি পদবীরূপে গৃহীত হয়েছিল। "বন্দিঘাটির" বিকৃত রূপ 'বাঁড়ির'। তাতে 'জী' (<জীব) যোগ করে হল বাঁড়রজি>বাঁড়ুজ্জে, ইংরেজীতে Banerji। তেমনি যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরিব্রাজকের মতো ছিলেন তাঁরা খ্যাতি পেয়েছিলেন 'চাটবৃত্তি' বলে। এর থেকেই 'চাটুতি'—এই পদবীর উৎপত্তি। চাটুতি+জী>চাটুজ্জে। 'মুখুজ্জে' এসেছে প্রাচীনতর 'মুখুটি' থেকে। এ নামটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ 'মুখভট্ট' (অর্থাৎ প্রধান পুরাণ-পাঠক) থেকে।

(৭৯) কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বলে গেছেন যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গাঁই নেই, গোত্র আছে। একথা মুকুন্দের সময়ে সত্য ছিল, এখন সর্বাংশে সত্য নয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও গাঁই অর্থাৎ গ্রামঘটিত পদবী দেখা দিয়েছে। যেমন, ভাদুড়ী (<ভদ্রবট+ -ইক)।

(৮০) সরকারের অথবা জমীদারের ক্ষুদ্র মহালের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। মোগল রাজত্বে প্রাদেশিক প্রধান রাজার কর্মচারীদের সিকদার বলা হত।

(৮১) বিশেষ বিশ্বস্ততা জ্ঞাপনার্থ 'সাধু' এই সংজ্ঞা রাজদত্তই হউক বা

সমাজদত্তই হউক, চলিয়া আসিতেছে, তাহারই অপভ্রংশে 'সাহু' এবং তাহা হইতে সাহা বা 'সা' হইয়াছে। পারশী ভাষাতেও 'সাই' বা 'সা' শব্দ উচ্চ সম্মানের উপাধিব্যঞ্জক।

(৮২) ইংরেজ আগমণের পর পদবীর ইংরেজীয়ানা ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল। এই সাহেবী ঢঙ আনার ফলেই সেকালে লাহা হয়েছিল Law, সাহা Shaw, পাল Paul, দাঁ যদিও মূলতঃ ছিলেন দাম, কিন্তু হয়েছিলেন Dawn, বসু বোস হলেন, কিংবা উচ্চারণে বাসু, পদমর্যাদা বাড়লে একালেও সিংহ হয়ে যান সিন্‌হা, দত্ত হন ডাট। সেকালেও চন্দ্র হয়েছিলেন চন্দার, মিত্র মিটার। রায়কে এখন রয় দেখি, কিংবা সাহেবের মুখে রে, ঠাকুর তো সকলেই জানি ট্যাগোর হয়েছিলেন। ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, মুখার্জি তো স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে। আসলে চাটুয্যা, বাঁড়ুয্যা থেকে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ইংরেজের মুখেই হয়তো চ্যাটার্জি ব্যানার্জি হয়ে যায়।

(৮৩) পশ্চিমবঙ্গে গোয়ালাদের মধ্যে এই পদবীটি দৃষ্ট হয়। ইহা বংশগত নয়, বৃত্তিমূলক। এঁদের পূর্বপুরুষরা লোহ-পিতলের কড়াই তৈরি করিতেন তাই তৈরির সময় 'কড়কড়' শব্দের উৎপত্তি হেতু স্থানীয়লোকেরা ইহাদের 'কড়কড়ি' বলিয়া ডাকিতেন। সেই হেতু পদবীর স্থান লোকের কথায় বা মুখে 'কড়কড়ি'-তে রূপ পাইয়াছে।

(৮৪) কদম বৃক্ষের নাম। আদিবাসী (সাঁওতাল) উৎসব-প্রিয়। বর্ষার সমাগমে কদম পাতা ও কদমফুলে মাথা সজ্জিত করিয়া সাঁওতাল যুবকযুবতীরা নৃত্যগীত করেন এবং পরস্পরের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ ব্যবস্থা পাকা করিয়া থাকেন। এককথায় পাকাদেখা পর্বটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কদম শব্দের ভিন্ন অর্থ 'পা' অর্থাৎ জোর কদম। যাঁহারা জোর কদমে যাতায়াতে পটু, হয়তো কোন জমিদার বা ভূস্বামী ইঁহাদের কদম উপাধি দেন।

(৮৫) আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'কপাট' অর্থ শিরোহস্থি। মস্তকের অস্থি অর্থাৎ দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। এই অর্থে বোধ হয় ইঁহারা সমাজে মাথার মণি। অন্য অর্থে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ।

(৮৬) বর্ধমান অঞ্চলে বাগদীদের মধ্যে এই পদবীটি পাওয়া যায়। গেঁটে অর্থ গাটযুক্ত (লাঠি) বেশ দীর্ঘ ও ঋজু। ইহাদের দৈহিক গড়ন বেশ পেটানো লোহার মত শক্ত ও মজবুত। গেঁটে লাঠি ইহাদের জীবিকার প্রধান অঙ্গ। জমিদার প্রভৃতির নিকট ইহারা লাঠিয়াল নামে পরিচিত।

(৮৭) ঘুরপাক পদবীধারীদের জীবিকা নদীতে নৌকা লইয়া 'ঘুরে ঘুরে পাক' খাইয়া স্রোতের প্রতিকূলে বা অনুকূলে মাছ ধরা। ইহাদের কাজের ধরন 'ঘুরে

ঘুরে পাক' খাওয়া হইতে লোকের মুখে মুখে 'ঘুরপাক' শব্দটি প্রচার হয়। পরে পদবীতে আশ্রয় পায়!

(৮৮) চিয়াড় [চি-চৌ=চতুর্—আড়=আর (হি-বেধনাস্ত্র), চেয়াড়ও হয়] চতুর্মুখ বান বিশেষ। যাঁহারা বাঁশের চেঁচাড়ি (চেয়াড়/চিয়াড়) তৈরী করিতে অভ্যস্ত এবং ব্যবহারে পটু। পেশায় দক্ষ। এই অর্থে 'চেয়াড়' শব্দটি পদবীতে স্থান লইয়াছে।

(৮৯) বেতের অনুরূপ। শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা (ভক্তরা) বেতের ছড়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য অশুভ শক্তি বিতাড়ন। অনুরূপ 'হো' জাতিরা গ্রাম্য দেবতার বার্ষিক পূজানুষ্ঠানের সময় গৃহশান্তি, উত্তমবৃষ্টি, উত্তম ফসল এবং শিশুদের মঙ্গলের জন্য ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ধর্মের গাজনের মতোই শোভাযাত্রা বের করে। সেই সময় তাদের হাতে থাকে একগাছা ছড়ি। ইহাও হইতে পারে যে নবাব ইহাদের 'ছড়ি' তুলিয়া দেন অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য। সেই থেকে শব্দটি পদবীতে দাঁড়াইয়াছে।

(৯০) চলতি বাংলায় একটা কথা আছে 'ঢ্যাড়া দেওয়া' অর্থাৎ রাজার বা জমিদারের কোন আদেশ ঢোল বাজিয়ে জনসমক্ষে প্রচার করা। ইঁহারা কি প্রচারবিভাগের অধিকর্তা? আবার ইহাও হইতে পারে ইঁহারা ধনাঢ্য ও বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই 'ঢোল' উপাধি ইঁহাদের উপর বর্তাইয়াছে। কেননা 'ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে' (অর্থ=কৌলিন্যে) প্রবাদটির চল আছে। শব্দটি বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

(৯১) 'তাপ' শব্দের অপভ্রংশ। বর্ধমান জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই পদবীটি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ইহাঁরা সামরিক বিভাগে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, পরে সৈনিক বৃত্তিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। নিজেদের মধ্যে 'তা' (=তাপ), জিয়াইয়া রাখিয়া অন্যের তাপকে দমন করিতেন। অর্থাৎ কোন রাজা বা জমিদারের অধীনস্থ প্রজারা বিদ্রোহ ও অস্থিরচঞ্চল হইলে ইঁহারা তাহাদের সমুচিত শাস্তি দিতেন।

(৯২) 'দই' পদবীধারী ব্যক্তিটি মিষ্টি দ্রব্যাদির দোকান করিতেন। এবং ইঁহাদের দোকানে দই-এর খুব নামডাক ছিল, এবং দোকানী দই-পাতায় বেশ নাম করিয়াছিলেন। ফলে বংশগত পদবীর স্থান অধিকার করে বৃত্তিগত পদবী। লোকের মুখে মুখে 'দই' কথাটি ছড়িয়ে পড়ায় উহারা 'দই' পদবী ব্যবহার করতে থাকেন।

(৯৩) বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। বহবঃ গুণাঃ বর্ত্তন্তে যস্মিন=বহুগুণাঃ। [হেমবতীনন্দন বহুগুণা জানাইয়াছেন যে তাঁহারা বাংলাদেশ হইতে উত্তর প্রদেশে

কয়েক পুরুষ আগে আসেন, এবং উর্ধ্বতন পুরুষরা কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। কবিরাজী চিকিৎসার মধ্যে বহুগুণের আকর দেখা যায় অর্থাৎ নানান বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা দরকার।

(৯৪) Etymologically, means a husband, master, lord etc. In certain inscriptions found in the Ganjam District of Orrisa this expression (i. e. বল্লভ) and expressions like বল্লভ-দুর্লভ have been found. From the context of such records it appears that term বল্লভ represented a high rank among the court-officials. It probably denoted the rank of a noble, a baron, or Superintendent.

(৯৫) হিন্দু রাজাদের আমলে 'পট্টকিল' উপাধি দেওয়া হতো রাজানুগ্রহীদের। জমি ভোগ করার অধিকারপত্র হল পট্ট। যারা পেত তারা পট্টকিল। ঐ পট্টকিল শব্দটিই পরে পদবী হয়ে গেল ঐ সব বংশে। ধীরে ধীরে বাংলায় 'পট্টকিল' হয়ে গেল 'পটল', দক্ষিণ ভারতে যা 'পাতিল' আর পশ্চিম ভারতে যার রূপ 'প্যাটেল'।

(৯৬) দাস সংস্কৃতে ভৃত্য। যারা এই লজ্জায় স'র জায়গায় শ লিখে দাশ হন তারা জানেন না সংস্কৃতে দাশ মানে জেলে। বাংলা পদবী দাস এসেছে নামের শেষাংশ থেকে যেমন বিপ্রদাস, কৃষ্ণদাস, শিবদাসেরা উদয়শংকর-রবিশংকরের মতো অন্ত্যনামকে নিজেদের পদবী করে তুলেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগে অনেক ব্রাহ্মণও দাস পদবী গ্রহণ করেছিলেন। ঋক্‌বেদে দিবোদাস ও সুদাস নামে দুই রাজার কথা পাওয়া যায়। প্রাক্‌বৈদিক যুগেও দাসেরা ছিল। সেই সময় দাস অর্থ ছিল মানুষ। সেই দাস থেকেই সংস্কৃতের দাস ; সংস্কৃতে দাসের অর্থ হয়ে গেল ভৃত্য যেমন স্লাভ জাতি-নাম থেকে ইংরেজিতে স্লেভ।

(৯৭) কোচবিহারের রাজবংশের রাজ ঔরসে রাণী ছাড়া অন্য নারীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজরক্তের স্বীকৃতি স্বরূপ 'নারায়ণ' পদবী দেওয়া হয়। সেই থেকে এরা নামের প্রথমে কুমার এবং শেষে নারায়ণ লিখে থাকেন।

(৯৮) এরাও রাজ'গণ'। কোচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে কিভাবে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হোল তা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায়নি। এরা আগে পদবী লিখতেন 'রায়কুমার'। সম্ভবতঃ কালক্রমে 'কুমার' অপভ্রংশ হয়ে 'কুওর'এ পরিণত হয়।

(৯৯) কোচবিহারে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে আগে কালীপূজার সময় নরবলি দেওয়া হোত। কালক্রমে নরবলির পরিবর্তে আঙুলের রক্তদান করা হোত। যাঁরা নিজেদের আঙুল কেটে রক্তদান কোরতেন, তাঁদের 'কামসেনাত' পদবী দেওয়া হয়।

(১০০) কোচবিহারে জমির খাজনা আদায় করা হত তহশীলদারের মাধ্যমে। যে সকল তহশীলদারদের প্রজাদের জরিমানা করার, বন্দী করার এবং বিচার করার অধিকার দেওয়া হত, কোচবিহারের রাজা কর্তৃক তারা 'মল্লিক' পদবী পেত।

(১০১) কোচবিহার রাজ্যে বেশীরভাগ নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারীরা ছিলেন নিরক্ষর। ফলে যে সকল নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারী লিখতে পড়তে পারতেন, রাজা কর্তৃক তাঁরা কাইত/কায়েত পদবী পেতেন।

(১০২) মধ্যযুগে কারিকর ও শ্রেষ্ঠীদের সামরিক ও প্রশাসনিক পদ-নির্দেশক সামন্ততান্ত্রিক খেতাব দেওয়া হত। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রস্তলেখ থেকে জানা যায় যে বারেন্দ্রের মুখ্য কারিগর শূলপাণির খেতাব ছিল 'রাণক', এর দ্বারা তাঁর সামাজিক কৌলীন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'ঠাকুর', 'রাউৎ', 'নায়ক' প্রভৃতি কিছু খেতাব শুধুমাত্র যে ক্ষত্রিয় বা রাজপুতদের দেওয়া হত তা নয়, কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের যে-সমস্ত লোককে ভূমিদান করা হত বা যাঁরা সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন, তাঁদেরও এই সব খেতাব দেওয়া হত। এর থেকে বুঝতে পারা যায় কেন 'ঠাকুর' খেতাবটি আজও বিভিন্ন ধরনের ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ এবং নাপিত ও অনুরূপভাবে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

চ—বিভাগ

সংগ্রহের সূত্র

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

[এই সংকলনে যাঁরা উৎসাহিত করেছেন এবং যাঁরা ও যে-সব প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহায়তা করেছেন আর যে-সব গ্রন্থকারের গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি ও লেখকের লেখা থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ, সকলের প্রতিই রইল আন্তরিক ধন্যবাদ]

পদবী/উপাধি/খেতাবগুলি সংগ্রহে যাঁরা সাহায্য করেছেন :—

শ্রীঅখিল সরকার
কুমারী অর্চ্চনা সিদ্ধান্ত
শ্রীঅনন্ত কুমার হালদার
,, অনাদি নাথ দাঁ
,, অনিলচন্দ্র মজুমদার
সম্পাদক : (শ্রোত্রিয়) সবিতৃ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী
,, অনিল কুমার বারিক
,, অনিল কুমার বিশ্বাস
,, অপর্ণা প্রসাদ দাশগুপ্ত
,, অমল কুমার পাত্র
,, অমূল্য কুমার দাস
,, অমূল্য কুমার সরকার
,, অমর কুমার সাহা
,, অরুণ গুপ্ত
,, অরুণ কুমার সিনহা
,, অশোক কুমার সাহা
,, অক্ষয় কুমার কয়াল
,, আদিত্য কুমার রায়

শ্রীআশুতোষ ঘোষ
,, ইন্দুভূষণ রায় দেবশর্ম্মা
,, ইন্দ্রনারায়ণ রুইদাস
,, ঈশ্বরী মুহুরী
,, উমেশচন্দ্র মালো
,, কমল লাহিড়ী
সম্পাদক : পাবনা সম্মিলনী
,, কাঞ্চন সিং
সম্পাদক : মুণ্ডা সমাজ সুগাড় সমিতি
,, কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল
,, কার্ত্তিকচন্দ্র জানা
,, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
,, কার্ত্তিক কুমার দে
সম্পাদক : পূর্ব্বভারত বারুজীবী সংঘ
,, কান্তিভূষণ বিশ্বাস
,, কানাইলাল দত্ত
,, কিরণচন্দ্র দাস
,, কালীপদ প্রামাণিক
,, কালীকিংকর দাস

২ চ-বিভাগ পদবী/উপাধি/খেতাবগুলি সংগ্রহে যাঁরা সাহায্য করেছেন

শ্রীকালীদাস বাগছী
সম্পাদক ঃ নেত্রকোণা সম্মিলনী
,, কালীধন বোস
,, কালীপদ দাস মোদক
সম্পাদকঃ মানভূম মোদক সমিতি
,, কালীপদ সরকার
,, কুবীরচন্দ্র কয়াল
,, কুশল নায়েক
,, কৃত্তিবাস ঘোষ
,, কৃষ্ণচন্দ্র বসাক
,, কৃষ্ণপদ মজুমদার
,, কে, সি, হাঁসদা
,, কৈলাস রাউল
,, কিংকর প্রসাদ দে
সম্পাদকঃ কলিকাতা কৈবর্ত্ত সমিতি
,, খগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
,, খগেন্দ্রনাথ হোম রায়
প্রাক্তন সম্পাদক ঃ নেত্রকোণা সম্মিলনী
,, গনেশচন্দ্র মণ্ডল
কুমারী গীতা পোদ্দার
ডাঃ গুণধর বর্ম্মন
শ্রীগোপীনাথ পাল
,, গোরাচাঁদ ব্যানাজী
,, গোষ্ঠবিহারী দেবনাথ ভট্টাচার্য্য
,, গৌরমোহন দত্ত
সম্পাদক ঃ নিখিল বঙ্গীয় মোদক সমিতি
,, গৌরমোহন হাজরা
,, চণ্ডিচরণ দে
সম্পাদক ঃ কলিকাতা সুবর্ণ বণিক সমাজ

শ্রীচণ্ডী কুমার সরকার
,, চিত্ত বিশ্বাস
সম্পাদক ঃ আম্বেদকর মিশন
,, চিত্তরঞ্জন খামারু
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় কাশ্যপ (কাওরা) সমিতি
,, চিত্তরঞ্জন আশ
,, চিত্তরঞ্জন রায়
কুমারী চিত্রা সিংহ রায়
শ্রীজগদীশ মৌলিক
,, জগন্নাথ মোদক
,, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য (১)
,, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য (২)
,, জয়দেব ধর
,, জয়ন্ত কুমার ভৌমিক
,, তুষারকান্তি যন্নিগ্রহী
,, দিলীপ কুমার ভোঁস
,, দেবেশ বাকচী
,, ধীরেন্দ্রনাথ অধ্বর্য্যু
,, ধীরেন্দ্রনাথ দাস (১)
,, ধীরেন্দ্রনাথ দাস (২)
,, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক ঃ সমাজশ্রী পত্রিকা (বঙ্গীয় কর্ম্মকার মহাসভা)
,, নগেন্দ্রনাথ কাজী
কুমারী নন্দিতা নাথ
শ্রীননী গাঙ্গুলী
সাধারণ সম্পাদক ঃ সন্দ্বীপ হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি
,, ননীগোপাল মণ্ডল
,, নরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাহা
,, নরোত্তম হালদার
,, নারায়ণচন্দ্র দাস
,, নারায়ণচন্দ্র সামাট
সম্পাদক ঃ আলোর মেলা
(মাসিক পত্রিকা)
,, নারায়ণদাস মুখার্জী
,, নিতাইচাঁদ পাটনী
,, নির্ম্মল কুমার রায়
,, নির্ম্মল কুমার দেবনাথ
,, নিরঞ্জন বাগছী
,, নিশিকান্ত মজুমদার
,, নীরোদ জানা
,, নীলমণি দাস
,, নীলমণি মিত্র
অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস
শ্রীপঞ্চানন পাকড়ে
সম্পাদক ঃ জনকল্যাণ সমিতি
অধ্যাপক ডঃ পরমানন্দ হালদার
শ্রীপরমানন্দ সিং
সভাপতি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুণ্ডা
সমাজ সুগাড় গঠড়া
,, পাঁচকড়ি কারক
সম্পাদক ঃ পশ্চিমবঙ্গ
ব্যগ্রক্ষত্রিয় সমিতি
,, পান্নালাল মানিক
,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস
,, প্রিয়তোষ সান্যাল
,, প্রতুলপতি লাহিড়ী
,, প্রফুল্ল কুমার দাস
,, প্রভাত কিরণ রায়

শ্রীপ্রসন্ন শেঠ
,, প্রমোদবরণ বিশ্বাস
,, বগলা কুমার মজুমদার
(কবিরাজ) উপদেষ্টা,
কোটালিপাড়া সম্মিলনী
,, বঙ্কিমচন্দ্র ওঝা
,, বাদলচন্দ্র দাস
,, বাদল সিনহা
,, বালকনাথ প্রামাণিক
সভাপতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ
সভাসুন্দর সমিতি
,, বিজয়চন্দ্র দাস
,, বিজয় কুমার মুখার্জী
,, বিশেশ্বর চাকী
,, বীরেন চক্রবর্ত্তী
,, বেয়তরে লাকড়া
সভাপতি ঃ আদিবাসী
সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ)
,, ব্রজগোপাল সিংহ
,, ব্রিজলাল মাঝি
সভাপতি ঃ ভারতীয়
দোসাধ মহাসভা
,, বিমল রায়
,, ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস
,, ভজন দাস মণ্ডল
,, ভজহরি দাস
,, ভবসুন্দর সিংহ বড়ঠাকুর
,, ভাগ্যধর দাস
,, ভূপতিরঞ্জন দাস
,, মঙ্কু নন্দী
,, মতিলাল সিংহ

পদবী/উপাধি/খেতাবগুলি সংগ্রহে যাঁরা সাহায্য করেছেন

শ্রীমণ্টু দাস
,, মদনমোহন খটিক
,, মদনমোহন চন্দ্র
কোষাধ্যক্ষ ঃ বঙ্গীয় সূত্রধর সভা
,, মদনমোহন দে
,, মদনমোহন চৌধুরী
,, মণ্ডল হেমব্রম
সম্পাদক ঃ সাধুরামচাঁদ উইহরি বাথান
,, মণীন্দ্রনাথ দাস
সাধারণ সম্পাদক ঃ অখিল ভারতীয় ধোবী মহাসংঘ
,, মণীন্দ্র কুমার দাশ
,, মলয়বিহারী দাস
,, মহেন্দ্রনাথ তালুকদার
,, মহেশচন্দ্র হালদার
,, মনোরঞ্জন পাত্র
,, মনোরঞ্জন বৈষ্ণব
,, মাখনলাল ঘোষ
,, মাখন জয়
সম্পাদক ঃ ঢাকা সম্মিলনী
,, মাণিকলাল ভাণ্ডারী
,, মাণিকরঞ্জন ব্যাপারী
,, মিহির কুমার বিশ্বাস
,, মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য
,, মৃত্যুঞ্জয় সুরাই
,, যতীন্দ্র কুমার ঘোষ
,, যতীন্দ্রনাথ সাহা
শ্রীমতী যশোদা হাঁসদা
ডাঃ যোগেশচন্দ্র দাস

শ্রীরণজিৎ কুমার সাহা
,, রণজিত কুমার মণ্ডল
,, রবীন কুমার সাহা
সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় সাহা সমিতি
,, রমণীমোহন মাইতি
,, রমেন্দ্র নারায়ণ মণ্ডল
,, রাজেশ্বর দাস
,, রাধানাথ মৈত্র
,, রামপ্রীত রাম
,, রামকৃষ্ণ বাছাড়
,, রামপদ মণ্ডল
,, রামপ্রসাদ হালদার
,, রূপা জেনা
,, রূপলাল রাজোয়ার
,, লক্ষ্মীকান্ত ভারতী
,, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ
,, শংকর দাস
,, শচীন দেব
সাধারণ সম্পাদক ঃ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ও ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া সম্মিলনী
,, শচীন্দ্রনাথ গুহ
সম্পাদক ঃ চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা, চট্টলা
,, শনৎ কুমার বর্ম্মন
,, শম্ভুনাথ শিউলী
,, শম্ভুনাথ কুণ্ডু
সম্পাদক ঃ তাম্বুলি মহাসম্মেলন
,, শরৎচন্দ্র বারুরী
,, শান্তিগোপাল সেন
,, শিবনন্দন রাজোয়ার

শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত
,, শিশির কুমার বোস
,, শিশির কুমার বিশ্বাস
সম্পাদক : বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভা
,, শীতলচন্দ্র পণ্ডিত
,, শোভন গুহঠাকুরতা
,, শ্যামাচরণ দাস
,, শ্যামল কুমার গুহঠাকুরতা
,, শ্রীকান্ত ধল
,, শ্রীধর চ্যাটার্জ্জি
,, সত্য সরকার
,, সত্যব্রত মজুমদার
সাধারণ সম্পাদক : সিডিউল্টকাস্ট আর্ফলিস্ট ইউনিয়ন
,, সত্যরঞ্জন ঘোষ
সম্পাদক : বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা
,, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস
সম্পাদক : বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি
,, সর্ব্বানীভূষণ সরদার
,, সন্তোষ কুমার মিত্র
,, সম্মোহন সরকার
,, সমর হাজরা
,, সমরেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত
,, সাধন কুমার মণ্ডল
,, সিদ্ধেশ্বর সরকার
,, সুধীরচন্দ্র দাস
,, সুরেন্দ্রনাথ সিকদার
,, সুরেন্দ্রমোহন দে (সুঃ মোঃ দে)

শ্রীসুরেশচন্দ্র হালদার (১)
সম্পাদক : বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ
,, সুরেশচন্দ্র হালদার (২)
,, সুশান্ত কুমার হালদার
,, সুনীল কুমার পাত্র
,, সুনীলচন্দ্র দাস
শ্রীমতী সুষমা দেবী
,, সুষমা বসাক
,, সুমিত্রা মজুমদার
শ্রীসুহৃদ ভৌমিক
,, স্বপন কুমার দাস
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
অধ্যাপক হরিদাস বিশ্বাস
শ্রীহরিপদ দাস
,, হরিপদ মণ্ডল
সম্পাদক : পশ্চিমবঙ্গ বৈশ্য কপালী সমাজ
,, হরিবোলা দাস
,, হরিহর রাম
,, হরেন্দ্রনাথ সমদ্দার
সম্পাদক : নবযুগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ
,, হলধর মাহাত
,, হিমাংশু কুমার সেন
,, হিমাংশু কুমার বিশ্বাস
,, হিমাংশু কুমার চন্দ
,, হিমাংশু চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক : চাঁদপুর সম্মিলনী
,, হেরম্ভ কুমার রায়চৌধুরী

যাঁদের কাছে উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছি ঃ—

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—	সাহিত্যিক, গ্রন্থ ঃ পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য, উড়কি ধানের মুড়কি ইত্যাদি।
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বালা—	গ্রন্থকার ঃ বংগে নৈষধ বা নমঃশূদ্র
শ্রীঅমলেন্দু দে—	সাধারণ সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটি,
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়—	গ্রন্থকার ঃ রূপমতি নগরী (ভ্রমণকাহিনী) বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি (পুরাতত্ত্ব), পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম (বঙ্গ সংস্কৃতি বিষয়ক)
ডঃ অমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী—	সম্পাদকঃ সংস্কৃতিপরিক্রমা, গ্রন্থ ঃ Jawharlal Nehru's writings (A literary Estimate)
শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল—	গ্রন্থকার ঃ ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল ও কেতকদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল আর প্রাচীন সাহিত্য-গবেষক।
শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়—	সম্পাদক ঃ লীডার (সাপ্তাহিক)
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—	প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বিভাগীয় প্রধান) গ্রন্থ ঃ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা লোকসাহিত্য (৬ খণ্ড) ইত্যাদি।
শ্রীইন্দুভূষণ রায় দেবশর্ম্মা—	গ্রন্থকার ঃ প্রকাশিতব্য গ্রন্থ—ব্রহ্মবংশ-তত্ত্ব-নির্ণয়
ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—	অবসরপ্রাপ্ত বাগেশ্বরী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থ ঃ বাঙলার ভাস্কর্য, বাঙলার লোকশিল্প, Designs in traditional Arts of Bengal.
অধ্যাপক ডঃ কার্ত্তিক শাসমল—	গ্রন্থকার ঃ (১) সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান (২) The Bauris of West Bengal.
ডাঃ গুণধর বর্ম্মন—	গ্রন্থকার ঃ যুগস্রষ্টা আম্বেদকর
শ্রীগোপালচন্দ্র বসাক—	মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালী হিন্দুর উপাধি কত ?' শীর্ষক তালিকা প্রস্তুতিতে সাহায্যকারী।

শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু—	বাংলার লোক-সংস্কৃতির গবেষক। প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান ফোক্‌লোর। গ্রন্থ ঃ বাংলার লৌকিক দেবতা (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)
শ্রীতারাপদ সাঁতরা—	গ্রন্থকার ঃ শরৎচন্দ্র ঃ আমতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য। হাওড়া জেলার লোক-উৎসব। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি। কলিকাতা ঃ কীর্তি ও পুরাকীর্তি। বাংলার দারু ভাস্কর্য। সম্পাদকীয় উপদেষ্টা (অঃ বৈঃ) কৌশিকী (মাসিক পত্রিকা)
অধ্যাপক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়—	আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা-সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক।
ডঃ দিলীপকুমার হালদার—	সম্পাদক ঃ "সংশপ্তক" (পাক্ষিক সংবাদপত্র) ডিরেকটর আম্বেদকর কালচারাল ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল ষ্টাডি এণ্ড ট্রেনিং।
অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—	প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী—	Indologist. রচয়িতা ঃ 'পদবী', 'খেতাব'-এর পরিচিতি (প্রবন্ধ—মন্দিরা পত্রিকা)
শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—	সম্পাদক, কিশোর ভারতী, গ্রন্থ ঃ দুরন্ত ঈগল, নীলঘূর্ণি, কালের জয়ডংকা বাজে ইত্যাদি।
শ্রীদেবকুমার ঘোষ—	Organising Secretary, writers' club. (A literary organisation)
শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার—	গ্রন্থকার ঃ বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, ভারত ও ভারতের বাহিরে বাঙালী, বঙ্গের সামন্তচক্র, ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস, গোপাল ও দিব্য পরিচিতি।
অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস—	গ্রন্থকার ঃ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গালা দেশ।
শ্রীনরোত্তম হালদার—	পরিচালক ঃ দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্য মেলা এবং গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—	প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ ঃ লিও টলস্টয় ঃ জীবন ও সাহিত্য, গান্ধীজি, সাহিত্য ও সমাজ মানস, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রভৃতি।
শ্রীনারায়ণ মজুমদার—	গ্রন্থকার ঃ 'আঁধার হতে আলো'
শ্রীনিরঞ্জন হালদার—	সহ-সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা।
কবি নিশিকান্ত মজুমদার—	সমাজকর্মী। গ্রন্থকার ঃ চাষীর জন্য, বহ্নি বিষান, সত্যের জয়গান, মানুষে মানুষে ঘুচাও ভেদ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, নিশিকান্ত মজুমদারের কয়েকটি কবিতা প্রভৃতি।
অধ্যাপক ডঃ পরমানন্দ হালদার—	সম্পাদক, 'ভারতবানী' (পাক্ষিক সংবাদপত্র)
অধ্যাপক ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক—	অধ্যাপক, নৃতত্ত্ববিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন পরিদর্শক অধ্যাপক (ইউ. জি. সি) নৃতত্ত্ব বিভাগ (সামাজিক) শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ। গ্রন্থ ঃ (১) Socio-Cultural profile of Frontier Bengal. (২) Occupational Mobility and caste Structure in Bengal.
ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী—	সহযোগী সম্পাদক, সত্যযুগ পত্রিকা। (দৈনিক)
কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ—	রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি। কাব্যগ্রন্থ ঃ জীবন ও রাত্রি, দক্ষিণায়ন, দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা, উদাত্ত ভারত, রক্ত গোলাপ, গাংগেয় সৈকত প্রভৃতি।
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়—	Vice-Chairman Indian P. E. N. Bengal Branch. Regional Adviser Sahity Academe. সম্পাদক ঃ 'দেশলোক' (পাক্ষিক পত্রিকা) গ্রন্থ ঃ শরৎচন্দ্র, অনেক দূরে অনেক আগে, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প, কান্না-হাসির দোলা ইত্যাদি।
অধ্যাপক ভবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—	গীতিকার, অল ইন্ডিয়া রেডিও।

ডঃ মুরারি মোহন সেন— উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন রীডার,
প্রধান সম্পাদক ঃ সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার।
গ্রন্থ ঃ ভাষার ইতিহাস—১ম ও ২য় খন্ড প্রভৃতি।

শ্রীমোহিত রায়— নদীয়া জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতির গবেষক—ক্ষেত্রকর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি'-র গ্রন্থকার। সঞ্চালক—নদীয়া চর্চা কেন্দ্র (Centre for Nadia studies)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি— চীফ সাব-এডিটর, যুগান্তর পত্রিকা।
গ্রন্থ ঃ নদী মাটি মানুষ, শেষ প্রহরের ঘণ্টা, নতুন জনপদ, নিঃসঙ্গ নায়ক, গান্ধীজির গল্প প্রভৃতি।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সুরাই— লেখক ঃ 'কয়েকটি স্বল্প প্রচলিত বাঙালী পদবী' (প্রবন্ধ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা) ও 'লোক-শ্রুতি ও লোক-কথার আলোকে—পদবী' (প্রবন্ধ—রেণেসাঁস পত্রিকা)

শ্রীরণজিত কুমার সিকদার— সম্পাদক, রিপাবলিকান (পাক্ষিক সংবাদপত্র)

ডঃ রমা চৌধুরী— প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
গ্রন্থ ঃ (1) Ten Schools of the Vedanta.
(2) Doctrine of Nimbarka and His followers.
(3) Vedanta and Sufism.
(4) Contributions of women to Sanskrit Literature etc.

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত— সম্পাদক, ফোক্‌লোর, গ্রন্থ ঃ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। বাঙালী জীবনে বিবাহ।

অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র— গ্রন্থকার ঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, লালন ফকির কবি ও কাব্য, ইত্যাদি।

শ্রীশান্তিরাম হাইত— গ্রন্থকার ঃ বাঙালী পরিচিতি।

অধ্যক্ষ শ্যামলাল মিস্ত্রী— অধ্যক্ষ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলিকাতা।

শ্রীসমর হাজরা— সম্পাদক, বঙ্গীয় সবিতৃ সমিতি ও লেখক।

অধ্যাপক ডঃ সরোজমোহন মিত্র— পত্রিকাধ্যক্ষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
শ্রীসাধন কুমার মণ্ডল— সম্পাদক, সমাজদর্শন (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)
শ্রীসুধাংশু কুমার দে— ডেপুটি এডিটর, বসুমতী (দৈনিক) পত্রিকা।
ডঃ সুব্রতা সেন— অধ্যাপিকা, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী— গ্রন্থকার ঃ নিদ্রিত শূদ্রের নিদ্রাভঙ্গ।
ডঃ সুরজিৎ সিংহ— প্রাক্তন উপাচার্য্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক— সম্পাদক, হাড়িয়ার সাকাম (সাঁওতালী ভাষায় পত্রিকা)
শ্রীসুশান্ত কুমার হালদার— লোক সংস্কৃতির গবেষক।
শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ— গ্রন্থকার ঃ বাঙ্গালী জাতি পরিচয়।
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ— লেখক ঃ 'বাঙালী পদবীর রূপবৈচিত্র্য" (প্রবন্ধ —সমাজ শিক্ষা পত্রিকা) ও 'বর্ণ'-পদবীর রূপান্তর' (প্রবন্ধ—সংস্কৃতি পরিক্রমা পত্রিকা)
ডঃ হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়— আই. সি এস (অবসরপ্রাপ্ত), প্রাক্তন উপাচার্য্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্র দর্শন, উপনিষদ দর্শন, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ব জিজ্ঞাসা, ঠাকুর বাড়ীর কথা ইত্যাদি।

যে সব গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ—

(ক) গ্রন্থ

অপরাধীর মিছিল—চিরঞ্জীব সেন
অরুণ অস্তাচলে—রাসবিহারী বেরা
আঁধার হতে আলো—শ্রীনারায়ণ মজুমদার
আধুনিকা—মানিকলাল বন্দোপ্যাধ্যায়
আমাদের পদবীর ইতিহাস—লোকেশ্বর বসু
আলোর ফুলকি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আশা আকাঙ্খা—শংকর
ইন্দিরা একাদশী—বরুন সেনগুপ্ত
কয়েকটি হত্যা ও দু'টি রহস্য—চিরঞ্জীব সেন
কায়স্থ পুরাণ—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালংকার
কায়স্থ কৌস্তভ—শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র
কিংবদন্তীর নায়ক—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কোন্নগরের ইতিহাস—রামকৃষ্ণ সরকার
গদাগর—অজাতশত্রু
গোরাকালার হাট—অশোক গুহ
চলন্তিকা—রাজশেখর বসু
জন অরণ্য—শংকর
জাতিতত্ত্ববারিধি (১ম ভাগ)—শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

(ক) গ্রন্থ

টাকা ও ক্ষমতার গোপন উৎস—
শ্রীদিনেশ রায়
টৌনদা দি গ্রেট
থানা থেকে আদালতে—চিরঞ্জীব সেন
ধর্ম্ম—পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী
নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গালাদেশ—
অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস
নাটোরের কথা ও কাহিনী—প্রকাশক,
নাটোর মহকুমা সম্মিলনী
নাম নেই ঠিকানা নেই—
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
পলাসীর পর বক্সার—
তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম—অমিয়কুমার
বন্দোপাধ্যায়
পাঠসংকলন—
পান্নাবাই—ভারতপুত্রম
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্য ক্ষত্রিয়—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ
প্রীতিলতা ঃ মাতঙ্গিনী—ইন্দুভূষণ দাস
বঙ্গে জাতীয় ইতিহাস—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
বনমাধবী—শক্তিপদ রাজগুরু
বল্মীক—শ্রীনারায়ন সান্যাল
বঙ্গে নৈষধ বা নমঃশূদ্র—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বালা
বাংলার দারু ভাস্কর্য—তারাপদ সাঁতরা
বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—
শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙালার মুখ আমি দেখিয়াছি—
শঙ্কর সেনগুপ্ত
বাংলা সাহিত্য—মনমোহন ঘোষ
বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস—
শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার
বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীশৌরীন্দ্র
কুমার ঘোষ
বাঙালী জীবনে বিবাহ—শঙ্কর সেনগুপ্ত
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—শ্রীঅতুল সুর
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ—
নীহার রঞ্জন রায়
বিশ্বকোষ (১) শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু
(২) সাক্ষরতা প্রকাশন
ভারত সংস্কৃতি (মহেন্দ্র জয়ন্তী স্বারক
গ্রন্থ)—অমিয় কুমার মজুমদার
ভারত ও বাংলার গোপ আহির যাদব
আন্দোলনের ইতিবৃত্ত—শ্রীআশুতোষ ঘোষ
ভারতের সাধক (১০ম খণ্ড)—
শ্রীশঙ্কর নাথ রায়
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—
শ্রীসুকুমার সেন
মাধ্যমিক গণিত— শ্রীপঙ্কজ কুমার ঘোষ
মেহের উনিস্যা—দ্বৈপায়ন
যুগস্রষ্টা আম্বেদকর—ডাঃ গুণধর বর্ম্মন
রম্যানিবীক্ষ—শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী
রমার বিয়ে—শ্রীশশধর দত্ত
রাজগুরু যোগিবংশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ
মজুমদার
রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পরিচয়—শ্রীগোষ্ঠবিহারী
দেবনাথ ভট্টাচার্য

চ-বিভাগ যে সব গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে

(ক) গ্রন্থ

শব্দবোধ অভিধান—আশুতোষ দেব
শরৎরচনাবলী (২য় ও ৩য় ভাগ)
শালপিয়ালের বন—শক্তিপদ রাজগুরু
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
সত্য দর্শন—শ্রীঅনিলচন্দ্র মজুমদার
সম্বন্ধ নির্ণয় (ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিশিষ্ট)
ঐতিহাসিক ২য় খন্ড)—লালমোহন
বিদ্যানিধি
হাওড়া জেলার পুরোকীর্ত্তি—তথ্য সংকলন
ও গ্রন্থনা—তারাপদ সাঁতরা
সম্পাদনা—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়
সার্থক জনম—শংকর
সারদা রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী
সিমলাপাল (বাঁকুড়া) রাজবংশের কুরচিনামা-
শ্রীতুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী ও শ্রীভবসুন্দর
সিংহ বড় ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে
উদ্ধৃত অংশ প্রাপ্ত
সুবর্ণা—সুশীল রায়
সুভাষ স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
সংসদ বাঙালী চরিতাধিধান—সম্পাদক ঃ
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্ল কুমার সরকার
History of Ancient Bengal
—R. C. Majumdar.
Indian Epigraphy—D. C. Sarkar.
Occupational Mobiiity and Caste
Structure in Bengal—
P. K. Bhowmik
Socio-cultural profile of Frontier
Bengal—P. K. Bhowmik,

(খ) পত্রিকা

অতএব (ত্রৈমাসিক)
অনুবাদ (শারদীয়া '৭৮)
অনন্তবিজয় (ত্রৈমাসিক)
অমৃতবাজার (দৈনিক)
আনন্দবাজার (দৈনিক)
আনন্দমেলা (পুজাবার্ষিকী '৮৫)
আনন্দলোক (পুজাসংখ্যা '৮৩)
আলোর মেলা (সারস্বত সংখ্যা)
আলোচনা (মাসিক)
আয়ুর্বেদ ভারতী (ত্রৈমাসিক)
উত্তরায়ণ
কবিকণ্ঠ (শারদীয়া)
কল্যানী (মাসিক)
কৌশিকী (মাসিক)
খেলার আসর
জয়গুরু (পাক্ষিক)
তোমার আমার সবার কথা (মাসিক)
দেশ
নবারুণ (মাসিক)
পথসংকেত
পরিবর্তন—(মাসিক)
পশ্চিমবঙ্গ
প্রজ্ঞা (বার্ষিক সংকলন)
প্রসাদ
প্রবর্তক (মাসিক)

(খ) পত্রিকা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
বর্ণপরিচয়
বন্দর (মাসিক)
বর্ণালী (ত্রৈমাসিক)
বন্দেমাতরম (মাসিক)
বসুমতী
বেতারজগৎ
ভারতবানী (পাক্ষিক ও শারদীয়া '৮৫-৮৬)
ভূমিলক্ষ্মী (পূজাসংখ্যা '৮৭)
মন্দিরা
মাহিষ্য সমাজ (মাসিক)
যুগবানী (সাপ্তাহিক)
যুগান্তর (দৈনিক)
যুবমানস (মাসিক)
যোগিসখা (মাসিক)
রিপাবলিকান (শারদিয়া '৮৫)
শুকতারা (মাসিক)
শৈববানী (মাসিক)
শ্রীহরিদর্শন (ত্রৈমাসিক)
সত্যযুগ (দৈনিক)
সবিতা (বার্ষিক)
সমাজ বিপ্লব (মাসিক)
সমকালীন (মাসিক)
সমাজ দর্শন (ত্রৈমাসিক)
শুনেত্র (বার্ষিক)
স্বজন হিতৈষী (মাসিক)

(গ) বিজ্ঞপ্তি

অনগ্রসর জাতি কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত '৭৮
এস. ইউ. সি. আইয়ের কলিকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত '৭৮
গৌরাঙ্গ মিশন পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত '৭৮
ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক মন্ডলীর নির্ব্বাচন '৭৮ উপলক্ষে
পশ্চিমবঙ্গ ব্যগ্রক্ষত্রিয় সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠানে '৭৮ প্রচারিত (রামমোহন মঞ্চ)
পোষ্টাল এমপ্লোয়িজ ইউনিয়ন কর্তৃক জেলা কনভেনশন '৭৮ উপলক্ষে
বাঁ্যাটরা কোঃ অপঃ ব্যাঙ্ক লিঃ এর বাৎসরিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (৪২তম)
সারা বাংলা শরৎ শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

(ঘ) স্মারক গ্রন্থ/কার্য বিবরণী

কোটালিপাড়া সম্মিলনীর বিজয়া সম্মেলন স্মরণী (১৩৮৬)
গাইবান্ধা সম্মিলনীর স্মরণিকা
চট্টগ্রাম পরিষদের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থ '৭৯/৮০
ট্রেজারী বিল্ডিং ইনষ্টিটিউট বার্ষিক কার্য বিবরণী '৭৭/৭৮

(ঘ) স্মারক গ্রন্থ/কার্য বিবরণী

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার কার্যবিবরণী (১৩৮২)
নব-অগ্রদূত-স্মারক সংখ্যা (১৯৭৬) নিখিল বঙ্গীয় মোদক সমিতি
নমঃশূদ্র সমাজসংস্থার বার্ষিক সভার কার্য বিবরণী (১৩৮২/৮৩)
নোয়াখালি সম্মিলনীর বার্ষিক মিলনোৎসবের স্মারকলিপি (পঞ্চসপ্ততিতম)
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সভার বিবরণ (৪র্থ বর্ষ)
পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র সমাজ সংস্থার সাধারণ সভার বিবরণ (৮ম ও ১১ বর্ষ)
ফরিদপুর সম্মিলনীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন '৮০
বঙ্গীয় তিলি সমাজের সাধারণ অধিবেশনের স্মারক গ্রন্থ '৭২
বরিশাল সেবাসমিতির বাৎসরিক প্রীতি সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ '৭৮/৭৯
বরিশাল নমঃশূদ্র সেবাসমিতির বার্ষিক কার্য বিবরণী (১৩৮৫/৮৭)
বানারিপাড়া সম্মিলনীর সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারকগ্রন্থ (১৩৮২)
ময়মনসিংহ সম্মিলনী (১৯৮১)
শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতির স্মারকগ্রন্থ (১৩৮৬)
শ্রীহট্ট সম্মিলনীর বার্ষিক কার্যবিবরণীর স্মারকগ্রন্থ (১২তম)
শ্রোত্রিয় সবিতৃ ব্রাহ্মণ
স্মরণিকা—বৈশ্য তেলি সমাজের বার্ষিক কার্য বিবরণী।

(ঙ) অন্যান্য

এফিডেভিট
ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষার ফলাফল '৭৮ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)
বরিশাল সেবা সমিতির সভ্য তালিকা
রেডিও (ক) কলকাতা (খ) ঢাকা
List of Passed Candidates of Examination held on 27.8.78 for the post of office clerk, Sealdah Dn. E. Rly.
List of cates declard Non-Backward by the State Govt. 1951.
List of Scheduled Castes/Tribes recognised for Govt. of India Scholarship West Bengal.
Report of the Backward Class Commission 1953.

যে সব প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন ঃ—

অখিল ভারতীয় কুর্মিক্ষত্রিয় মহাসভা
অখিল ভারতীয় ধোবী মহাসংঘ
আদিবাসী সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ)
আম্বেদকর মিশন
আসাম বঙ্গ যোগী সম্মিলনী
কলিকাতা কৈবর্ত্ত সমিতি
কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ
কুম্ভকার পাল সেবা সমাজ
কোটালিপাড়া সম্মিলনী
গন্ধবণিক মহাসভা
গাইবান্ধা সম্মিলনী
চট্টগ্রাম পরিষদ
চাঁদপুর সম্মিলনী
জনকল্যাণ সমিতি
টাঙ্গাইল সম্মিলনী
ঢাকা সম্মিলনী
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা
তাম্বুলি মহাসম্মেলন
নবযুগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ
নাটোর মহকুমা সম্মিলনী
নিখিলবঙ্গীয় মোদক সমিতি
নেত্রকোণা সম্মিলনী
নোয়াখালি সম্মিলনী
পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তফসিলভুক্ত জাতিসংঘ
পশ্চিমবঙ্গ বৈশ্যকপালী সমাজ উন্নয়ন সমিতি
পশ্চিমবঙ্গ ব্যগ্রক্ষত্রিয় সমিতি
পশ্চিমবঙ্গ মৎসজীবি সমিতি
পশ্চিমবঙ্গের মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়া
পশ্চিমবঙ্গ সভাসুন্দর সমিতি
পাবনা সম্মিলনী
পূর্ব্বভারত বারুজীবী সংঘ
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ
ফরিদপুর সম্মিলনী
বঙ্গীয় কর্ম্মকার মহাসভা
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা
বঙ্গীয় কাশ্যপ (কাওরা) সমিতি
বঙ্গীয় তিলি সমাজ
বঙ্গীয় তেলি সমাজ
বঙ্গীয় মালাকার সম্মিলনী
বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ
বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি
বঙ্গীয় যাদব মহাসভা
বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভা
বঙ্গীয় সবিতৃ সমিতি
বঙ্গীয় সাহা সমিতি
বঙ্গীয় সূত্রধর সভা
বরিশাল নমঃশূদ্র সেবা সমিতি (পঃ বঃ)
বরিশাল সেবা সমিতি
বাঁকুড়া সংসদ
বানারিপাড়া সম্মিলনী
বাবুরহাট সম্মিলনী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সম্মিলনী
বৈশ্য তেলি সমাজ
বৃহত্তর ঠাকুরনগর তফসিলী ও আদিবাসী সমাজ সংস্থা
ভারতীয় দোসাধ মহাসভা
মল্লক্ষত্রিয় উন্নয়ন সমিতি
ময়মনসিংহ সম্মিলনী

যে সব প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন

মানভূম মোদক সমিতি
মুণ্ডা সমাজ সুগাড় সমিতি
রাজোয়ার সমাজ সুধার সমিতি
রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি
রুদ্রজব্রাহ্মণ সম্মিলনী
শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতি
শ্রীহট্ট সম্মিলনী
(শ্রোত্রিয়) সবিতৃ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী
সন্দ্বীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি
সাধু রামচাঁদ উইহরি বাথান
সিডুলকাস্ট আর্ফালিপ্ট ইউনিয়ন
স্বজন পরিষদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা এখানেই শেষ নয়—কল্যাণীয় সমীরণ ভৌমিক, অমিতাভ দেবনাথ, গৌতম সাহা, শৈবাল ভৌমিক ও সুদীপ ভৌমিক ; ভ্রাতৃপ্রতিম সুধীর চন্দ্র দাস ; কল্যাণীয়া নন্দিতা নাথ, অঞ্জনা দাস ও মিতা সাহার শ্রম ও সাহায্য না পেলে এ সংকলন এত তাড়াতাড়ি শেষ হত কিনা সন্দেহ।

পরিশিষ্ট

ইংরাজী ১৯৭৮ সাল থেকে আনন্দবাজার, যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞপিত আলিপুর, আরামবাগ, আসানসোল, উড়িষ্যা, চন্দননগর, কাঁথি, কোলাঘাট, চুঁচুড়া, ডায়মণ্ডহারবার, দুর্গাপুর, তমলুক, পুরুলিয়া, বর্দ্ধমান, ব্যাংকশাল, ব্যারাকপুর, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, শিয়ালদহ, শিলিগুড়ি, শ্রীরামপুর, হাওড়া কোর্টে বিধিবদ্ধ কতিপয় পদবী পরিবর্তনের নমুনা ঃ—

পদবী-পরিবর্তন	পদবী-পরিবর্তন	পদবী-পরিবর্তন
অখণ্ড—শীল	খাঁ—রাম	চক্রবর্ত্তী—আতথী
অধিকারী—গোস্বামী	খাসকেল—রায়চৌধুরী	চক্রবর্ত্তী—ভূষণ
অধিকারী—মুখার্জি	খানচৌধুরী—চৌধুরী	চক্রবর্ত্তী—ভট্টাচার্য
আচার্য —ভট্টাচার্য	গাইন—রায়	চাকু—দে
আলু—ঘোষ	গায়েন—রায়	চৌধুরীমানতী—
আশ—আইচ	গুপ্ত—সাউ	চৌধুরী মাহান্তী
আহির—রায়	গুছাইত—গোসাই	চ্যাটার্জী—ব্যানার্জী
উপাধ্যায়—পাণ্ডে	গোজ—রায়	ছেত্রী—সিং
ওঝা—ঝা	গোপ—ঘোষ	জমাদার—দাস
করণ—কর	গোণ্ট—যাদব	জানা—দলাই
কর্মকার—রায়	গোস্বামী—মুখার্জী	জানা—রায়
কর্মকার—দত্ত	গোয়ালা—যাদব	ঠাকুর—গাঙ্গুলি
কামী—কামী বাহাদুর	গোয়ালা—ঘোষ	ডাকুয়া—রায়
কাউর—সিং	ঘোষ—ঘোষমজুমদার	ডেঁড়ে—দে
কাওলী—রায়	ঘোষ—গস	ঢালী—বিশ্বাস
কাঞ্জিলাল—রায়	ঘোষ—সরদার	ঢেঁকি—রায়
কাহার—সিং	ঘোষ—ঘোষদস্তিদার	তাঁতি—দাস
কয়াল—সিং	ঘোরামি—সিনহা	তালুকদার—পাল
কীর্তনীয়া—সরকার	চন্দ্র—চন্দ	তিওয়ারী—দীক্ষিত
কেশরবাণী—গুপ্ত	চক্রবর্ত্তী—রায়চৌধুরী	তেওয়ারী/—ভট্টাচার্য
খন্দার—মজুমদার	চক্রবর্ত্তী—ভৌমিক	তিয়াড়ী

পদবী-পরিবর্তন

দত্ত—দত্তগুপ্ত
দত্ত—দাস
দত্ত—বিশ্বাস
দাম—চৌধুরী
দাশ—দাশগুপ্ত
দাশ—চৌধুরী
দাস—বিশ্বাস
দাস—আচার্য
দাস—চৌধুরী
দাস—সেন
দাস—রুইদাস
দাস—বসু
দাস—পাত্র
দাস—খোটেল
দাস—নাথ
দাস—বন্দোপাধ্যায়
দাস—দত্ত
দাস—সাহা
দাস—হালদার
দাস—সর্দার
দাসকাগা—দাস
দাসবৈরাগী—দাস
দাশশর্মা—দাশগুপ্ত
দিন্ডা—রায়
দে—দাস
দে—সরকার
দেড়ে—দে
দোঁড়িয়া—দে
দেবনাথ—ভট্টাচার্য
দে সরকার—সরকার

পদবী-পরিবর্তন

দেমজুমদার—দে
দোলাই—দাস
দোসাদ—পাশোয়ান
ধর—সরকার
ধাড়া—সেন
ধাড়া—দেবশর্মা
নট্ট—নন্দী
নন্দ—ভট্টাচার্য
নস্কর—চৌধুরী
নস্কর—রায়
নস্কর—পাত্র
নাথ—দেবনাথ
নিয়োগী—মজুমদার
পন্ডা—নায়ক
পট্টনায়ক—সেনগুপ্ত
পরামাণিক—দাস
পরামাণিক—রায়
পরামাণিক—প্রামাণিক
পরামাণিক—ভান্ডারী
পরামাণিক—সরকার
পাল—কুন্ডু
পাল—দে
পাল—ক্ষেত্রপাল
পাঠক—ভট্টাচার্য
পিতাড়ী—চক্রবর্ত্তী
পুততুন্ড—মুখার্জি
পোড়ে—রায়
পোড়েল—বাগ
প্রামাণিক—সরকার
প্রামাণিক—দাস

পদবী-পরিবর্তন

প্রামাণিক—রায়
বর—বিশ্বাস
বল—বসু
বসাক—বোস
বড়াল—ঘোড়ুই
বাউর—রায়চৌধুরী
বাউরী—দাস
বাগানী—রায়
বাছাড়—বর্মণ
বারুই—বেরা
বোঁনিয়া—সিং
বেপারী—বিশ্বাস
বেপারী—বোস
বেপারী—সরকার
বোস—বোসরায়
বন্দ্যোপাধ্যায়—অধিকারী
ব্যানার্জী—মাইতি
ব্যানার্জী—বারোরি
ভট্টাচার্য—চক্রবর্তী
ভট্টাচার্য—ব্যানার্জি
ভাঙ্গর—দাস
ভারতী—মুখোপাধ্যায়
ভুঁইয়া—ভৌমিক
ভৌমিক—ভুঁইয়া
মইশ—রায়
মন্ডল—দাস
মন্ডল—ধাড়া
মন্ডল—বিশ্বাস
মন্ডল—মল্লিক

পদবী-পরিবর্তন

মণ্ডল—মজুমদার
মণ্ডল—পাল
মণ্ডল—রায়
মণ্ডল মুণ্ডা
মণ্ডল—মুখার্জি
মণ্ডল—মৈত্র
মহাজন—দাস
মজুমদার—মিত্র
মজুমদার—মণ্ডল
মাঝি—মুরমু
মাঝি—রায়
মাঝি—হাঁসদা
মান্না—চৌধুরী
মালো—দাস
মালো—বর্ম্মন
মালী—দাস
মাইতি—গিরি
মাইতি—পালিত
মারিক—দাস
মিশ্র—গায়েন
মিরবর—সেন
মুচি—রুইদাস
মুর্মু—সরেন
মুরাই—মণ্ডল
মুকুটি চক্রবর্তী—মুখার্জী
মিদ্যা—রায়
মৃধা—মিত্র
মৌলিক—ঘোষাল

পদবী-পরিবর্তন

যোগী—দাস
রবিদাস—রাম
রাণা—রায়
রাম—কুর্মি
রাম—মণ্ডল
রাম—রায়
রাম—সিং
রাম—প্রসাদ
রায়—দাস
রায়—বিশ্বাস
রায়—বৈদ্য
রায়—নায়ক
রায়—বসুরায়
রায়—রায়কর্ম্মকার
রায়—রায়চৌধুরী
রাউত—শিট
রায়কর্ম্মকার—রায়
রায় চৌধুরী—বসু
রুহিদাস—দাশ
রুহিদাস—দাস
রোজা—ওঝা
লস্কর—বন্দ্যোপাধ্যায়
লোহার—শর্মা
শীল—সেন
শীল—মজুমদার
শীল—দাস
শীল—রায়
শীল—শর্মা
শবর—সরকার

পদবী-পরিবর্তন

সর্দার—হালদার
সরকার—দেব
সরদার—সরকার
স্বর্ণকার—সাঁন্তারা
সাউ—সাহা
সাউ—গুপ্ত
সাউ—রায়
সাউ—সাহা
সাউ—সাধু
সানা—সিনহা
সাঁতরা প্রামাণিক—সাঁতরা
সামন্ত—খাঁড়া
সাঁওতাল—হাঁসদা
সাহামণ্ডল—খাঁন
সিং—দাস
সিং—মণ্ডল
সিং—মুখার্জী
সূত্রধর—ধর
সূত্রধর—সেন
সূত্রধর—খাঁন
সেন—সেনগুপ্ত
সেনগুপ্তা—সেন
সেনাপতি—রায়
হরিজন—মাঝি
হাড়ী—ঘোষ
হাজরা—সাউ
হালদার—চট্টোপাধ্যায়
হাওলাদার—দেবনাথ

অগ্রদানী, আচার্য্য, আগুরি (আগোরি), আহির, ঋষি, ওরাঁও, কলু, কপালী, করণ, কর্ম্মকার, কান, কামী, কাউরা, কাওরা, কাগজী, কামার, কাঁসারী, কাহার, কায়স্থ, কানোয়ার, কিষান (কিসান), কুর্মি, কুমার, কুম্ভকার, কেওট, কোচ, কোড়া, কোটাল, কোনাই, কৈবর্ত্ত, কংসবণিক, খটিক, খয়রা, গন্ড (গনড), গরাই, গন্ধবণিক, গাদি, গাইন, গোপ, গোয়ালা, ঘাটোয়াল (ঘাটওয়াল), ঘোষ, চাই (চাঁই), চাক, চামার, চিত্রকর, টোটো, ডোম, তন্তুবায়, তাঁতি (তাতী), তামলি (তাম্বুলি), তিলি, তিওর, তুরী, তেলি, দর্জ্জি, দুলে, ধাড়ি, ধাঙ্গড় (ধাঙ্গড়), ধোপা, (ধোবা, ধোবী, ধুপি, ধুবী) নট, নমঃশূদ্র, নাথ, নাপিত, নাগাশিয়া, নুনিয়া, পান, পাটনী, পোদ, ফকির, বাগ্দী, বাইতি, বাউরী, বাগল, বারুই, বাজিকর, বারুজীবী, বাহালিয়া, বিন্দ, বেদিয়া, বেরুয়া, বৈদ্য, বৈশ্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ভাঙ্গি, ভাট (ভাঁট), ভাঁড় (ভাড়), ভাটিয়া, ভুঞা, ভূমিজ, ভুঁইমালী, মগ, মলঙ্গী, ময়রা, মশাহর (মুশাহর), মাল, মাল্লা, মালী, মালো, মাহাতো, মাহার, মাহালি, মাহিষ্য, মালাকার, মালপাহাড়িয়া, মুচি (মোচী), মুন্ডা, মেচ, মেথর, মোদক, যাদব, যোগী, রবিদাস, রাভা, রাজোয়াড় (রাজোয়ার), রাজবংশী, রুইদাস, লালবেগী, লেপচা, লোহার, শবর, শাঁখারী, সভাসুন্দর, সাঁই, সাহা, সাঁওতাল, সাহুবণিক, সূত্রধর, সোনার, স্বর্ণকার, হলধর, হাড়ি, হালুয়াই (হালোয়াই),

গ্রাম/গাঞিভিত্তিক পদবী

আতর্থী, আকাশ, কপালী, করঞ্জ, কয়রাল, কালী, কাওরা, কাচড়ী, কালিন্দি (কালিন্দী), কাঞ্জিলাল, কুন্দ, কুলভি, কুশারী, কুলকুলী, কোয়ারী, খড়খড়ি, গঙ্গোপাধ্যায়, গাঙ্গুলি, গুড়, গোঁ (গো), গোচন্ড, ঘণ্টা, ঘোষাল, চম্পটি (চম্পাটী), চট্টোপাধ্যায়, ঝম্পটি, ডিংশাই (ডিংসাই), ডোম, তোড়ক, তৈলবাটী, দায়ী, দীঘল (দিঘল), দীর্ঘাঙ্গী, নন্দী, নাম্নী, পর্কটি, পলসাই (পলসাঞি), পারী (পারি), পালি, পালধি, পারিহাল, পিপ্পলী, পিপলাই, পিপ্পলাই, (পিপ্পলাই), পীতমন্ডি (পীতমুন্ডী), পুতিতুন্ড, পোড়ারি, পুংসিক, বড়াল, বটব্যাল, বসুয়ারী, বন্দোপাধ্যায়, বলোৎকটা, বাল, বালী, বাউরী, বাকচি, বাপুলী, বাড়রী (বাঁড়রী), বিশী, বেল, বোড়, ভদ্র, ভট্টশালী, ভাদুড়ী, 'ভীম-কালী', মঠ, মধু, মৎসাসি, মাসচটক, মুক, মুন্ডা, মুখোপাধ্যায়, মৈত্র, যশ (যশো), রাই, রুদ্র, লাহিড়ী, শর, শিব, শিহরি, শিম্বলাল, শূলে, সহ, সমুদ্র, সাটী, সাধু সান্ডে, সান্ন্যাল, সাঁওতাল, সিম্ধল, সিমলাই, সিয়ারিক।

পক্ষান্তরে, অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় বিরচিত 'পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম' সপ্তাহ পত্রিকায় তারাপদ সাঁতরার 'গ্রামের নাম কি করে হলো' শীর্ষক প্রবন্ধ ও ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা স্থান-নাম' গ্রন্থের তথ্যে পদবী থেকে নিম্নোক্ত গ্রাম নামের উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋষিপুর
ঋষিহাট
উকিলচক
ওঝাপোখর
কোঙারপুর
কবিরাজপুর
কলুডাঙ্গা
কাজী-চক
কাজী-পাড়া
কামার ডাঙ্গা
কামারপাড়া
কাঁসারিপুর
কাহারপাড়া
কুমারগঞ্জ
কুমারচক
কেরানীপুর
করাতীবেড়ে
খানসামাপাড়া
খাদিনান
গড়াইমারি
গোঁসাইগ্রাম
গোঁসাইপুর
গোপগ্রাম
গোয়ালপাড়া
গোয়ালডাঙ্গা
গুপ্তপাড়া
গুপ্তিপাড়া

গোস্বামীমালীপাড়া
গোস্বামীপুর
ঘটকপুর
ঘোড়াবেড়ে
ঘোষের ডাঙ্গা
চন্দ্রপুর
চৌধুরীবাড়
চামার জোল
ছুতার গেড়্যা
জানাদীঘি
জমিদারভিটা
জমিদারডাঙ্গা
জেলিয়াখালি
জেলেপাড়া
ঠাকুরনগর
তাঁতিগেড়ে
তাঁতিপাড়া
তেলিখানা
তিলিডিহি
তিলিডি
তিলুড়ি
দত্তপাড়া
দত্তপুর
দাসপুর
দে-পাড়া
দে-ভোগ
দোলুইপুর

দেওয়ানচক
দেওয়ানমারা
দ্বারীপাড়া
দত্তপুকুর
দণ্ডপাড়া
দাসপুর
ধোপাঘাটা
ধোপাকাচা
ধোপারগ্রাম
নাজিরপুর
নাটুয়াডাঙ্গি
নাপিতচক
নরসুন্দরপাড়া
নিকারিঘাটা
নাজিরপুর
নন্দীগ্রাম
নন্দীঘাট
নাথপুর
পাইকপাড়া
পাঠকডি
পালপাড়া
পালিতপুর
পালোড়া
পাঁজাসোল
পাত্রসায়ের
পালিতপাড়া
পট্টনায়কচক

বানিয়াখালি
বারুইপাড়া
বেদিয়াপোতা
বেনেগ্রাম
বৈদ্যপুর
বরবেড়
বড়াবেড়ে
বাগেরডাঙ্গা
বাঙ্গালপুর
বকসীনগর
বকসীবাঁধ
বসাক-বাড়ি
বসুবাটি
বাগলবাঁধ
ভাস্করডাঙ্গা
ভাণ্ডারহাটি
ভুঁয়েরা
মণ্ডলঘাট
মণ্ডলপুর
মল্লিকপুর
মাইতিপাড়া
মান্নাপাড়া
মাহাতাপুর
মিত্রপুর
ময়রাডাঙ্গা
মাঝি-গ্রাম
মালাকারপাড়া
মালী-আড়া
মাহুতডি
মুচিবেড়ে
মুদিপুকুর
মুনসীপাড়া
মণ্ডলগ্রাম
মিত্রটিকুরি
রাণাপুর
রায়চক
রায়নগর
রায়পুর
রুদ্রনগর
রাণাঘাট
লস্করপুর
লায়েকবাঁধ
লাহাবাজার
শাঁখারিদহ
সাঁতরাবসান
সামন্তখণ্ড
সাহা-আড়া
সাহানগর
সিংপুর
সেনপাড়া
সেনপুর
সোমপাড়া
সোমবাঁধ
সিপাইবাঁধ
সাহাড়া
সিংঙ্গেড়া
সেনহাটী
সেনপাহাড়ী
সিংপুর
হাড়ি-আড়া

গোত্র/প্রবরভিত্তিক পদবী

কপিল, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ভরদ্বাজ, ভার্গব, শাণ্ডিল্য, সারস্বত।

কর্মভিত্তিক পদবী

অধ্বর্য্য, অগ্নিহোত্রী, অধিকারী, অশ্বপতি, আড়ি, আগোরি, আচার্য, আচার্য্য, আমাত্য, আমাত্যশ্রেষ্ঠ, আড়তদার, উকিল, উদ্গাতা, উপাধ্যায়, ঋত্বিক, ওহদেদার, ওয়াদ্দেদার, কবি, কথক, করণ, কড়ুরী, কয়াল, কবিরাজ, কর্ম্মকার, কাটাল, কাঠাল, কাণ্ডার, কামার, কামিলা, কায়স্থ, কাঠুরিয়া, কাঠুরে, কানুনগো, কাননগোই, কারকুন, কুতি, কুটী, কুইতি, কুঁইতি, কুঠারী, কীর্তুনিয়া, কীর্তনে, কোড়রী, ক্রোড়রী, ক্রোড়ী, খণ্ডাতি, খণ্ডাইত, খান, খাঁ, খাঁড়া, খাজাঞ্চী, খাজাঞ্জি, খাজাঞ্জী, খাসনবীশ, গড়ে, গড়ুই, গড়ে, গজেন্দ্র, গজেন্দার, গজপতি, গড়নায়ক, গাছি, গারু, গাইন, গায়েন,

গোমস্তা, গোলদার, গ্রামনী, ঘটক্, ঘরামী, ঘাটী, ঘোড়া,ঘোড়ই, ঘোড়পতি, ঘোড়পান্ডে ঘোড়ফ'ড়ে, চতুর্বেদী, চারণ, চাউলিয়া, চাপরাশী, চাকলাদার, চাকলানবীশ, চিন্তাপাত্র, চোঙ্গাদার, চোংদার, চোঙদার, চৌধুরী, চৌকিদার, ছত্র, ছাটই, ছাটুই, জজ, জমাদার, জালানি, জোয়ারদার, ঝাড়ুদার, টিকাদার, ডাকুয়া, ডিহিদার, ঢাকী, ঢালী, ঢুলী, তরফদার, তহসিলদার, তহশীলদার, তাঁতী, তাম্বুলি, তালেবর, তালুকদার, তিলি, তরকী, তেলী, ত্রিবেদী, থান্ডার, দপ্তরী, দরজী, দলই, দলুই, দফাদার, দন্ডকার, দন্ডপতি, দন্ডনায়ক, দলপতি, দালাই, দস্তিদার, দালাল, দ্বিবেদী, দুলে, দুয়ারী, দোয়ারী, দেওয়ান, দেশমুখ, দেশমুখ্য, দৌবারিক, ধানুকী, ধারক, ধীবর, নগরপাল, নায়া, নে'য়, নাইয়া, নাটুয়া, নায়েব, নায়ক, নিকারী, নির্কিরি, নুনিয়া, পন্ডিত, পড়েল, পয়াৎ, পঞ্চায়েত, পট্টনায়েক, পত্রনবীশ, পান্ডা, পাইক,পাইন, পানুয়া, পাটনী, পাটারী, পাটেল, পাঠক, পাটোয়ারী, পূজারী, পুরকাইত, পুরকায়স্থ, পুরকায়েত, পেয়াদা, পোদ্দার, পোতদার, প্রতি, প্রতিহার, ফড়নবিশ, বক্সী, বর্কাস, বগী', বণিক, বল্লভ, বাগ, বাগ্মী, বাঘ, বাইন, বাগানী, বাছাড়, বারুই, বারুরী, বাড়ই, বাড়ুই, বাড়াই, বায়েন, বাওয়ালী, বাওলী, বাছনদার, বিজলী, বিষয়ী, বিশ্বাস, বিশ্বাসখাস, বীররায়, বেরা, বেহারা, বেদজ্ঞ, বৈদ্য, ব্যাপারী, ব্রহ্মা, ভাট, ভাঁড়, ভান্ডারী, ভান্ডার-কায়স্থ, মন্ত্রী, মল্ল, মন্ডল, মলঙ্গী, মল্লিক, মহন্ত, মোহান্ত, ময়রা, মোদক, মহাজন, মহাপাত্র, মজুমদার, মন্ডলপতি, মন্ডলেশ্বর, মনসবদার, মহলানবিশ, মহলানবীশ, মাজি, মাঝি, মাল্লা, মালী, মাষ্টার, মালাকার, মিদ্দা, মির্ধা, মিশ্র, মীরবহর, মুদি, মুদী, মুন্সী, মুনসী, মুন্সিফ, মুস্তাফী, মুহুরী, মহুরী, মুৎসদ্দী, মুচ্ছদী, মুধা মেথর, মোক্তার, মৌলে, যাজক, যাজ্ঞিক, যাচনদার, রপ্তান, রায়, রাজ্যপাল, রায়বে'শে, রায়রায়ান, লস্কর, শানা, শিউলি, শিকারী, শিকদার, সিকদার, সমাদ্দার, সরকার, সরখেল, সরদার, সর্দার, সন্ধিবিগ্রহিক, সুপকার, সুবাদার, সেকরা, সেনাপতি, সেনা-নায়ক, স্বর্ণকার, হরকরা, হস্তীশুরে, হাকিম, হাজরা, হাজারী, হালদার, হালুইকর, হুকুমদার, হোতা, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রকায়স্থ, ক্ষৌরকার।

খেতাব/উপাধি

অন্তরঙ্গ, আগমবাগীশ, আয়ুর্বেদাচার্য, একরাট, কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র, কবিগুরু, কবিরত্ন, কবিচক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ, কবিকেশরী, কবিবল্লভ, কবিভাস্কর, কবিভূষণ, কবিরঞ্জন, কবিশেখর, কবিগুণাকর, কবিচিন্তামণি, কবিপন্ডিত চূড়ামণি, কাব্য-বিশারদ, কাব্যালংকার, কীর্তনসুধাকর, কীর্তনসুধাচার্য, কীর্তনসুধাসিন্ধু, কৃষি-পন্ডিত, গুণরাজখাঁ, চুড়ামণি, জগদ্গুরু, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিষ-সাগর,

জ্ঞানাঙ্ক, তর্কাচার্য, তর্কতীর্থ, তত্ত্বনিধি, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, তর্কালংকার, তন্ত্রভারতী, তর্কভূষণ, তন্ত্রসম্রাট, তর্কসিদ্ধান্ত, তর্কচূড়ামণি, তর্কপঞ্চানন, তর্কবাচস্পতি, তত্ত্ববিশারদ, তর্কসরস্বতী, তামিজ, নাট্যাচার্য, নাট্যচূড়ামণি, ন্যায়চঞ্চু ন্যায়তীর্থ ন্যায়বাণ, ন্যায়রত্ন, ন্যায়বাগীশ, ন্যায়ালংকার, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়বাচস্পতি, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, পণ্ডিত-সার্বভৌম, পরমহংস, পরশাচিকিৎসামণি, প্রাণাচার্য, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বিদ্যার্ণব, বিদ্যাপতি, বিদ্যারত্ন, বিশারদ, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যালংকার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাতন্ত্ররত্ন, বেদতীর্থ, বেদশাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, বেদান্তরত্ন, বেদান্তবাগীশ, বেদরত্নাচার্য্য, বেদপুরাণতীর্থ, ব্যাকরণ-কাব্যতীর্থ, ভারতশ্রী, ভারতরত্ন, ময়ূর, মহারাণা, মণ্ডসম্রাট, মহাপ্রাণ, মহামহোপাধ্যায়, মৌয়ূরীয়, রাষ্ট্রভূষণ, রায়মুকুটমণি, শিরোমণি, সার্বভৌম, সাহিত্যরত্ন, সাকরমল্লিক, সাহিত্যবিনোদ, সাহিত্যসম্রাট, সাহিত্যসরস্বতী, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী, সিদ্ধান্তবাগীশ, সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, সিদ্ধান্তবিশারদ, সিদ্ধান্ততর্ক ন্যায়-পঞ্চানন, স্মার্ত্তবাচস্পতি, স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিজ্যোতিরত্ন, সাংখ্যতীর্থ, সাংখ্যশাস্ত্রী।

অধ্যায়	পাতা	সংযোজন ও সংশোধন
সূচনা—	২	৭ কলমে 'শর্ম্মা' স্থলে শর্ম্মা পড়তে হবে।
ক-বিভাগ—	১	'আহির'-এর পরে (অনগ্রঃ) পড়তে হবে।
ক-বিভাগ—	৩	'বাজদার'-এর পরে (অনগ্রঃ) পড়তে হবে।
খ-বিভাগ—	২	'আলুনী'-এর পরে 'আলুনি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৪	'কয়াদার'-এর পর 'কপটদার' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৪	'কবিপাণ্ডিত চুডামণি' স্থলে কবিপণ্ডিত চূড়ামণি পড়তে হবে।
খ-বিভাগ —	৪	'কাউল'-এর পর কাওলী যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৫	'কীর্ত্তিকর'-এর পর 'কীর্তনাচার্য' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৭	'খটুয়া'-এর পর 'খন্দার' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৯	'গুহ খাসনবিশ'-এর পর 'গুহ খাসনবিস' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৯	'গুজ্যা'-এর পরে 'গুটি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৯	'গুহ নিয়োগী'-এর পর 'গুহ বকসি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	৯	'গোল'-এর পরে 'গোলে' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	১০	'ঘটক সিংহ'-এর পরে 'ঘাই' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	১০	'ঘোড়ই'-এর পরে 'ঘোরাই' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—	১১	'চাটুয্যে'-এর পরে 'চাটুয্যা' যোগ হবে।

অধ্যায় পাতা	
খ-বিভাগ—১২	'জোয়ালি'-এর পরে 'জোতকার' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১২	'জয়'-এর পরে 'জন্গলে' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৪	'তুরকী'-এর পরে 'তুলাল' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৫	'দণ্ডপাণি'-এর পরে 'দণ্ডবৎ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৫	'দত্ত রায়চৌধুরী'-এর পরে 'দবীরখাস' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৬	'দাসদেব'-এর পরে 'দাশদেব' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৬	'দিসমুখ'-এর পরে 'দিগওয়ার' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৬	'দাওয়ান-মহাশয়'-এর পরে 'দাশগুপ্ত মহলানবীশ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৬	'দাসদেব'-এর পর 'দাসনন্দী' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—১৮	'নাগা'-এর পরে 'নাগী' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২০	'পণ্ডিৎ'-এর পরে 'পস্থল' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২০	'পটলাক'-এর পর 'পট্টকিল' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২২	'পুলে'-এর পর 'পুঁড়' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২২	'পিরি'-এর পর 'পিঁড়ি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৩	'বসু'-এর পরে 'বরু' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৪	'বলোৎকটা'-এর পর 'বসুধর' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৫	'বাভালী'-এর পর 'বারুই' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৫	'বাগচৌরে'-এর পর 'বাগদাস' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৬	'বিবাড়'-এর পর 'বিরুণী' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৬	'বিদ্যাতন্ত্ররত্ন'-এর পর 'বিদ্যাবাচস্পতি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৭	'ব্যানার্জি'-এর পর 'ব্যানাজী' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৭	'ব্যানারজি চৌধুরী'-এর পর 'ব্যানাজী চৌধুরী যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৭	'ব্রহ্মরায়'-এর পরে 'ব্রহ্মদাশ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—২৮	'ভট্টাচার্যশাস্ত্রী'-এর পরে 'ভাগ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩০	'মাহাতী'-এর পরে 'মাহাথা' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩০	'মাদানী'-এর পরে 'মাদুলি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩০	'মাসচড়ক'-এর পরে 'মাসচারক' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩০	'মাহুত'-এর পরে 'মাইকাপ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩১	'মিত্র মজুমদার'-এর পরে 'মিস্তরী সূত্রধর' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৩	'রাজগুরু'-এর পর 'রাজভদ্র' যোগ হবে।

অধ্যায় পাতা	
খ-বিভাগ—৩৩	'রাজখোয়া'-এর পর 'রাজোয়ার' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৩	'রায়কত'-এর পর 'রায়কৎ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৩	'রায় কুঙার'-এর পর 'রায় কোঙর' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৫	'শর্মন'-এর পর 'শর্মণ' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৬	'সরদেশাই'-এর পর 'সর্দার মাঝি' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৮	'সড়ী'-এর পর 'সকল' যোগ হবে।
খ-বিভাগ—৩৯	'সেনভক্ত'-এর পরে 'শেনভক্ত' যোগ হবে।
গ-বিভাগ— ৩	'দেবশর্মন' স্থলে 'দেবশর্ম্মণ' পড়তে হবে।
গ-বিভাগ— ৮	'জগদলে'-এর স্থলে 'জগ্গলে' পড়তে হবে।
গ-বিভাগ—২৪	ব্রাহ্মণ জাতিতে 'জোষী'-এর পর 'জোয়ারদার' যোগ হবে।
গ-বিভাগ—২৭	মাহিষ্য জাতিতে 'কাঁঠাল'-এর পর 'কান্ডার' যোগ হবে।
গ-বিভাগ—৩০	'ভোরা'-এর স্থলে 'ভোংরা পড়তে হবে।
ঘ-বিভাগ— ৩	'কান্ডার' পদবীতে মাহিষ্য জাতির নাম যোগ হবে।
ঘ-বিভাগ— ৯	'জোয়ারদার' পদবীতে ব্রাহ্মণ জাতির নাম যোগ হবে।
ঙ-বিভাগ—৪০	'হাজারিকা'-এর উৎপত্তির সূত্রে 'হাজারী' স্থলে 'হাজরা'-র/ 'হাজারী'-র অপভ্রংশ পড়তে হবে।
ঙ-বিভাগ—৫৩	৩৮ সূত্রে 'অস্তনাথ' স্থলে 'অস্তনাম' পড়তে হবে।
ঙ-বিভাগ—৫৪	৪০ সূত্রে 'আচার্য করে ভট্টাচার্য' স্থলে 'আচার্য যোগ করে ভট্টাচার্য' পড়তে হবে।
ঙ-বিভাগ—৫৫	৪২ সূত্রে 'সামান্ত ঠাকুর' স্থলে 'সামন্ত ঠাকুর' পড়তে হবে।
ঙ-বিভাগ—৫৫	৪৩ সূত্রে 'ব্রাহ্মণাবেক্ষণ' স্থলে 'রক্ষণাবেক্ষণ' পড়তে হবে।
ঙ-বিভাগ—৫৬	৫০ সূত্রে 'খন্তরক্ষক' ও 'খন্ত' স্থলে 'খন্ডরক্ষক' ও 'খন্ড' পড়তে হবে।
চ-বিভাগ—২	'ষন্নিগ্রহী' স্থলে 'ষন্নিগ্রহী পড়তে হবে।
চ-বিভাগ—১০	'গদাগর' স্থলে 'গদাধর' পড়তে হবে।
চ-বিভাগ—১৪	'List of Cates' স্থলে 'List of Castes' পড়তে হবে।

বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মর্যাদার উত্তরণের উপায় হিসাবে পদবী পরিবর্তনের বহু দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, হিন্দু সমাজে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর পর থেকে পদবী পরিবর্তনের সূত্রে বিভিন্ন পরিবার, জাতি, উপজাতি বা জাতি-খণ্ডের সামাজিক উত্তরণের দৃষ্টান্ত আরও বহুল পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী হিন্দু জাতি সমূহের অসংখ্য পদবী তাদের মৌলিক যোগসূত্র হারিয়েছে। শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিক বহু পরিশ্রমের ভিত্তিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার পদবী/খেতাব/উপাধির সংকলন করেছেন। এ ছাড়া ১০০টি জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত পদবীর স্বতন্ত্র তালিকা সংগ্রহ করে তাদের উৎপত্তি বিষয়ে সুচিন্তিত সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। আশাকরি বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের গঠন ও রূপান্তর বিষয়ে আগ্রহী সকল পাঠক ও গবেষক এই সুবিন্যস্ত ও সুচিন্তিত ব্যাপক সংকলন সযত্নে পাঠ করবেন।

ডঃ সুরজিৎ সিংহ